চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 78 Friday, 17 February, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ৭৮ সংখ্যা ❋ ৪ ফাল্গুন, ১৪২৯, শুক্রবার, ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

রাজ্য সরকার তো জাদুকর নয় মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, মেদিনীপুর, ১৬ ফেব্রুয়ারিঃ রাজ্য সরকার ৩ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) বৃদ্ধির ঘোষণা করেছে বুধবার। এর পরেও রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বড় অংশ ক্ষুব্ধ। বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মচারী সংগঠনগুলি কেন্দ্রীয় হারে ডিএ-র দাবিতে সরব। তৃণমূলপন্থী সংগঠনেরও বক্তব্য, কর্মচারীদের অনেক 'প্রত্যাশা' ছিল। এই পরিস্থিতিতে বুধবার কোনও মন্তব্য না করলেও বৃহস্পতিবার রাজ্যের বক্তব্য জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মেদিনীপুর শহরের প্রশাসনিক সভায় তিনি জানিয়ে দেন, রাজ্য সরকার 'জাদুকর' নয়। অনেকে আরও বেশি চাইলেও টাকা যে জোগাড় করতে হয় সেটাও স্মরণ করান মুখ্যমন্ত্রী। প্রশাসনিক সভায় সরাসরি 'ডিএ' শব্দটা উচ্চারণ না করলেও মমতা বলেন, ''আমরা তো ম্যাজিশিয়ান নই। টাকাটাও জোগাড় করতে হবে। অনেকে বলে, এটা পেলাম, ওটা দাও, এটা পেলাম, ওটা দাও। আরে যেটা পেলে সেটাকে ধরে রাখতে গেলে যে টাকার প্রয়োজন সেটা কোথা থেকে জোগাড় হবে? কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিচ্ছে না। বঞ্চনা করছে আর মিথ্যা কথা বলছে।'' শুধু কেন্দ্রীয় সরকার নয়, রাজ্য বিজেপির দিকেও আঙুল তুলেছেন মমতা। টেনে এনেছেন বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পে রাজ্যের পাওনা আটকে রাখার প্রসঙ্গ। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''বিজেপির নেতারা

গিয়ে বলছে, রাস্তার টাকা দিয়ো না, জলের টাকা দিয়ো না, বাড়িতে টাকা দিয়ো না। একশো দিনের কাজের টাকা দিয়ো না।'' বিজেপি ভোটের দিকে তাকিয়েই এমন আচরণ করছে বলেও অভিযোগ মমতার। তিনি বলেন, ''এগুলো বলছে কারণ, তা হলে মানুষ উপকৃত হবে, আমি কী করে ভোট চাইব? কিন্তু তোমাদের লজ্জা থাকা উচিত। কারণ, এগুলো মানুষের টাকা। তোমাদের টাকা নয়। জনগণের ট্যাক্স নিয়ে দিল্লি এই টাকা তুলে নিয়ে যায়।'' এখন কেন্দ্রীয় সরকার যে হারে ডিএ দিচ্ছে তার তুলনায় রাজ্যের কর্মচারীরা ৩৫ শতাংশ কম পান। মার্চ মাস থেকে যে ৩ শতাংশ বৃদ্ধির ঘোষণা হয়েছে সেটা হলে ফারাক কমে দাঁড়াবে ৩২ শতাংশ। যদিও শীঘ্রই আরও ৪ শতাংশ ডিএ কেন্দ্র বাড়াতে চলেছে। ফলে ফারাক আবার বেড়ে ৩৬ শতাংশ হয়ে যাবে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যে ক্ষোভ-বিক্ষোভ চলছেই। বকেয়া ডিএ না মিটলে পঞ্চায়েত ভোটে কাজ করবে না বলে আগেই হুঁশিয়ারি দিয়েছিল সরকারি কর্মচারীদের সংগঠন যৌথ সংগ্রামী মঞ্চ। তার পরেই বুধবার ৩ শতাংশ ডিএ বাড়ে। এর পরেও ওই সংগঠন আগামী সোম এবং মঙ্গলবার রাজ্যে একটানা ৪৮ ঘণ্টা কর্মবিরতির ডাক দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে অনেকটাই চাপে রাজ্য সরকার। রাজ্য সরকারের পক্ষে যতটা সম্ভব ততটাই বাড়ানো হয়েছে বলে বুধবারই মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় জানিয়েছিলেন। এ দিন ফের মুখ খুললেন। প্রসঙ্গত, ডিএ-র দাবি নিয়ে আদালতেও চলছে লড়াই। সুপ্রিম কোর্টে ডিএ মামলা এখনও বিচারাধীন। আগামী ১৫ মার্চ মামলাটির পরবর্তী শুনানি। তৃণমূলপন্থী কর্মচারী সংগঠনও জানিয়েছে, রাজ্য ৩ শতাংশ ডিএ বাড়ালেও তারা আদালতের দিকেই তাকিয়ে। রাজ্য সরকারের যে হিসাব তাতে কেন্দ্রীয় হারে ডিএ দিতে গেলে রাজ্যের কোষাগারে ৪১,৭৭০ কোটি টাকার 'বোঝা' চাপবে। ডিএ যে বকেয়া সেটাই মানতে নারাজ রাজ্য। সুপ্রিম কোর্টের সওয়ালেও রাজ্যের পক্ষে দাবি করা হয়, বছরে দু'বার করে মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার বিষয়টি কোনও নিয়মে নেই। ফলে মহার্ঘ ভাতা বকেয়া থাকার যুক্তিটাই 'কল্পনাশ্রয়ী'।

রাজ্য বাজেট নিয়ে তীব্র সমালোচনা বিজেপি বিধায়কের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারিঃ বিধানসভায় বুধবার রাজ্য বাজেট পেশ করেছেন অর্থ দফতরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। বৃহস্পতিবার সেই বাজেট নিয়ে কড়া সমালোচনায় বিদ্ধ করলেন বিজেপি বিধায়ক অশোক লাহিড়ি। খোঁচা দিলেন 'এগিয়ে বাংলা' নিয়েও। বললেন, ''আমি খুশি হতাম যদি এগিয়ে যেত বাংলা। এগিয়ে বাংলা দেখতে পেলাম না।'' তাঁর কথায়, দেশের অন্যান্য রাজ্যের থেকে বাংলা এখন অনেক পিছিয়ে রয়েছে। ১৭টি রাজ্যের থেকে বাংলা পিছিয়ে রয়েছে বলে বিধানসভায় দাবি করলেন বিজেপি বিধায়ক তথা বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ। বললেন, ''যখন মা মাটি মানুষের সরকার এল, তখন ১৫টি রাজ্যের পিছনে ছিল বাংলা। এখন পিছিয়ে ১৭টি রাজ্যের থেকে।'' গতকাল বাজেট প্রস্তাব পাঠের সময় চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের হাতে চিরকুট চলে আসা নিয়েও বাঁকা মন্তব্য করলেন অশোকবাবু। বললেন, ''আমি ৬০-৭০টি দেশে গিয়েছি। কিন্তু ট্রেড মিলে বাজেট হয় দেখিনি। ক্যাবিনেট ছাড়া চিরকুট বাজেট হয়ে গেল। চিরকুটে সিদ্ধান্ত হয়। এখানে একজন সিদ্ধান্ত নেন।'' রাজ্য বাজেটকে 'খেলা-মেলার বাজেট' বলেও কটাক্ষ করেন তিনি। বাজেটের একাধিক দিক তুলে ধরে রাজ্য সরকারের সমালোচনা করেন তিনি। এই বাজেটে মূলধনী বিনিয়োগের কোনও দিশা নেই বলেই মনে করছেন তিনি। বললেন, ''আমি রাজ্যকে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে চাই না। এটা ভোটকে সামনে রেখে বাজেট।

মাথা পিছুর আয়ের নিরিখে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় আমাদের রাজ্য অনেক পিছিয়ে রয়েছে।'' তাঁর কথায়, দারিদ্রের থেকে মুক্তির কথা বলতে হবে। কিন্তু, মেলা-খেলা নিয়ে সেটা হবে না বলেই মত তাঁর। বললেন, ''মূলধনী বিনিয়োগের দিকে নজর রাখতে হবে। এই বাজেটে তা নেই।'' তোপ দাগলেন রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার বেহাল দশা নিয়েও। অর্থনীতিবিদ বিধায়কের কথায়, ''সরকারের অবহেলায় সরকারি স্কুলের শিক্ষা তলানিতে। শিক্ষার মানের জন্য তৃণমূল কী করবে, বাজেটে তা দেখলাম না। স্কুলের শিক্ষক নিয়োগ হচ্ছে দুর্নীতিকে সামনে রেখে। বাচ্চারা স্কুলে যাচ্ছে। কিন্তু, সরকারি স্কুলে লেখা-পড়া চলছে না। আমরা এগোইনি। এই যদি এগিয়ে বাংলার অবস্থা হয়, আমার কিছু বলার নেই।'' বিধানসভায় অশোক লাহিড়ির বক্তব্য উঠে এল রাজ্যের সরকারি স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর প্রসঙ্গও।

স্টিকার ছাড়া গাড়ির প্রবেশ নয়, আরও কড়া নজরদারি বিধানসভায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারিঃ বিধানসভায় নজরদারি বাড়ল আরও। বিধায়কদের সঙ্গে গাড়ি নিয়ে কেউ ঢুকতে পারবেন না বিধানসভায়। পাস ছাড়া গাড়ি নিয়ে কেউ ভিতরে যেতে পারবেন না। বিধানসভার স্টিকার গাড়িতে থাকলে তবেই সেই গাড়ি ভিতরে ঢোকার অনুমতি পাবে। বিধায়কদের পাস দেখাতে হবে বিধানসভায় প্রবেশের সময়। বুধবারের ঘটনার পর বৃহস্পতিবার এমনই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল বিধানসভার তরফে। এদিন হেয়ার স্ট্রিট থানার ওসিকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল স্পিকারের ঘরে। সেখানে বেশ কিছুক্ষণ বৈঠকের পরই বিধানসভার সচিবালয় সূত্রে এই খবর জানা গিয়েছে। বুধবার বাজেট পেশ চলাকালীন বিধানসভায় ঢুকে পড়েছিলেন এক ব্যক্তি। বুধবার সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় বিধানসভায়। আর বৃহস্পতিবারই হেয়ার স্ট্রিট থানার ওসিকে ডেকে পাঠান স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন স্পিকারের ঘরে যান ওসি। তাঁর সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তাও চলে। কীভাবে

অনুমতি ছাড়া একজন ব্যক্তি বিধানসভা চত্বরে প্রবেশ করলেন, তা জানতেই এদিন ওসি-কে ডেকে পাঠানো হয়েছে বলে সূত্রের খবর। জানা গিয়েছে, বিধায়ক পরিচয় দিয়েই ওই ব্যক্তি প্রবেশ করেছিলেন ভিতরে। তাঁকে ইতিউতি ঘুরে বেড়াতে দেখে সন্দেহ হয় পুলিশের। শুরু হয় জিজ্ঞাসাবাদ। সূত্রের খবর, পুলিশের কাছে নিজেকে গজানন শর্মা বলে পরিচয় দেন ওই ব্যক্তি। তিনি নিজেকে মধ্য হাওড়ার বিধায়ক বলেও দাবি করেন। তাঁর চোখে ছিল কালো ফ্রেমের চশমা, মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, পরে সাদা শার্ট। প্রাথমিকভাবে পুলিশের দাবি, মানসিক সমস্যা ছিল ওই ব্যক্তির। ২০২০ সালে তাঁর একমাত্র ছেলের মৃত্যু হয়। ২০২১ সালে স্ত্রীর মৃত্যু হয়। বর্তমানে তাঁর পুত্রবধূর কাছে থাকেন ওই প্রৌঢ়। এখনও পর্যন্ত পুলিশ গোটা ঘটনায় কোনও ষড়যন্ত্রের হদিশ পায়নি। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়েও নিজেকে বিধায়ক বলেই পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি। তিনি দাবি করেছিলেন, রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের নির্দেশেই নাকি বিধানসভায় এসেছেন তিনি। তাঁকে জিজ্ঞেস করলেই নাকি সব বুঝতে পারা যাবে। এই ঘটনায় বিধানসভার নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। পরিচয়পত্র ছাড়া বিধানসভায় প্রবেশ করতে পারেন না কেউ। সেই জায়গায় একজন ব্যক্তি আচমকা এভাবে প্রবেশ করা উদ্বিগ্ন কর্তৃপক্ষ।

মেঘালয় থেকে অভিষেকের হুঁশিয়ারি

'যেখানে বিজেপির সরকার, সেখানেই যাবে তৃণমূল'

শিলং, ১৬ ফেব্রুয়ারিঃ ত্রিপুরা থেকে মেঘালয়। তৃণমূলের পাখির চোখ উত্তর-পূর্বে। তাই ত্রিপুরার পর এবার মেঘালয় বিধানসভা ভোটের প্রচারে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার আমপাতি ও উইলিয়ামনগর বিধানসভা কেন্দ্রে একেবারে মেঘালয়ের পোশাকে জনসভা করলেন তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কম্যান্ড। আর জনসভার শুরু থেকেই মেঘালয়বাসীকে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সরসারি বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করে তাঁর কাজের খতিয়ান তুলে ধরেন অভিষেক। বাংলার মতো মেঘালয়েও লক্ষ্মীর ভাণ্ডার সহ ছাত্রদের জন্য স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড, স্বাস্থ্যসাথী সহ একাধিক পরিষেবা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ''মেঘালয়ে তৃণমূল সরকার গড়লে মহিলাদের ক্ষমতায়ন, যুবদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করব।'' বাংলার মতো মেঘালয়ের মহিলাদেরও মাসে ১ হাজার অর্থাৎ বছরে ১২ হাজার টাকা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কম্যান্ড। আবার বাংলায় তৃণমূল সরকারের কাজের সঙ্গে মেঘালয়ের এনপিপি-বিজেপি জোট সরকারের কাজের পরিসংখ্যান তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমাকে একহাত নেন তিনি। এপ্রসঙ্গে মেঘালয়ে বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা তুলে ধরে অভিষেক বলেন, ''বাংলার মতোই মেঘালয়কে দেখব। একটা সুযোগ দিন। আগামী ৫ বছর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়তে তৃণমূলকে আনুন।'' শীঘ্রই মেঘালয় নির্বাচনের জন্য ইস্তাহার প্রকাশ করা হবে এবং সেখানেই তৃণমূলের প্রতিশ্রুতি তুলে ধরা হবে বলে জানিয়েছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। এদিন অসমের পুলিশের গুলিতে মেঘালয়ের কৃষকের মৃত্যুর প্রসঙ্গ টেনেও মুখ্যমন্ত্রী সাংমাকে একহাত নেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল কংগ্রেসকে সরকারে আনার আবেদন জানিয়ে তিনি বলেন, ''মেঘালয়কে অসম, গুজরাট, দিল্লি নয়, মেঘালয় শাসন করবে।

মেঘালয় মাথা নত করবে না। বাংলা করে দেখাতে পারলে মেঘালয় করে দেখাবে।'' সরকারের কাজের নিরিখে সরাসরি কনরাড সাংমাকে চ্যালেঞ্জও ছোড়েন অভিষেক। তাঁর কথায়, ''গত ৫ বছরের কাজের রিপোর্ট কার্ড নিয়ে আসুন। আমরাও বাংলায় গত ৫ বছরের কাজের রিপোর্ট কার্ড নিয়ে আসব।'' সেই রিপোর্ট কার্ডের নিরিখেই মেঘালয়বাসীকে ভোট দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। একইসঙ্গে বিজেপিকে হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, ''যেখানে বিজেপির সরকার যেখানে আছে, সেখানে তৃণমূল যাবে। ক্ষমতা থাকলে আটকে দেখান। শরীরের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত আমরা আছি।'' এদিন প্রত্যেক মেঘালয়বাসীর পাশে থাকা এবং তাদের অধিকারের জন্য লড়াই করারও বার্তা দেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কেবল মৌখিক বার্তা নয়, গলায় মতির মালা, কপালে ফেট্টি সহ একেবারে মেঘালয়ের পোশাকে জনসভা করেন তিনি। আমপাতি ও উইলিয়ামনগর-তাঁর দুটি জনসভাতেই ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

সংগ্রামী যৌথমঞ্চের হুঁশিয়ারি

'ডিএ না পেলে বাংলা অচল করে দেব'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারিঃ এবার রাজ্যপালের দ্বারস্থ হন ডিএ'র দাবিতে আন্দোলনকারীরা। বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টায় রাজভবনে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গে দেখা করতে যান আন্দোলনকারীদের চার প্রতিনিধি। তাপস চক্রবর্তী, অনিরুদ্ধ ভট্টাচার্য, দীপল বিশ্বাস ও সন্দীপ ঘোষ রাজভবনে যান এদিন। নিজেদের বক্তব্য রাজ্যপালের কাছে তুলে ধরেন তাঁরা। এদিন তাঁরা ঘোষণা করেছেন, শুক্রবার রাজ্যজুড়ে ধিক্কার দিবস পালিত হবে। কালো ব্যাজ পরে ধিক্কার জানাবেন তাঁরা। একইসঙ্গে ২০ ফেব্রুয়ারি ও ২১ ফেব্রুয়ারি পর পর দু'দিন পূর্ণদিবস কর্মবিরতিও ডাক দেওয়া হয়েছে। বুধবার রাজ্য বাজেটে সরকারি কর্মচারি ও পেনশনপ্রাপকদের জন্য ৩ শতাংশ ডিএ'র ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। তবে বকেয়া ডিএ নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য বাজেটে ছিল না। এই ঘোষণার তীব্র বিরোধিতা করেন ধর্মতলায় শহিদ মিনারের সামনে আন্দোলনে বসা সংগ্রামী যৌথমঞ্চের সদস্যরা। তাঁরা বলেন, বকেয়া না মেটালে ৩ শতাংশ ডিএ মূল্যহীন। একইসঙ্গে বৃহত্তর আন্দোলনেরও হুঁশিয়ারি দেন তাঁরা। বৃহস্পতিবার ৪৭২ ঘণ্টার অবস্থান বিক্ষোভ মঞ্চ ও লাগাতার অনশনের সপ্তম দিবসে সংগ্রামী যৌথমঞ্চের সদস্যরা জানিয়ে দেন, এবার রাজ্যপালের কাছে যাবেন তাঁরা। সংগ্রামী যৌথমঞ্চের আহ্বায়ক বিশ্বজিৎ মিত্র বলেন, ''আমরা কর্মবিরতি যখন করি, তখন জরুরি পরিষেবাকে বাদ দিয়েই করি। সাধারণ মানুষের জরুরি পরিষেবা নিশ্চয়ই অব্যহত থাকবে। এমন কোনও কাণ্ড করা হবে না, যাতে সাধারণ মানুষের অসুবিধা হয়। কিন্তু আমাদের এটা করতে হচ্ছে, কারণ সরকারের কাছ থেকে সদর্থক কোনও বার্তা আসছে না। এতদিন ধরে অবস্থান চলছে। অনশন চলছে। সরকার সব দেখছে। তারপরও সরকার যদি ন্যূনতম মানবিক না হয়, তার যদি দায়বদ্ধতা না থাকে আমাদেরও তো কিছু করতে হবে।'' বিশ্বজিৎ মিত্রের কথায়, ''আমাদের কর্মবিরতি সরকারের উপর যে চাপ ফেলেছে তা তো রাজ্য বাজেটে বুঝলাম। কিন্তু এটা আমরা প্রত্যাখ্যান করছি। এই দয়ার দান আমরা নেব না। তাই ২০, ২১ তারিখ আমরা লাগাতার কর্মবিরতির ডাক দিয়েছি। তাতেও না কাজ হলে গোটা পশ্চিমবঙ্গকে আমরা অচল করে দিতে বাধ্য হব।''

সিবিআইকে তীব্র ভর্ৎসনা

'আর কত দিন সময় লাগবে?'

পার্থ মামলা তদন্ত নিয়ে ক্ষুব্ধ আদালত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারিঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায় গ্রেফতার হয়েছেন সাত মাস হাতে চলল, এই সাত মাসে তদন্তকারী সিবিআইয়ের ভূমিকা আবার প্রশ্নের মুখে পড়ল আদালতে। এ বার প্রকাশ্যেই বিচারক তদন্তকারী অফিসারকে ডেকে বললেন, ''যেটা হচ্ছে, সেটা ঠিক হচ্ছে না।'' বৃহস্পতিবার আলিপুরে জেলা দেওয়ানি এবং দায়রা আদালতে শুনানি ছিল নিয়োগ দুর্নীতিতে অন্যতম অভিযুক্ত প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থের। তাঁর মামলাটির শুনানিতেই সিবিআইয়ের তদন্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিচারক বলেন, ''যাঁরা অভিযুক্ত, তাঁদেরও কিছু অধিকার থাকে। অনির্দিষ্ট কাল ধরে তদন্ত চলছে তো আর বলা যায় না! আর কত দিন সময় লাগবে?'' বিচারকের এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে সিবিআই কিছু জবাব দেওয়ার আগেই পার্থের আইনজীবী বলে ওঠেন, ''এ তো 'তারিখ পে তারিখ'-এর মতো চলছে!'' বলিউডের জনপ্রিয় সিনেমা 'দামিনী' ছবির একটি দৃশ্যে আদালতে বিচারের দেরি প্রসঙ্গে ওই সংলাপ বলছিলেন নায়কের চরিত্রের অভিনয়কারী বলিউড অভিনেতা সানি দেওল। পার্থের আইনজীবী সেলিম রহমান সেই সংলাপ ধার করেই আদালতের বিচারকের মন্তব্যে সহমত পোষণ করেছেন বলে মনে করছেন অনেকে। নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত পার্থ ছাড়াও অন্যান্য অভিযুক্ত যেমন সুবীরেশ ভট্টাচার্য, শান্তি প্রসাদ সিনহাদেরও মামলার শুনানি ছিল সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে। বিচারক এই সমস্ত তদন্তের অগ্রগতি নিয়েই প্রশ্ন তোলেন। তদন্তকারী অফিসারের কাছে তিনি জানতে চান, ''চার্জশিটে লিখেছিলেন, বাকি অভিযুক্ত এবং প্রার্থীদের ভূমিকা খতিয়ে দেখা দরকার। কিন্তু তাঁরা কোথায়? প্রায় দু'মাস হয়ে গেল, আমি জয়েন করেছি। অনেক দিন তো হল। আমি জানি, এটা একটা বড় কাজ। প্রায় ৩৫০ জন আছেন। কিন্তু কারও স্টেটমেন্ট কি নেওয়া হয়েছে? কারও জবানবন্দি রেকর্ড করেছেন? কোনও ব্যাঙ্কের স্টেটমেন্ট নিয়েছেন?'' প্রশ্ন করেই অবশ্য থেমে থাকেননি বিচারক। এর পরেই তিনি তদন্তকারী অফিসারকে ডেকে বলে দেন, ''যেটা হচ্ছে, সেটা ঠিক হচ্ছে না। অন্তত একটা ১৬৪ (জবানবন্দি নথিভুক্তি) করান।'' বিচারপতির এই মন্তব্যের জবাবে সিবিআইও নিজেদের বক্তব্য জানিয়েছে, তদন্তকারী অফিসার বলেন, ''হাইকোর্টের নির্দেশে আমরা ডিটেল ইনভেস্টিগেশন করছি। আমরা বিস্তারিত তদন্ত করছি। অল্প সময় চাইছি। ব্যাঙ্কের কিছু তথ্য নেওয়া হয়েছে আরও কিছু দরকার।'' অন্য দিকে, নিয়োগ মামলায় দেরি প্রসঙ্গে সরকারি আইনজীবীর বক্তব্য, ''এঁরা তো বলবেনই আমরা তদন্ত টেনে নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু তদন্ত কী ভাবে এগোচ্ছে, সেটাও তো দেখতে হবে।'' সরকারি আইনজীবীর কথায়, ''যখন তদন্ত শুরু হয়েছিল, তখন অভিযোগ ছিল, বেআইনি ভাবে চাকরির দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তদন্তে দেখা যাচ্ছে, কী ভাবে নিয়োগ করা হবে এবং পরবর্তী কালে পদক্ষেপ কী হবে, তা-ও আগেভাগেই পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন অভিযুক্তরা।'' এ ব্যাপারে বিচারকের প্রশ্নের জবাবে সরকারি কৌঁসুলি বলেন, ''কী ভাবে ওএমআর ম্যানিপুলেট করা হল, কী ভাবে নিয়োগ করা হল, কী ভাবে গোটা বিষয়টি ধামা চাপা দেওয়া হল-পুরোটাই আমরা খুঁজে বের করছি। তদন্তে সরকারি কর্তাদের পাশাপাশি ব্যক্তিবিশেষের নামও উঠে এসেছে। প্রত্যেকেই ষড়যন্ত্রের অংশীদার। অপরাধের গুরুত্ব দেখে সবাইকে হেফাজতে নেওয়া দরকার। প্রমাণও আছে।''

আপাতত ফেরাতে হবে না বেতন

বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশে স্থগিতাদেশ ডিভিশন বেঞ্চের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারিঃ গ্রুপ ডি কর্মীদের চাকরি বাতিল হলেও আপাতত ফেরত দিতে হচ্ছে না বেতন। বৃহস্পতিবার স্থগিতাদেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। বিচারপতি সুব্রত তালুকদারের ডিভিশন বেঞ্চ এদিন নির্দেশ দিয়েছে, আপাতত বেতন ফেরত দিতে হবে না যাঁদের চাকরির সুপারিশ বাতিল হয়েছে। তবে চাকরির সুপারিশ বাতিলের নির্দেশ বহাল থাকছে। গ্রুপ ডি নিয়োগে ১ হাজার ৯১১ জনের চাকরির সুপারিশ বাতিলের নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। সঙ্গে বেতন বন্ধেরও নির্দেশ দেওয়া হয়। এই বেতন বন্ধের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করেই ডিভিশন বেঞ্চে যান চাকরিহারারা। প্রশ্ন তোলেন, পাঁচ বছর শ্রমের বদলে তাঁরা বেতন পেয়েছেন। তা হলে কেন সেই টাকা ফেরাতে হবে। এদিন সেই মামলার শুনানি চলাকালীন বেতন ফেরত নির্দেশে স্থগিতাদেশ দেয় ডিভিশন বেঞ্চ। ৩ মার্চ ফের এই মামলার শুনানি। গ্রুপ ডি চাকরি বাতিল মামলা

এদিন আদালতে মামলাকারীদের বক্তব্যে দফায় দফায় বিদ্ধ হয় স্কুল সার্ভিস কমিশন। মামলাকারীদের দাবি, এতদিন পর হঠাৎ কমিশন যুধিষ্ঠির হয়ে গেল? শুধু মামলাকারীরাই নন, কমিশনের ভূমিকায় প্রশ্ন তোলে আদালতও। বিচারপতির মন্তব্য, ''সব দেখেশুনে মনে হচ্ছে এখানে কমিশন যেন লেডি ম্যাকবেথ।'' এদিন মামলাকারীর আইনজীবী বলেন, ''ইলেকট্রনিক ডকুমেন্টস কারচুপি করা যায়। এত তাড়াহুড়ো করে কেন রায়? বলার সুযোগ খুনিরও থাকে। অথচ এখানে কোনও কিছু প্রমাণিত নয়, তারপরও বলার সুযোগ দেওয়া হয়নি। একদিনেই চাকরি বাতিল কেন?।'' একইসঙ্গে মামলাকারীর আইনজীবী বলেন, ''পাঁচ বছর আগের পরীক্ষা বা নিয়োগ। অথচ এখন কমিশন হার্ড ডিস্কের বিশ্বাসযোগ্যতার কথা বলছে।'' ভবিষ্যতে কোনও পরীক্ষায় বসা যাবে না, এই পর্যবেক্ষণই বা কীভাবে, এদিন সে প্রশ্নও তোলা হয়। মামলাকারীর আইনজীবী বলেন, কমিশন, তার চেয়ারম্যান ভুল করলেও তার বিরুদ্ধে কোনও এফআইআর হয়নি। আদালত সবপক্ষেরই বক্তব্য শোনে। এরপরই তারা সিঙ্গল বেঞ্চের বাকি নির্দেশগুলিকে বহাল রাখলেও বেতন ফেরতের নির্দেশে স্থগিতাদেশ দেয়। এই বিষয়টি তারা আরও একবার পর্যবেক্ষণ করবে। তারপর মার্চ মাসে এই বিষয়ে শুনানি হবে। আইনজীবী ফিরদৌস শামিম বলেন, ''কমিশন তো আজ আদালতে নিজেই বলল যুধিষ্ঠির হতে তাদের দেড় বছর সময় লেগেছে। এই মামলাগুলো তো আজকের নয়। ২০২১ সাল থেকে। আজ যথেষ্ট ধৈর্য নিয়েই সবটা শুনেছেন বিচারপতিদ্বয়। ওনারা বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের চাকরি বাতিলের যে নির্দেশ সেই নির্দেশ বহাল রেখেছেন।''

মার খেল সিপিআইএম, ত্রিপুরায় ভোট পড়ল ৮১.১০ শতাংশ, অপেক্ষা এবার ২ মার্চের

আগরতলা, ১৬ ফেব্রুয়ারিঃ কড়া নিরাপত্তার মধ্যে শেষ হল ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচন ২০২৩-এর ভোটগ্রহণ। বিকেল ৪টে পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৮১.১০ শতাংশ। ২০১৮ সালে ভোট পড়েছিল ৯১.৩৮ শতাংশ। অর্থাৎ, গতবারের থেকে ১০ শতাংশেরও কম ভোট পড়েছে। তবে ভোটদানের হার আরও বাড়তে পারে। কারণ বিকেল ৪টের পরও অনেকেই ভোটের লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁদের টোকেন দিয়ে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ভোটদানের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এবার অপেক্ষা ২ মার্চের। ওই দিন, মেঘালয় এবং নাগাল্যান্ডের সঙ্গে, একই সঙ্গে ভোট গণনা হবে ত্রিপুরারও। মোটের উপর ভোট শান্তিপূর্ণ হয়েছে বলেই জানিয়েছে ভারতের নির্বাচন কমিশন। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার জানিয়েছেন, ৪০ থেকে ৪৫টি জায়গায় ইভিএম নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছিল। তবে, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই ভোটযন্ত্র বদলে দিয়ে ফের ভোটাভুটি চালু করা হয়েছে। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময় ১৬৮টি বুথে পুনর্নির্বাচনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এবার এখনও পর্যন্ত ৩,৩৩৭টি বুথের একটিতেও পুনর্নির্বাচনের দাবি ওঠেনি। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে ভোট অবাধ ও শান্তিপূর্ণ হয়েছে বলে দাবি করা হলেও, ভোটের সময় ত্রিপুরায় বিক্ষিপ্তভাবে হিংসার ঘটনা ঘটেছে। সেপাহিজলা জেলার বক্সনগর এলাকায়

অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীদের হামলায় আহত হয়েছেন সিপিআইএম-এর লোকাল কমিটির সেক্রেটারি। তাঁকে কাছের এক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানানো হয়েছে। গোমতি জেলার কাকরাবন বিধানসভা কেন্দ্রে সিপিআইএম-এর দুই নির্বাচনী এজেন্টকেও বেধড়ক মারধর করা হয়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার খয়েরপুরে সিপিআইএম প্রার্থী পবিত্র কর-এর পোলিং এজেন্টের একটি গাড়িও ভাংচুর করা হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই বামেদের পক্ষ থেকে অভিযোগের আঙুল তোলা হয়েছে ক্ষমতাসীন বিজেপির দিকে। ভোট চলাকালীন টুইটারে ভোট চাওয়ার জন্য ত্রিপুরার কংগ্রেস ও বিজেপির শাখা এবং রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক দিলীপ সাইকিয়াকে নোটিস পাঠিয়েছে নির্বাচন কমিশন। দীর্ঘদিন পর্যন্ত ত্রিপুরায় লড়াইটা ছিল দ্বিমুখী-কংগ্রেস বনাম বাম। তবে ছবিটা বদলে যায় ২০১৮ সালে। ওই বছর বাম-কংগ্রেসকে পিছনে ফেলে ক্ষমতায় আসে বিজেপি। আর ২০২১ সালে জন্ম নেয় রাজ্যের নবতম দল তিপ্রা মোথা। ফলে বদলে গিয়েছে উত্তর-পূর্বের এই রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণ। চলতি নির্বাচনে, বিজেপিকে ক্ষমতাচ্যুত করতে হাত মিলিয়েছে 'চির প্রতিদ্বন্দ্বী' কংগ্রেস এবং সিপিআইএম। অন্যদিকে, তিপ্রা মোথা এইবার কিংমেকার হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। ৬০ আসনের ত্রিপুরা বিধানসভায় ৫৫টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে বিজেপি। বাকি ৫টি আসন তারা ছেড়েছে তাদের জোট শরিক ইন্ডিজেনাস পিপলস ফ্রন্ট অফ ত্রিপুরা বা আইপিএফটিকে। আর আম্পিনগর কেন্দ্রে প্রার্থী দিয়েছে বিজেপি এবং আইপিএফটি-দুই দলই। সিপিআইএম, ফরওয়ার্ড ব্লক, সিপিআই এবং আরএসপি-অর্থাৎ বামেরা প্রার্থী দিয়েছে ৪৭টি আসনে। বাকি ১৩টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে জোট সঙ্গী কংগ্রেস। অন্যদিকে ত্রিপুরা রাজবংশের বর্তমান প্রজন্মের সদস্য প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মার নেতৃত্বে তিপ্রা মোথা প্রার্থী দিয়েছে ৪২টি আসনে।

জটু লাহিড়ির প্রয়াণে মুখ্যমন্ত্রীর শোকবার্তা

কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃজটু লাহিড়ির প্রয়াণে শোকবার্তা দিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোাপাধ্যায়।বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের জারি করা মুখ্যমন্ত্রীর শোকবার্তায় লেখা হয়েছে, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জটু লাহি।রি প্রয়াণে আমি গভীর শোক প্রকাশ করছি। তিনি আজ সকালে হাও।ার শিবপুরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর।তিনি হাওড়ার শিবপুর কেন্দ্র থেকে পাঁচবার বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন। বিভিন্ন সমাজ কল্যাণমূলক কাজকর্মের সঙ্গে জটু লাহিড়ি যুক্ত ছিলেন। বর্ষীয়ান রাজনীতিজ্ঞ জটুদার সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের হৃদ্য সম্পর্ক ছিল। তাঁর স্মৃতি চির অমলিন থাকবে।তাঁর প্রয়াণে রাজনৈতিক জগতের অপূরণীয় ক্ষতি হল। আমি জটু লাহিড়ির পরিবার-পরিজন ও অনুরাগীদের আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।

ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনে ভোট দিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিপ্লব কুমার দেব

আগরতলা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃগণতন্ত্রের উৎসবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যসভার সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। এদিন তিনি গোমতী জেলার ৩২ মাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন। ভোটাধিকার প্রয়োগ করে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নেতৃত্বে ২০১৮ সাল থেকে বিজেপি ও আইপিএফটি জোট সরকার ত্রিপুরায় উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে গেছে। তিনি আরও বলেন, সমৃদ্ধশীল ত্রিপুরা গড়ার লক্ষে জনগণ ভোটাধিকার প্রয়োগ করছে।তিনি দৃঢ়তার সাথে দাবি করেন, ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে পুনরায় বিজেপি ও আইপিএফটি জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে।

শেষ হল ভারতের পররাষ্ট্র সচিবের বাংলাদেশ সফর

ঢাকা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃভারতের পররাষ্ট্র সচিব বিনয় কোয়াত্রা গত বুধবার বাংলাদেশে তাঁর দু'দিনের সরকারি সফর শেষ করেছেন।ঐদিন রাতে বাংলাদেশের তরফে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সফরকালে, পররাষ্ট্র সচিব বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের প্রতি ভারতের অব্যাহত প্রতিশ্রুতি, বাংলাদেশকে ভারতের ' ফার্স্ট পলিসি'-র একটি অপরিহার্য অঙ্গ ও ' ইস্ট পলিসি'-র মূল অংশীদার হিসেবে তুলে ধরে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বার্তা পৌঁছে দেন। পররাষ্ট্র সচিব মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনের সঙ্গেও সাক্ষা করেন এবং তাঁকে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পক্ষে শুভেচ্ছা জানান।ফরেন অফিস কনসাল্টেশন চলাকালে পররাষ্ট্র সচিব কোয়াত্রা ও পররাষ্ট্র সচিব

বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা প্রবাসী ভারতীয়রা নিজস্ব মাইলফলক অর্জন করেছেনঃএস জয়শঙ্কর

সুভা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা প্রবাসী ভারতীয়রা নিজস্ব মাইলফলক অর্জন করেছেন। মন্তব্য করলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। বৃহস্পতিবার ফিজি-র সুভায় একটি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় এস জয়শঙ্কর বলেছেন, সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা প্রবাসী ভারতীয়রা নিজস্ব মাইলফলক অর্জন করেছেন, বর্তমানে তাঁরা যে দেশেই বসবাস করেন সেই দেশের পাশাপাশি ভারত এবং বিশ্বের জন্য ব। সম্পদ।ভারতের বিদেশমন্ত্রী হিসেবে ফিজি-তে এটি জয়শঙ্করের প্রথম সফর, এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, ফিজিতে আমার প্রথম সফরে এসেছি আমি। দু'দিন পর আমি ভাবছি, এখানে আসতে কেন আমার এত দেরি হল। আকর্ষণীয় সফর ছিল এটি, এখান থাকা থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি। জয়শঙ্কর আরও বলেছেন, আমরা যখন ইন্দো প্যাসিফিকের দিকে তাকাই, তখন ফিজিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসাবে দেখি, যে দেশের সঙ্গে একটি ঐতিহাসিক এবং প্রতিষ্ঠিত সম্পর্ক রয়েছে।

ডিডি হিমাচলের শুভারম্ভ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর, হিমাচলি সংস্কৃতির দেখা মিলবে দেশ ও বিশ্বে

শিমলা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ হিমাচল প্রদেশের নিজস্ব ডিডি হিমাচল ২৪x৭ সংবাদ চ্যানেলের সূচনা করেছেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর। বৃহস্পতিবার ডিডি হিমাচলের শুভারম্ভ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী মুকেশ অগ্নিহোত্রী। কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেছেন,

বহু বছর আগে যে স্বপ্ন দেখা হয়েছিল তা আজ পূরণ হয়েছে। হিমাচলের নিজস্ব জীবন দূরদর্শন ২৪x৭ সংবাদ চ্যানেল রাজ্যকে উৎসর্গ করা হয়েছে। এখন এই চ্যানেল ফ্রি ডিশে দেখা যাবে। হিমাচলের সংস্কৃতি এখন সমগ্র দেশ ও বিশ্বে দেখা যাবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেছেন, দেবভূমির ধর্মীয় স্থানগুলির লাইভ আরতি দেখানোর চেষ্টা করা হবে। ডিডি ন্যাশনালেও হিমাচলের অনুষ্ঠান দেখানোর চেষ্টা করা হবে। হিমাচলের সংস্কৃতি ও পর্যটনও দেখানো হবে। এর পাশাপাশি চ্যানেলের মাধ্যমে রাজ্যের স্বাধীনতা সংগ্রামীদেরও দেখানো হবে। এই চ্যানেলে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর আরও বলেছেন, এই প্ল্যাটফর্মটি হিমাচলের প্রতিভার জন্য ভালভাবে ব্যবহার করা হবে। প্রতিটি গ্রামের সংস্কৃতি ও শিল্পকে চ্যানেলের মাধ্যমে চেনাতে সহায়তা করা হবে। তিনি বলেছেন, ডিডি হিমাচলকে এক সপ্তাহের মধ্যে একটি বছরব্যাপী ক্যালেন্ডার তৈরি করা উচিত।

ভারত ও ফিজির মধ্যে ঘনিষ্ঠ এবং দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক রয়েছেঃএস জয়শঙ্কর

নাদি, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃভারত এবং ফিজির মধ্যে স্বাক্ষরিত কূটনৈতিক এবং সরকারী পাসপোর্টধারীদের জন্য ভিসা ছাড়ের বিষয়ে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে (মউ)। বৃহস্পতিবার সকালে ভারতের বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর এবং ফিজির প্রধানমন্ত্রী সিটিভেনি রাবুকা এই সমঝোতা চুক্তি বিনিময়ের সাক্ষী থাকেন। ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বলেছেন, ভারত ও ফিজির মধ্যে ঘনিষ্ঠ এবং দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক রয়েছে। এই সম্পর্কের এর একটি বড় অংশ দুই দেশের জনগণের মধ্যে সংযোগের ভিত্তিতে তৈরি। আমরা স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষিতে সক্ষমতা

বৃদ্ধিতে ফিজির সঙ্গে কাজ করার জন্য বিভিন্ন সেক্টরে দেশ গঠনের প্রচেষ্টায় অংশীদার হওয়ার সুবিধা পেয়েছি। জয়শঙ্কর আরও বলেছেন, কঠিন সময়ে ফিজির পাশে দাঁড়িয়েছে ভারত। আমরা নির্দিষ্ট কিছু সময়ে প্রথম প্রতিক্রিয়াশীল ছিলাম এবং কোভিড-এর সময় আমাদের 'ভ্যাকসিন মৈত্রী' প্রচেষ্টার সঙ্গে মিল রেখে, ২০২১ সালের মার্চ অবধি ১,০০,০০০ ডোজ ভ্যাকসিন পেয়েছিল ফিজি।ফিজির প্রধানমন্ত্রী সিটিভেনি রাবুকা বলেছেন, ফিজি সরকারের পক্ষ থেকে এই গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতা উপলব্ধি করার জন্য আমি ভারত সরকারকে ধন্যবাদ জানাই। আমি আত্মবিশ্বাসী যে আমরা আমাদের সহযোগিতাকে আরও সুদৃঢ় করার মাধ্যমে এই ধরনের আরও অনেক উদ্যোগের সাক্ষী হব। ভারত ও ফিজির মধ্যে ভিসা ছাড়ের বিষয়ে মউ স্বাক্ষর হওয়ার বিষয়ে ফিজির প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আমাদের অনেক ফিজি ভ্রমণকারী চিকিৎসা, শিক্ষার জন্য ভারতে যাচ্ছেন। আমরা অবশ্যই উপকৃত হব।

গৌহাটি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নিলেন বিচারপতি সন্দীপ মেহতা

গুয়াহাটি, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ গৌহাটি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নিলেন বিচারপতি সন্দীপ মেহতা। অসমের রাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখি গত বুধবার বিকাল ৫ঃ৩০টায় রাজভবনের দরবার হল-এ মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মার উপস্থিতিতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে জাস্টিস মেহতাকে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন।প্রধান বিচারপতির শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে অন্যদের সঙ্গে ছিলেন পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী রঞ্জিতকুমার দাস, গৌহাটি হাইকোর্টের বিচারপতিগণ, অসমের অ্যাডভোকেট জেনারেল দেবজি শইকিয়া সহ বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যবৃন্দ, অসম সরকারের মুখ্যসচিব পবনকুমার বরঠাকুর, ডিজিপি জিপি সিং সহ বেশ কয়েকজন রাজভবন এবং সরকারি শীর্ষ আধিকারিকগণ।গত ১২ ফেব্রুয়ারি রাজস্থান হাইকোর্টের সিনিয়র বিচারপতি জাস্টিস সন্দীপ মেহতাকে গৌহাটি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্ট কলেজিয়ামের সুপারিশে জস্টিস মেহতাকে গৌহাটি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। সম্প্রতি গৌহাটি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি আরএম ছায়ার অবসরের পর পদটি শূন্য হয়ে পড়েছিল।

নাগাল্যান্ডের সবচেয়ে ধনি প্রার্থী মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিও, ৪৬.৯৫ কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক

কোহিমা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ ৪৬.৯৫ কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিও। সে অনুযায়ী তিনি রাজ্যের সবচেয়ে ধনি ভোটপ্রার্থী। তাঁর মনোনয়নে সংযোজিত হলফনামায় এই তথ্য দিয়েছেন ' ডেমোক্র্যাটিক প্রগ্রেসিভ পার্টি' (এনডিপিপি)-প্রধান মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিও।হলফনামা অনুযায়ী গত পাঁচ বছরে তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ বেড়েছে ১০.৫৪ কোটি টাকা। ২০১৮ সালের নির্বাচনে প্রদত্ত মনোনয়নের সঙ্গে

প্রয়োজনের সময়ে ভারত সর্বদা পাশে দাঁড়িয়েছে, সবসময় বিশেষ বন্ধু ও বিশ্বস্ত অংশীদার থাকবেঃফিজি-র প্রধানমন্ত্রী

সুভা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ ভারতকে বিশেষ বন্ধু ও বিশ্বস্ত অংশীদার আখ্যা দিয়েছেন ফিজি-র প্রধানমন্ত্রী স্টিভেনি রাবুকা। তিনি বলেছেন, অত্যন্ত প্রয়োজনের সময়ে ভারত সর্বদা ফিজি-র পাশে দাঁড়িয়েছে, ভারত সবসময় বিশেষ বন্ধু ও বিশ্বস্ত অংশীদার থাকবে। বৃহস্পতিবার সকালে ভারতের বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্করের সঙ্গে যৌথ বিবৃতিতে একথা বলেছেন ফিজি-র প্রধানমন্ত্রী স্টিভেনি রাবুকা।ভারত ও ফিজির মধ্যে ভিসা ছাড়ের বিষয়ে মউ স্বাক্ষর হওয়ার বিষয়ে ফিজির প্রধানমন্ত্রী স্টিভেনি রাবুকা বলেছেন, ফিজি সরকারের পক্ষ থেকে এই গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতা উপলব্ধি করার জন্য আমি ভারত সরকারকে ধন্যবাদ

জানাই। আমি আত্মবিশ্বাসী যে আমরা আমাদের সহযোগিতাকে আরও সুদৃঢ় করার মাধ্যমে এই ধরনের আরও অনেক উদ্যোগের সাক্ষী হব। তিনি বলেছেন, আমাদের অনেক ফিজি ভ্রমণকারী চিকিৎসা, শিক্ষার জন্য ভারতে যাচ্ছেন। আমরা অবশ্যই উপকৃত হব।

মুখ্যমন্ত্রীর কবিতা পাঠ করে শেষ হল রাজ্য বাজেট

কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্য সরকার ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের জন্য ৭ কোটি টাকার ঘাটতি বাজেট পেশ করেছে। মোট ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ ৩ লক্ষ ৩৯ হাজার ১৬২ কোটি টাকা। অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য গত বুধবার বিধানসভায় বাজেট পেশ করেন। রাজ্য বাজেটের শেষ পর্যায়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েক লেখা কবিতা পাঠ করেই জণসাধারণের প্রতি সরকারের সহমর্মিতার কথা বললেন চন্দ্রিমা।এদিন বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব পেশ করার পর চন্দ্রিমা বলেন, ' মুখ্যমন্ত্রী সব প্রকল্পই গ্রহণ করেন সাধারণ মানুষের সুখ দু ঃখের কথা বিবেচনা করে। তাই বক্তব্য শেষ করছি মুখ্যমন্ত্রীর কবিতার পংক্তি দিয়ে, যেখানে সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর অঙ্গীকার ফুটে উঠেছে।' এরপরই তিনি পাঠ করেন,' তো আমার গণদেবতা আমার হৃদয়ের সবুজ বন যত্নে রাখি সাজিয়ে রাখি তারাই তো আমার মাণিক রতন' কবিতা পাঠের পর হাততালি উঠে আসে শাসক দলের আসন থেকে।

এক নজরে রাজ্য আর্থিক বাজেট ২০২৩-২৪ সালের

কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্য সরকার ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের জন্য ৭ কোটি টাকার ঘাটতি বাজেট পেশ করেছে। মোট ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ ৩ লক্ষ ৩৯ হাজার ১৬২ কোটি টাকা। অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বুধবার বিধানসভায় বাজেট পেশ করেন। তিনি বলেন, সাধারণ নিম্নবিত্ত মানুষ এবং যুব প্রজন্মের কর্মসংস্থানের উপর জোর দিয়েই বাজেট প্রস্তুত করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বাজেটকে কর্ম সংস্থানমুখী বাজেট বলে উল্লেখ করেন।এক নজরে রাজ্য বাজেটের মুখ্য বিষয়গুলিস্ট্যাম্প ডিউটিতে ছাড় আরও ৬ মাস বৃদ্ধি করার ঘোষণাবাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্ট্যাম্প ডিউটির ২ শতাংশ ও জমি, বাড়ির বাজারমূল্যের সার্কল রেটের ১০ শতাংশ ছাড় আরও ছ'মাস বৃদ্ধি করা হল।বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল ৭ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৭০ লক্ষ টাকা, ঘোষণা চন্দ্রিমারবিধায়কদের এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (বিইইউপি) কর্মসূচিতে এলাকা উন্নয়নের খাতে বাসরিক ৬০ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৭০ লক্ষ টাকা করা হবে আগামী অর্থবর্ষ থেকে। এই খাতে বাজেট বরাদ্দ ৩০ কোটি টাকা।রাস্তাশ্রী প্রকল্পের জন্য তিন হাজার কোটি টাকা বরাদ্দরাস্তাশ্রী প্রকল্পের জন্য তিন হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ। এতে নতুন নতুন রাস্তা তৈরি হবে, পুরনো রাস্তার সংস্কারের ব্যবস্থা করা হবে।যুব সমাজের জন্য ভবিষ্য ক্রেডিট কার্ডযুব সমাজের জন্য ভবিষ্যত ক্রেডিট কার্ড শুরু হতে চলেছে। ১৮-৪৫ বছর বয়সী ২ লক্ষ যুবক-যুবতী আর্থিক সহায়তা বাবদ সর্বাধিক ৫ লক্ষ টাকা ঋণ পাবেন। এর ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে।লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রাপকরা ৬০ বছর পেরোলেই সরাসরি বার্ধক্যভাতার আওতায় বাংলার ১.৮৮ কোটি মহিলা এসেছেন লক্ষ্মীর ভান্ডারের আওতায়। লক্ষ্মীর ভান্ডারের প্রাপকরা ৬০ বছর অতিক্রম করলে সরাসরি বার্ধক্যভাতার আওতায় চলে আসবেন।চামড়া শিল্পে বিপুল কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাবানতলার লেদার কমপ্লেক্সে ইতিমধ্যেই ৩ লক্ষ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আগামী দিনে আরও ২ লক্ষ চাকরি সেখানে তৈরি হবে। বললেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।ডেউচায় লক্ষাধিক চাকরি হবেঃচন্দ্রিমাডেউচা পাঁচামিতে ৩৫ হাজার কোটি টাকা লগ্নি হচ্ছে। সেখানে ১ লক্ষেরও বেশি যুবক-যুবতীর চাকরি হবে।খাদ্যসাথীতে যুক্ত হয়েছেন ৯ কোটি মানুষ খাদ্যসাথী প্রকল্পে যুক্ত করা গিয়েছে রাজ্যের ৯ কোটি মানুষকেঃ চন্দ্রিমাকেন্দ্রীয় বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়ায় কেন্দ্রকে আক্রমণকেন্দ্রীয় সরকার লজ্জাজনক ভাবে ১০০ দিনের কাজের বরাদ্দ কমিয়ে দিয়েছে। তার প্রভাব পড়েছে গরিব মানুষের জীবনে।গ্রামীণ আবাসে বাংলা শীর্ষে' আবাস প্রকল্পে আমরা দেশে শীর্ষে'', বললেন চন্দ্রিমা।স্টাম্প ডিউটিতে ছাড়ে উপকৃত বহু মানুষস্টাম্প ডিউটিতে ছাড়ের জেরে উপকৃত হয়েছেন বহু ফ্ল্যাটমালিক। ৪৪ লক্ষ মানুষ অপেক্ষাকৃত কম খরচে ফ্ল্যাট কিনতে পেরেছেন।সামাজিক সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে নজিরবিহীন উন্নতিসামাজিক সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে নজিরবিহীন উন্নতি করেছে বাংলা। দাবি চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের।স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ঋণ ১৩ হাজার কোটিরও বেশিস্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ঋণ দেওয়া হয়েছে ১৩ হাজার ৬০৭ কোটি টাকা। যা গোটা দেশে সবচেয়ে বেশি।স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ঋণদানে শীর্ষে বাংলাস্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ঋণদানে বাংলা দেশের সবার শীর্ষে।রাজ্যের আর্থিক বৃদ্ধির হার ৮.৪১ শতাংশ হবেআর্থিক বৃদ্ধির হার ৮.৪১ শতাংশ হবে, জানালেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা।দুয়ারে সরকারে উপকৃত ৯ কোটি মানুষ৩ লক্ষ ৭১হাজার বাড়িতে পৌঁছেছে রাজ্যের দুয়ারে সরকার প্রকল্প। এতে উপকৃত হয়েছেন মোট ৯ কোটি মানুষ। পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়নে বরাদ্দ ২৬,৬০৩.৫১ কোটি টাকাআগামী অর্থ বর্ষে সবচেয়ে বেশি অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরকে। ২৬ হাজার ৬০৩ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় বিশ্বে করোনায় আক্রান্ত ১ লাখ ৫৬ হাজার ৭৩৫ জন

ওয়াশিংটন, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ গত ২৪ ঘণ্টায় সারা বিশ্বে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১ লাখ ৫৬ হাজার ৭৩৫ জন। মহামারির শুরু থেকে এখন পর্যন্ত ভাইরাসে আক্রান্ত মোট রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৭ কোটি ৭৯ লাখ ৩২ হাজার ৫২৬ জনে। পাশাপাশি একই সময়ে ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ৮৫২ জন। বিশ্বজুড়ে মৃতের সংখ্যা পৌঁছেছে ৬৭ লাখ ৮৪ হাজার ৮৯১ জনে। বৃহস্পতিবার সকালে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত, মৃত্যু ও সুস্থতার হিসাব রাখা ওয়েবসাইট ওয়াল্ডোমিটারস এই তথ্য জানা গেছে।এর আগের ২৪ ঘণ্টায় সারা বিশ্বে করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন ১ লাখ ৪ হাজার ৬৪৯ জন। আর মৃত্যু হয়েছিল ৬৮৩ জনের। অর্থাৎ মৃত্যু কমলেও সংক্রমণ বেড়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ভাইরাসে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়েছে জাপানে। দেশটিতে ৩১ হাজার ৭০৩ নতুন রোগী শনাক্ত হয়েছেন। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২০ হাজার ৫০২ জন সংক্রমিত হয়েছেন ইউরোপের দেশ জার্মানিতে। আর তৃতীয় সর্বোচ্চ ১৫ হাজার ৭৯৩ জন আক্রান্ত হয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রে। অন্যদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে সবচেয়ে বেশি মানুষ মারা গেছেন যুক্তরাষ্ট্রে। দেশটিতে করোনায় নতুন মৃত্যু হয়েছে ১৯৫ জনের। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৩৫ জনের মৃত্যু হয়েছে জাপানে। আর তৃতীয় সর্বোচ্চ ১২৪ জন মারা গেছেন জার্মানিতে। অন্যদিকে ভারতের নয়াদিল্লিতে ভারতে করোনা ভাইরাসের দৈনিক সংক্রমণ ফের বা।ল, বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ১২৬ জন। বুধবার সারাদিনে ভারতে মৃত্যু হয়েছে একজনের, ফলে মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫,৩০,৭৫৭-তে পৌঁছেছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, দেশে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা এই মুহূর্তে ১ হাজার ৮৩৫-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০০ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১,৫১,৯১০ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ৭ হাজার ৮৫০ জন প্রাপক, মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা ২২০,৬৩,১৯,৩৯৭। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসি এমআর) জানিয়েছে, ১৫ ফেব্রুয়ারি সারা দিনে ভারতে ১,১৫,৪০৯ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

উপজাতীয় পণ্য বৃহত্তম বাজারে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে সরকারঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ উপজাতীয় পণ্য বৃহত্তম বাজারে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ও তা নিশ্চিত করতে কাজ করছে সরকার। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার সকালে নতুন দিল্লির মেজর ধ্যানচাঁদ জাতীয় স্টেডিয়ামে জাতীয় আদিবাসী উৎসব ''আদি মহোৎসবের সূচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।এই মহোৎসবে বক্তব্য রাখার সময় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, পূর্ববর্তী সরকারের আমলে বাঁশ কাটা এবং বাঁশের ব্যবহার আইনত নিষিদ্ধ ছিল। আমরা বাঁশকে ঘাসের শ্রেণীতে নিয়ে এসেছি এবং সমস্ত নিষেধাজ্ঞা তুলে দিয়েছি। এখন বাঁশ পণ্য একটি বড় শিল্পের অংশ হয়ে উঠছে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন,বর্তমানে ভারতের চিরাচরিত পণ্যের চাহিদা, বিশেষ করে আদিবাসী সম্প্রদায়ের তৈরি পণ্যের চাহিদা ক্রমাগত বাড়ছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পণ্য এমনকি বিদেশেও রফতানি হচ্ছে। বাঁশের পণ্যের চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।আদিবাসী সংস্কৃতিকে বৃহত্তর পরিসরে প্রদর্শনের প্রয়াস হিসেবে আদি মহোৎসব-এর সূচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই উৎসব চলবে। আদিবাসী সংস্কৃতি, শিল্প ও ঐতিহ্য তুলে ধরা হয়েছে এই উসবে। প্রায় এক হাজার কারিগর ও শিল্পী এতে অংশ নিয়েছেন। আন্তর্জাতিক বাজরা বর্ষ উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে এই মহোৎসবে আদিবাসীদের দ্বারা উপাদিত শ্রী অন্ন প্রদর্শনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এদিন সকালে আদি মহোৎসব-এর সূচনা করার পর স্বাধীনতা সংগ্রামী বিরসা মুন্ডাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন প্রধানমন্ত্রী। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রী অর্জুন মুন্ডাও। এদিন আদিবাসীদের তৈরি বিভিন্ন ধরনের শিল্পকলা পরিদর্শন করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

'আইন মেনেই চাকরি দেব, কেউ আটকাতে পারবে না', দাবী মমতার

কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ'শিক্ষকদের চাকরি খাচ্ছে সিপিএম', বিধানসভায় তীব্র আক্রমণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'রাজনীতি করতে গিয়ে শিক্ষকদের চাকরি খাচ্ছে সিপিএম। রাম-বাম-শ্যাম এক হয়ে গেছে।'মুখ্যমন্ত্রীর সংযোজন, 'চাকরি দিতে গেলে কোর্টে চলে যাচ্ছে, ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্য নষ্ট করছে। আইন মেনেই চাকরি দেব, কেউ আটকাতে পারবে না'।সম্প্রতি, গ্রুপ-ডি পদে চাকরি বাতিল হয়েছে ১ হাজার ৯১১ জনের। এই মামলায় ১ হাজার ৯১১ জন চাকরি প্রাপকের সুপারিশপত্র প্রত্যাহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই মামলায় অবিলম্বে প্রত্যাহারের বিজ্ঞপ্তি জারি করার জন্য কমিশনকে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অভিজি গঙ্গোপাধ্যায়। আর এবার ১৯১১ জনের পর ২২৫০ জনের চাকরি যাচ্ছে।এ প্রসঙ্গে বিজেপি-র সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ সোমবার বলেছেন, 'সবে তো শুরু। সব বিভাগে প্রায় ২৫ হাজার লোক টাকা দিয়ে চাকরি পেয়েছে। অনেকে টাকা দিয়েও চাকরি পায়নি। এই যে বিরাট দুর্নীতি হয়েছে, এর একটা শেষ হওয়া উচিত। মাননীয় বিচারপতি ঠিক জায়গায় হাত দিয়েছেন। ওনার এভাবেই এগিয়ে চলা উচিত।'

ত্রিপুরায় ত্রয়োদশ বিধানসভা নির্বাচনে ভোটদানে মহিলাদের উপচে পড়া ভিড়

আগরতলা, ১৬ ফেব্রুয়ারিঃ বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে ত্রয়োদশ ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনের ভোট গ্রহণ। সকাল থেকেই আগরতলা শহরের রামনগর হাইস্কুলে স্থাপিত মডেল ভোট কেন্দ্রে মহিলা ভোটারদের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্যে করা গেছে। এছাড়াও ত্রিপুরায় অন্যান্য স্থানেও মহিলাদের ভিড় ছিল উল্লেখযোগ্য।প্রসঙ্গত, ২০২৩ ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনে মোট ৩৩৩৭টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের পোলিং এজেন্ট দেওয়ার চেষ্টা করেছে। সকাল থেকে ৬০টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। যে ইভিএমগুলি সঠিকভাবে কাজ করছিল না তা প্রকৌশলীদের দ্বারা দ্রুত সারাই করা হয়েছে। সকাল থেকেই রামনগর হাইস্কুলে ভোটকেন্দ্রে মহিলাদের লম্বা লাইন দেখা গেছে।

আয়কর দফতরের সমীক্ষার নিন্দা এডিটর্স গিল্ডের

নয়াদিল্লি, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ দিল্লি ও মুম্বইতে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ' বিবিসির কার্যালয়ে সমীক্ষা চালালো আয়কর দফতর। ওই সমীক্ষা চালানো নিয়ে সরব হয়েছে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি । ' বিবিসির কার্যালয়ে আয়কর দফতরের সমীক্ষার নিন্দায় সরব হয়েছে দেশের সংবাদমাধ্যমের সম্পাদকদের সংগঠন এডিটর্স গিল্ড অফ ইন্ডিয়া।সংগঠনের পক্ষ থেকে এক প্রেস বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ' সমালোচনা করায় আয়কর হানার মুখে পড়েছে বিবিসি। এই ধরনের হানা শুধু উদ্বেগেরই নয়, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার পক্ষে অশনিসঙ্কেত। সরকারের সমালোচনা করা প্রতিষ্ঠানগুলির কণ্ঠস্বর রোধ

রাজনৈতিক মহলে শোকের আবহ, শিবপুরের প্রাক্তন বিধায়ক জটু লাহিড়ি প্রয়াত

হাওড়া, ১৬ ফেব্রুয়ারিঃপ্রয়াত হয়েছেন হাওড়ার শিবপুরের প্রাক্তন বিধাকয় জটু লাহিড়ি। বৃহস্পতিবার সকালে শিবপুরের অম্বিকা কুণ্ডু বাই লেনে নিজের বাড়িতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। পরিবার সূত্রের খবর, জটু লাহি।ী বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭। জটুর মৃত্যুতে শোকগ্রস্ত রাজনৈতিক মহল। মন্ত্রী অরূপ রায় জানিয়েছেন, ' দীর্ঘ দিন আমাদের কর্মী ছিলেন। একসঙ্গে আমরা বহু লড়াই করেছি। তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা রইল।১৯৩৬ সালের ২৮ এপ্রিল জন্ম হয়েছিল জটুর। কংগ্রেসের হাত ধরে রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় তাঁর। শিবপুর কেন্দ্রে প্রথম বার তিনি প্রার্থী হয়েছিলেন ১৯৯১ সালে। ওই কেন্দ্র থেকে বিধায়ক হন তিনি। ১৯৯৬ সালেও ওই কেন্দ্র থেকে জয়ী হন তিনি। এর মাঝে তৃণমূল কংগ্রেস

তৈরি হওয়ার পর কংগ্রেস থেকে জোড়াফুল শিবিরে যোগ দেন জটু। ২০০১ সালেও বিধানসভা ভোটে জিতেছিলেন জটু। তবে ২০১১ সালে হেরে যান তিনি। কিন্তু ২০১৬ সালে আবার বিধায়ক হিসাবে ফিরে আসেন জটু।পাঁচ বার শিবপুর কেন্দ্রের বিধায়ক ছিলেন তিনি। ২০২১ সালে তৃণমূল ছেড়ে জটু যোগ দিয়েছিলেন বিজেপিতে। শিবপুর কেন্দ্রে প্রার্থীও হন তিনি। যদিও পাঁচ বারের জেতা কেন্দ্র জটুকে ফিরিয়ে দিয়েছিল গত বিধানসভা ভোটে। এর পর থেকে রাজনীতি থেকে কিছুটা দূরেই চলে যান ওই বর্ষীয়ান নেতা।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ শুক্রবার, ৪ ফাল্গুন মাস ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১৭ফেব্রুয়ারিঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ ৫১২৩, সৌরঃ৪ ফাল্গুন মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৪ ফাল্গুন মাস ১৪২৯, ভারতীয় সিভিলঃ৪ ফাল্গুন মাস ১৯৪৪, মৈতৈ ঃ৮ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃ বিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃ সকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃ রাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃ দিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃদিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

অংশত, সকালে দিকে মেঘলা আকাশ হবে। পরে পরিস্কার থাকবে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.০৬ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৭.০৫এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯০শতকরা এবং ২৮শতকরা। বৃষ্টি হয়নি বৃহঃবার । জোয়ার- সকাল ৮টা ২০ মিনিট এবং রাত-৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৮টা ২০মিনিট। রাত-৮টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজঃ ৬ টা ০৯মিনিট এবং সূর্য অস্ত যাবে আজকের দিনেঃ ৫ টা - ৩১মিনিটের মধ্যে হবে আবহাওয়া পরিবর্তন

রাশিফল

মেষ রাশিঃআপনার স্বযত্নলালিত স্বপ্ন সত্যে পরিণত হবে। কিন্তু আপনার উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণের রাখা উচিত কারণ খুব বেশী আনন্দ কিছু সমস্যার কারণ হবে **বৃষ রাশিঃ** পরিশ্রমের বিকল্প নেই ।সন্তান হতে পারে ।শুভদিন। **মিথুন রাশিঃ**বন্ধুবান্ধবদের সাথে সন্ধ্যাযাপন সুখকর হবে কিন্তু অতিরিক্ত খাওয়া এবং মদ সম্পর্কে যত্নশীল হোন। অর্থ ব্যয় **কর্কট রাশিঃ**বাইরের কাজকর্ম আপনাকে লাভ দেবে। দুর্গের মত শৈলীতে ভালোবাসা এবং সর্বদা নিরাপত্তার চিন্তা কেবলমাত্র আপনার শারীরিকের পাশাপাশি মানসিক বিকাশকেই ব্যাহত করে। **সিংহ রাশিঃ**আজ আপনি আপনার স্বাস্থ্য এবং চেহারা উন্নত করার যথেষ্ট সময় পাবেন। কারও সাথে পরামর্শ না করে আজ আপনার অর্থ বিনিয়োগ করা উচিত **কন্যা রাশিঃ**আপনার মন ভাল জিনিষের প্রতি আগ্রহী হবে। আপনার স্ত্রীর সাথে একসাথে, আপনি আর্থিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারেন ।শুভ **তুলা রাশিঃ**আপনি আপনার দিন যোগ এবং ধ্যান দিয়ে শুরু করতে পারেন। এটি করা আপনার পক্ষে উপকারী হবে ।বিবাহের যোগ। **বৃশ্চিক রাশিঃ**নিজেকে আরো আশাবাদী হতে প্রেরণা জোগান। **ধনু রাশিঃ** আজ আপনাকে বিভিন্ন উত্তেজনা এবং মতভেদের সামনা **মকর রাশিঃ**রক্তচাপের রোগীরা তাদের রক্তচাপ কমানো হবে। **কুম্ভ রাশিঃ**যদি আপনি ভাবপ্রবণ মেজাজ পেতে চান যা আপনি আজও আঁকড়ে ধরে থাকতে চান তাহলে অতীতে ফিরে যান। । **মীন রাশিঃ**আধ্যাত্মিক চেতনার উত্থান কোন সাধু ব্যক্তির কাছ থেকে স্বর্গীয় জ্ঞান আহরণের জন্য আপনাকে কোন ধর্মীয় স্থানে পরিদর্শন করাতে পারে। যারা বিবাহিত তাদের আজকের

অথৈ জলে ভাসছে ঘর এ যেন ভরা বর্ষা, ঘরে ঢোকার উপায় সোলার ডিঙি

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ শ্রীরামপুর উত্তরপাড়া ব্লকে পিয়ারপুর পঞ্চায়েতের বড় বেলু এলাকায় কৃষি জমির উপরে গড়ে উঠছে কারখানা এর ফলে সমস্যায় পড়ছেন বড় বেলু কলতলা এলাকার বাসিন্দারা। এর ফলে বছরের চার মাস তাদের অন্যত্র থাকতে হয় বাড়ি ভাড়া নিয়ে, তাদের অভিযোগ অবৈধভাবে নিকাশি ব্যবস্থা বন্ধ করা। বেশ কয়েক বছর ধরে নষ্ট হয়ে গিয়েছে চাষের জমি বছর কুড়ি ধরে ওই এলাকায় বসবাস করে শতাধিক পরিবার , তাদের দাবি কারখানা গড়ে উঠছে উঠুক সুষ্ঠু নিকাশি ব্যবস্থা করুক প্রশাসন। এই বিষয়ে তারা স্থানীয় পঞ্চায়েত, ভিডিও এবং এসডিওকেও লিখিত অভিযোগ জানান । কিন্তু কোন সুরাহা মেলেনি তাতেও , তাদের আরো অভিযোগ চিঠি পাওয়ার পর প্রশাসনের তরফ থেকে তাদের ডাকা হলেও অন্য এলাকার মানুষ নিয়ে সেখানে মিটিং করা হয়। এক বাসিন্দার অভিযোগ আগে এখানে সেরকম জল জমতো না , যবে থেকে এখানে এরকম কারখানা হচ্ছে এক কোমর জলে বসবাস করতে হয়, বর্ষাকালে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হয় অন্যত্র একাধিকবার প্রশাসনকে জানিয়েও কোন লাভ হয়নি। বাসিন্দা সাজ্জাদ আলামের অভিযোগ এভাবে বাড়ি ঘরে জল ঢুকে গেলে আমরা থাকবো কোথায়, কাল প্রশাসনের তরফ থেকে মিটিং ডাকা হলেও আমাদের না জানিয়ে অন্যত্র থেকে লোক নিয়ে গিয়ে সেখানে মিটিং করা হয়। আরেক বাসিন্দা জানান কারখানা দেওয়ালের জন্য জল বেরোতে পারে না, এক কোমর জলের নিচে ঘর, নৌকা নিয়ে যাতায়াত করতে হয়। স্থানীয় এক যুবকের অভিযোগ খাল বন্ধ করে এত বড় বড় ফ্যাক্টরি করা হচ্ছে, আমাদের বাড়ির ঘরের জলগুলো যাবে কোথা দিয়ে? বর্ষাকালে তিন থেকে চার মাস বাড়িছাড়া হতে হয়। নষ্ট হয়ে গিয়েছে চাষ জমি। ওই অঞ্চলের পঞ্চায়েত সদস্য মদন বাগ জানান ওই এলাকায় বাড়ি ঘরের জল ঢুকে যাওয়ার সমস্যার কথা জানি , ওখানে অপরিকল্পিত ভাবে বাড়ি ঘর করা হয়েছে যত তারা তারই সম্ভব এই সমস্যার সমাধান করা হবে । পেয়ারাপুর পঞ্চায়েত প্রধান জানান এরকম একটা ঘটনার শুনেছি , ওই এলাকার সদস্য মদনবাগ বিষয়টি খুঁটিয়ে দেখছেন তারপরে সেই বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কারখানার জন্য কখনোই নিকাশি ব্যবস্থা নষ্ট হবে না যত দ্রুত সম্ভব কোন সুরাহা করা হবে। বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সদস্য শ্রেয়াংশু মাহন্ত জানান শুধু পেয়ারাপুর বলেই নয়, সব জায়গায় একই অবস্থা ওখানে ফ্যাক্টরি পাঁচিল তুললেও পঞ্চায়েত প্রধানের উচিত ছিল ওখানে কোন নিকাশের ব্যবস্থা করা কিন্তু তিনি সাধারণ মানুষের দিকে তাকাচ্ছেন না, অভিযোগ করা হলেও তিনি অস্বীকার করেছেন এ ঘটনার সব জায়গায়ই ঘটছে।

ভুয়ো জন্ম সার্টিফিকেট তৈরি, গ্রেফতার ১

দুরন্ত বার্তা, বাসন্তী, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগণার বাসন্তী এলাকায় একটি নার্সিংহোমের কাগজপত্র, রাবার স্ট্যাম্প নকল করে ভুয়ো জন্ম সার্টিফিকেট তৈরির অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ক্যানিং থানার ৭ নম্বর দিঘীরপা। এলাকা থেকে বুধবার গ্রেফতার করা হয়েছে বাসুদেব মণ্ডলকে। পেশায় গ্রামীণ চিকিৎসক এই অভিযুক্ত। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পাশাপাশি বৃহস্পতিবার ধৃতকে আলিপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক তিনদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, বাসন্তীর কাঁঠালবেরিয়া এলাকার একটি নার্সিংহোমের নাম করে কাগজপত্র ক্যানিংয়ের একটি ছাপাখানায় ছাপতে দেয় অভিযুক্ত। বিষয়টি ওই ছাপাখানার কর্মীদের সন্দেহ হওয়ায় তাঁরা ওই নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষকে ফোন করে জানান। এরপর অভিযুক্ত ব্যক্তি ওই কাগজপত্র নিতে এলে বুধবার তাঁকে হাতে নাতে ধরে ফেলেন। বিষয়টি ক্যানিং থানায় জানালে পুলিশ তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করে, পরে নার্সিংহোম কতৃপক্ষের অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্ত গ্রামীণ চিকিৎসককে। অভিযুক্তের দাবি, আমি সোনাখালি এলাকায় চিকিৎসা করি। গ্রামে কিছু মানুষের বাড়িতে প্রসব হয়ে যায়, তাঁরাই জন্ম সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন করলে তাঁদেরকে এই কাগজ করে দিই। নার্সিংহোমের কর্মী আব্দুল সালাম সর্দার বলেন, বিগত দু তিন বছর ধরেই আমরা অভিযোগ পাচ্ছি যে আমাদের নার্সিংহোমের কাগজ নকল করে জন্ম সার্টিফিকেট তৈরি করা হচ্ছে। অবশেষে অভিযুক্তকে হাতেনাতে ধরে ফেলা হয়েছে। তাঁকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছি। পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত করে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করুক।

‘মেট্রোর পিলার নীল-সাদা করতে দিন’, এক মাসেও চিঠির উত্তর পাননি ফিরহাদ হাকিম

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাস্তা থেকে সেতু, সবটাই মুড়ে ফেলা হয়েছে নীল সাদা রঙে। তবে মেট্রো রেল কেন্দ্রের অধীন হওয়ায় তাতে নীল সাদা রং নেই। তাতে এবার আপত্তি জানাল রাজ্য। মেট্রোর পিলারগুলি যাতে নীল সাদা রং করে দেওয়া হয়, সেই আর্জি জানিয়ে ইতিমধ্যেই রেল কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়েছেন কলকাতা পুরনিগমের মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তবে, এ ব্যাপারে এখনও রেল কর্তৃপক্ষের তরফে কোনও উত্তর আসেনি বলে জানিয়েছেন ফিরহাদ। তবে এই রং বদলানোর ক্ষেত্রে কোনও রাজনীতি নেই বলেই জানিয়েছেন তিনি। গত ১৮ জানুয়ারি রেলকে সেই চিঠি দিয়েছেন ফিরহাদ। সেখানে তাঁর আর্জি, পিলারের রং বদলে ফেলতে হবে। তিনি চিঠিতে উল্লেখ করেছেন, কলকাতা পুরনিগমের তরফে শহরের সৌন্দর্যায়নের জন্য নীল ও সাদা রঙের ব্যবহার করা হচ্ছে সব জায়গায়। একাধিক সরকারি প্রকল্পেও এই রঙের ব্যবহার করা হয়েছে। তার সঙ্গে তাল মিলিয়েই মেট্রোর পিলারের রংও যাতে বদলে নীল-সাদা করে দেওয়া হয়, সেই অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি। বৃহস্পতিবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূল সাংসদ শান্তনু সেন সেই চিঠির কথা জানান। একই সঙ্গে তিনি মনে করিয়ে দেন, রেলমন্ত্রী থাকাকালীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলের জন্য অনেক কিছু করেছিলেন। মমতার শুরু করা একাধিক প্রকল্পের কাজ বন্ধ আছে বলেও দাবি করেছেন তিনি। এদিকে, মাস খানেক হয়ে গেলেও ফিরহাদের চিঠির উত্তর আসেনি। তিনি জানিয়েছেন, এই রং বদলের সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই। তিনি বলেন, আমরা যদি রাজনীতি দেখতাম, তাহলে তো সবুজ করে দিতাম। তা তো দিইনি। নীল-সাদা করলে দেখতে ভাল লাগে। তাই অনুরোধ করেছি। এখনও অনুমতি পাইনি। অনুমতি পেলেই কাজ শুরু করব।

বুনো শূকরের হামলায় আহত আদিবাসী যুবক, জমির ফসলও নষ্ট

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ হরিপাল ব্লকের শ্রীপতিপুর ইলিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্রীপতিপুর গ্রামের আদিবাসী যুবক মঙ্গল মান্ডি বুনো শূকরের কামড়ে গুরুতর জখম হয়েছেন। সাথে সাথে কয়েক বিঘা জমির আলু- মটরশুঁটি সহ অন্যান্য ফসলের ক্ষতি হয়েছে ওই বুনো শূকরের হামলায়। জানা গেছে, মাঠ থেকে গরু- ছাগল আনতে গেলে কয়েকটি বুনো শুকর ওই যুবকের দিকে তেড়ে গেলে যুবকটি পা পিছলে পড়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে তার বা হাতের কবজিতে ভয়ংকর ভাবে কামড় দেয় শূকরটি। সাথে সাথে তাকে শিয়াখালার একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয় সেখান থেকে কলকাতার আরজি কর মেডিকেল কলেজে তাকে স্থানান্তরিত করা হয়। বর্তমানে কিছুটা সুস্থ হয়ে বাড়িতে চিকিৎসাধীন ওই যুবক। তিনি জানান কয়েকদিন ধরেই বেশ কয়েকটি বুনো শূকরের শ্রীপতিপুর ও কুমিরভেরি মৌজার বিভিন্ন ফসলের খেতে ঘুরে বেড়াচ্ছে ও জমির ফসল নষ্ট করছে। চাষিরাও ভয়ে আতঙ্কিত। ওই যুবক অভিযোগ করেন স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রশাসন এই ব্যাপারে কোন খোঁজখবর নেয়নি। তার দাবি অবিলম্বে প্রশাসন এগিয়ে এসে বুনো শূকরগুলি তাড়ানোর ব্যবস্থা করুক।

কেন্দ্রীয় সংস্থা ও বিজেপির কর্মী পরিচয় দিয়ে ঘর পাইয়ে দেওয়ার নামে টাকা তোলার অভিযোগ ধৃত এক

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ এবার আবাস যোজনা প্লাসের ঘর দেওয়ার নাম করে টাকা তোলার অভিযোগে ধৃত এক বকুলতলা থানা এলাকায়। কেন্দ্রীয় এজেন্সি ও বিজেপি নেতার পরিচয় দিয়ে গ্রামে গিয়ে আবাস যোজনার ঘর পাইয়ে দেওয়ার নামে টাকা চাওযয়ার অভিযোগ উঠলো এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, জয়নগর ২ নং ব্লকের গড়দেওয়ানি গ্রাম পঞ্চায়েতের মোল্লার চক গ্রামে বৃহস্পতিবার এক ব্যক্তি কেন্দ্রীয় সংস্থা ও বিজেপির কর্মী হিসাবে নিজের পরিচয় দিয়ে গ্রামবাসীদের কাছ থেকে টাকা তোলার চেষ্টা করেন। গ্রামবাসীদের সন্দেহ হওয়ায় গ্রামবাসীরা আটকে রেখে খবর দেয় বকুলতলা থানায়। বকুলতলা থানার পুলিশ গিয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম সন্দীপ গায়েন, বাড়ি বকুলতলা থানার ভবানীমারি এলাকায়। অভিযুক্ত নিজেকে বিজেপি নেতা বলে পরিচয় দিলেও বিজেপি তা করেছে। অভিযুক্তকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে বকুলতলা থানার পুলিশ। আর এব্যাপারে গড়দেওয়ানি অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি শিক্ষক সাহাবুদ্দিন শেখ বললেন, একজন বিজেপি কর্মী গ্রাম বাসীদের কাছ থেকে ঘর করে দেবার নাম করে এই ভাবে টাকা তুলছে। এটাই বিজেপির কালচার। আটক ব্যক্তি তাদের দলের নয় বলে দাবি করেন বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক অলোক হালদার। তিনি বলেন, ওই ব্যক্তি আমাদের দলের কেউ নয়। আইন ওর আইন মোতাবেক শাস্তি দিক এটাই আমরা চাই। আমাদের দলকে কালিমালিপ্ত করা হচ্ছে ফালতু ভাবে।

রঞ্জি ট্রফির ফাইনাল চলাকালীন ইডেনের সামনে যাত্রীবোঝাই বাসে আগুন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ ইডেন গার্ডেনসে বাংলা বনাম সৌরাষ্ট্রের মধ্যে রঞ্জি ট্রফির ফাইনাল ম্যাচ ঘিরে উত্তেজনা তুঙ্গে। স্টেডিয়াম চত্বরে ক্রিকেটপ্রেমীদের ভিড়। তারমাঝেই হঠাৎ করে ঘটে গেল দুর্ঘটনা। ইডেন সংলগ্ন রাস্তায় আচমকাই একটি যাত্রী বোঝাই মিনি বাসে আগুন ধরে যায়। নিমেষের মধ্যে কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা এলাকা। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে পথচলতি সাধারণ মানুষের মধ্যে। দুর্ঘটনার জেরে কিছুক্ষণের জন্য ব্যাহত হয় যান চলাচল। বৃহস্পতিবার দুপুরে ইডেন গার্ডেনসের সামনে রাস্তার ধারে এসপ্ল্যানেড- বোটানিক্যাল গার্ডেনস রুটের একটি মিনিবাসে আগুন লাগে। ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা এলাকা। পুলিশি উদ্যোগে ইডেন গার্ডেনস সংলগ্ন রাস্তা থেকে সবাইকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। অন্যান্য গাড়িগুলিকে আগুন লাগা মিনিবাসের থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রথমে পুলিশকর্মীরাই আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। খবর পাঠানো হয় দমকলেও। দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে শেষ পর্যন্ত মিনিবাসের আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। যদিও এই ঘটনায় কোনও যাত্রী আহত হননি বলেই জানা গিয়েছে।

বাঘরোল হত্যা, ধৃত দুজনের ১৪ দিনের জেল হেপাজত

দুরন্ত বার্তা, উলুবেড়িয়া, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ বুধবার শ্যামপুরের বালিচাতুরী পঞ্চায়েতের ভগবানপুরে একটি বন্যপ্রাণী বাঘরোল কে হত্যা করা হয়।

খবরটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন স্বপ্নের শহর শ্যামপুর (হাওড়াবাসী) র কাছে গোপনে খবর আসে, বালিচাতুরি জিপির ভবানীপুর গ্রামের বাসিন্দা মিন্টু কাড়াল প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া বন্য প্রাণী বাঘরোল (যা আমাদের পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য প্রাণী হিসেবে পরিচিত) হত্যা করে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষহতে সঙ্গে সঙ্গে গড়চুমুক ফরেস্টের রেঞ্জারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তারপর রেঞ্জার ও ডিএফও র তৎপরতায় ওই ব্যক্তিকে এবং সঙ্গী অপরজন পলাশ মন্ডলকে গ্রেফতার করে, এবং মৃত বাঘরোলটিকেও উদ্ধার করে নিয়ে যায়। বৃহস্পতিবার বাঘরোল হত্যাকান্ডে ধৃত দুজনকে বৃহস্পতিবার উলুবেড়িয়া মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক দুজনকে ১৪ দিনের জেলহাজতে পাঠায়।

চেন্নাইয়ে নৌশাদ সিদ্দিকির বন্ধুর বাড়িতে কলকাতা পুলিশের তল্লাশির অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দীকি ঘনিষ্ঠ এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে তলব করল লালবাজার। পুলিশের তলবে আশঙ্কায় রয়েছেন ওই ব্যবসায়ী। তাঁকে গ্রেফতার করা হতে পারে বলে মনে করছেন শামসুর। গ্রেফতারি এড়াতে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজা শেখর মান্থার এজলাসে মামলা দায়ের করেছেন তিনি। ব্যবসায়ী শেখ শামসুর আলম ভাঙড়ের বাসিন্দা হলেও বর্তমানে চেন্নাইয়ে থাকেন। গত দু'দিন ধরে ব্যবসায়ী শেখ শামসুর আলমের বাড়ি এবং দফতরে তল্লাশি চালিয়েছে কলকাতা পুলিশ। দ্রুত মামলার নিষ্পত্তির আবেদন করেছেন তিনি। মামলা শোনার জন্য সম্মতি দিয়েছেন বিচারপতি। শুক্রবার এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। গত ২১ জানুয়ারি ধর্মতলায় আইএসএফের কর্মী-সমর্থকরা পথ অবরোধ শুরু করলে তাঁদের হটাতে যায় পুলিশ। তখনই পুলিশের সঙ্গে আইসেএফ কর্মীদের সংঘর্ষ বাঁধে। রণক্ষেত্রের চেহারা নিয়েছিল গোটা ধর্মতলা চত্বর। পুলিশকে লক্ষ্য করে পাথর মারা, ইট ছোঁড়া, সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর, পুলিশকে আক্রমণের অভিযোগ তোলে পুলিশ। গ্রেফতার করা হয় নওশাদ আরও ১৮ আইএসএফ কর্মী-সমর্থককে। কলকাতার পৃথক তিনটি থানাতে নওশাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল। সেই ঘটনার পর থেকেই কখনও পুলিশ, আবার কখনও জেল হেফাজতে রয়েছেন বিধায়ক নওশাদ সহ বাকিরা। সেদিনের ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহেই শামসুরকে লালবাজার তলব করেছে বলে খবর। চলেছে তাঁর বাড়ি ও দফতরে তল্লাশি। বিধায়কের পরিচিত হলেও ২১ জানুয়ারির ঝামেলার সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই বলে দাবি করেছেন ব্যবসায়ী। শামসুরের অভিযোগ, শুধুমাত্র নওশাদ তাঁর পরিচিত বলেই পুলিশ তার বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছে লালবাজার।

হাওড়ায় নিবরার কাছে দুর্ঘটনা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ আবার দুর্ঘটনা হাওড়ার সাঁত্রাগাছিতে। বৃহস্পতিবার দুপুরে বাস লরির সংঘর্ষে আহত হন ১০ থেকে ১২ জন যাত্রী। পুলিশ আহত যাত্রীদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসে হাওড়া জেলা হাসপাতালে। এই ঘটনায় লরিটিকে নিয়ে চালক পালানোর চেষ্টা করলে ট্রাফিক পুলিশ লরিটিকে আটক করে। হাওড়া থেকে দীঘা যাওয়ার পথে নিবরার কাছে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা লরির পিছনে নিযন্ত্রণ হারিয়ে গিয়ে ধাক্কা মারে বাসটি। এই ঘটনায় আহত হন বেশ কয়েকজন যাত্রী। দুর্ঘটনার কারণে ব্যাপক যানজট হয়। পরে পুলিশি তৎপরতায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, বাসে প্রায় ৬৫ জন যাত্রী ছিলেন। বাসটি ধাক্কা মারতেই বাসের ভিতর এদিক ওদিক ছিটকে পড়েন যাত্রীরা। শিশু, বৃদ্ধ সকলেই ছিলেন বাসের ভিতর। এরমধ্যে ১০ জন কমবেশি আহত হন। কারও মাথায়, কারও হাতে, পায়ে, নাকে, মুখে চোট লাগে। হাওড়া সিটি পুলিশের অ্যাম্বুল্যান্সে করে আহতদের হাওড়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর অবশ্য অধিকাংশকেই ছেড়ে দেওয়া হয়। ঘটনার পর ডাম্পারটির চালক গাড়ি নিয়ে পালানোর চেষ্টা করলেও কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশের তৎপরতায় তা আটক করা হয়। দুর্ঘটনার জেরে বেশ কিছুক্ষণ কোণা এক্সপ্রেসওয়েতে যানচলাচল ব্যাহত হয়। পরে পুলিশ পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখার চেষ্টা করছে পুলিশ।

মৃত্যুর পরেও জটু লাহিড়ীকে নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর তুঙ্গে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ কল্যাণের মন্তব্য নিয়ে তীব্র আক্রমণ বিজেপির। মৃত্যুর পরেও জটু লাহিড়ীকে নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর তুঙ্গে। বিজেপির রাজ্য সম্পাদক উমেশ রাই জানান, জটু লাহিড়ীর মতো সিনিয়র নেতাকে নিয়ে মৃত্যুর পর রাজনীতি করা উচিত কাজ নয়। এদিন ঘটনার সূত্রপাত জটু লাহিড়ীকে অন্তিম শ্রদ্ধা জানাতে এসে তৃণমূল কংগ্রেসের সদর সভাপতি কল্যাণ ঘোষের একটি মন্তব্য। সেখানে প্রয়াত জটু লাহিড়ী সম্পর্কে কল্যাণ ঘোষ বলেন, ‘দুঃখের বিষয় উনি কিছু লোকের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে বিজেপিতে যোগদান করেছিলেন। বিজেপি তাঁকে সেই সম্মান দেয়নি। কিন্তু আমরা মনে করি উনি যদি আমাদের সঙ্গে থাকতেন তাহলে উনি সম্মানের সঙ্গে বিদায়ী যাত্রা নিতে পারতেন।’ আর কল্যাণের এই মন্তব্য নিয়েই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। বিজেপির রাজ্য নেতা শমীক ভট্টাচার্য্য বলেন, ‘রাজনীতি একটা বহমানতা। জটু লাহিড়ী কিছু পাবার আশায় বিজেপিতে যাননি। সুতরাং তৃণমূল যে মন্তব্য করেছে সেটা বলে আসলে ওনাকেই অপমান করা হচ্ছে।’

গ্রাহক সম্পর্ক উন্নতি ও মাল পরিবহণ বৃদ্ধির জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের একাধিক পদক্ষেপ

মালিগাঁও, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ মালবাহী ট্রেন চলাচলের ক্রমাগত উন্নয়নের প্রচেষ্টার সাথে সামঞ্জস্য রেখে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী গুডস ট্র্যাফিক হ্যান্ডলিং-এর জন্য আরও কিছু স্টেশন খোলা হয়েছে। জানুয়ারি, ২০২৩-এ আরও কিছু রেলওয়ে স্টেশন ফ্রেইট ট্র্যাফিক-এর জন্য খোলা হয়েছে, যার ফলে গ্রাহকরা বিভিন্ন সামগ্রী সহজেই পরিবহণ করতে সক্ষম হচ্ছেন। এর ফলে ব্যবসায়ীরা বিশালভাবে লাভান্বিত হবেন বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। গ্রাহক সম্পর্ক উন্নত করতে এবং মাল পরিবহণ আরও বৃদ্ধি করতে ০২ জানুয়ারি, ২০২৩ থেকে ০৩ মাস সময়ের জন্য চেসিস স্টাফিংডি-স্টাফিং-এর জন্য কনটেনার ট্রাফিক হ্যান্ডলিং-এর পাশাপাশি লিফ্‌ট অন- লিফ্‌ট অফ (এলও-এলও) পরিচালনার জন্য কাটিহার ডিভিশনের অধীনে মোহিতনগর গুডস শেড খোলা হয়েছে। রঙিয়া ডিভিশনের অধীনে মির্জা স্টেশনটি ০৪ জানুয়ারি, ২০২৩ থেকে বহির্মুখী কয়লা ট্রাফিক হ্যান্ডলিং- এর জন্য খোলা হয়েছে। লামডিং ডিভিশনের হয়বরগাঁও স্টেশনটি ১৭ জানুয়ারি, ২০২৩ থেকে অন্তর্মুখী অটোমোবাইল ট্রাফিক হ্যান্ডলিং-এর জন্য খোলা হয়েছে। রেলওয়ের দ্বারা প্রদত্ত সুবিধাগুলির সম্পর্কে এবং রেলওয়ের মাধ্যমে মাল পরিবহণের তুলনামূলক সুবিধাগুলি সম্পর্কে বুঝিয়ে বলার জন্য ব্যবসায়ী, পরিবহণকারী, অগ্রণী উদ্যোগগুলির মতো বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে নিয়মিত বার্তালাপ করা হচ্ছে। বিভিন্ন সামগ্রীর সময়মতো ডেলিভারি নিশ্চিত করতে বিভিন্ন ডিভিশনাল ও জোনাল স্তরে পণ্যবাহী ট্রেন পরিচালনা পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

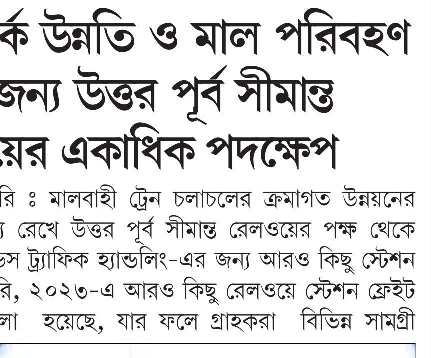

মিসড কলে তৈরি হবে বিজেপির বুথ কমিটি, ফোন নম্বর প্রকাশ অমিতাভের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ বিজেপির অভিনব উদ্যোগ। মিসড কলে তৈরি হবে বুথ কমিটি। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে এমনই বার্তা দিলেন রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তী। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে দলীয় নেতার এই পোস্টে প্রশ্ন উঠছে দলের অন্দরেই। অমিতাভ তাঁর পোস্টে লিখেছেন, বুথ গঠন করবই, সোনার বাংলা গড়বই। তার জন্য কোন নম্বরে ফোন করতে হবে, সেটাও উল্লেখ করেছেন তিনি। বঙ্গ বিজেপির নেতারা বলছেন, এভাবে কি দল চলে নাকি? আসলে বহুদিন ধরে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বলছে রাজ্যে বুথ কমিটি করতে। পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে প্রায় ৮০ হাজার বুথ রয়েছে। প্রতিটি বুথের জন্য একটি করে কমিটি থাকবে, যারা ভোটের দিন দলের হয়ে কাজ করবে। আর সেই কমিটিরই অভাব ছিল এতদিন। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচন, ২০২১-এর লোকসভা নির্বাচন পার হয়ে গেলেও বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব সেই বুথ গঠন করে উঠতে পারেনি। এতদিনে ৪০ হাজার বুথের মধ্যে খুব বেশি হলে ১০ হাজার মতো বুথ কমিটি তৈরি হয়েছে। সংখ্যালঘুদের এলাকায় কোনও বুথ কমিটিই নেই। এই অবস্থায় বিজেপির সাধারণ সম্পাদক সংগঠন অমিতাভ চক্রবর্তী ফেসবুকে আবেদন করলেন, মিসড কলে বুথ কমিটি তৈরি হোক। আর তা নিয়েই দলের মধ্যে শুরু হয়েছে গুঞ্জন। কেউ কেউ বলছেন , এভাবে দল চলে না। তাঁরা প্রশ্ন তুলেছেন, মিসড কল দিয়ে সদস্য তৈরি করে বুথ কমিটির মতো এতটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ কী করে হবে? তাঁদের দাবি, এমনও তো হতে পারে, মিসড কলে সদস্য হয়ে তাঁরা খবর পাচার করছেন অন্য দলে। সে ক্ষেত্রে নির্বাচনের দিন দলের সব খবর অন্য দলের কাছে চলে যাবে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। যদিও এই মত মানতে নারাজ বিজেপি মুখপত্র সমীক ভট্টাচার্য্য। তিনি বলেন, ‘আমাদের দল, আমরা আমাদের মতো করে সাজাব। তাতে কারও গায়ে লাগলে লাগবে। কে কী বলল, তাতে কিছু যায় আসে না।’

পারদের ওঠানামা অব্যাহত থাকায় অস্বস্তিও বাড়ছে, হাওয়া অফিস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ ঠান্ডার আমেজ থাকলেও ক্রমশ বাড়ছে তাপমাত্রা। গতকাল সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৫.৩ ডিগ্রি। আজ তা কিছুটা বেড়েছে হয়েছে ১৬.৫ ডিগ্রি। আবাহওয়া দফতরের পূর্বভাস ছিল বুধবার থেকে তাপমাত্রা বাড়বে। সেটাই দেখা যাচ্ছে। পারদের ওঠানামা অব্যাহত থাকায় অস্বস্তিও বাড়ছে। ভোর বা সকালে ঠান্ডা থাকলেও বেলা বাড়তেই অনুভূত হচ্ছে ভ্যাপসা গরম। শনিবার থেকে তা আরও বাড়বে বলে জানাচ্ছে আবহাওয়া দফতর। অর্থাৎ বসন্তের জানান দিতে শুরু করেছে আবহাওয়া। ঠান্ডা গরমের খেলা চলছে। কিন্তু শীত পাকাপাকিবাবে বিদায় নেবে কবে? আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, শীতের আমেজ পাওয়া যাবে বৃহস্পতি ও শুক্রবার পর্যন্ত। তার পরেই পড়বে গরম। অর্থাৎ গ্রীষ্ম যে আসছে তা শনিবার থেকেই জানান দিতে পারে আবহাওয়া। গত একদিন তাপমাত্র বেড়েছে ১ ডিগ্রি। আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, আগামী কয়েকদিন আকাশ মূলতঃ পরিষ্কার থাকবে। ভোরের দিকে সামান্য কুয়াশা শাকবে। সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকবে ১৯ ডিগ্রি থেকে ২৯ ডিগ্রির মধ্যে। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ থাকবে সর্বোচ্চ ৯৩ শতাংশ। শনিবারের তাপমাত্রা অন্তত ৫ ডিগ্রিও বেড়ে যেতে পারে বলে পূর্বাভাস রয়েছে। এদিকে তাপমাত্রা বাড়লেও উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে কুয়াশার দাপট থাকবে। এর সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি থাকবে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুডড়িতে। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বৃষ্টি বা কুয়াশার তেমন সম্ভাবনা নেই।

আটক লক্ষাধিক টাকার কাঠ

দুরন্ত বার্তা, কাকদ্বীপ, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ দিনের পর দিন সুন্দরবনের জঙ্গল থেকে বেআইনি ভাবে গাছ কেটে বিক্রি করছে একদল দুস্কৃতী। সেই কাঠ স্থানীয় কাঠ চেরাই মিলে নিয়ে গিয়ে সেখানে চেরাই করে অন্যত্র পাচার করা হচ্ছে। এই অভিযোগ পেয়ে বৃহস্পতিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা বন বিভাগের কর্মীরা কাকদ্বীপের বেশ কয়েকটি কাঠ চেরাই মিলে হানা দেয়। মিলে হানা দিয়ে সন্দেহজনক ভাঙে সোনাঝুড়ি, বাবলা, মেহেগুনি সহ বেশ কিছু গাছের গুড়ি বাজেয়াপ্ত করেন বনকর্মীরা। তাঁদের দাবি অবৈধ ভাবে লাইসেন্সহীন ভাবে এই সব মিল চলছে। সুন্দরবনের জঙ্গল থেকে চুরি করে গাছ কেটে এখানে চেরাই করে অন্যত্র কাঠ পাচার করা হচ্ছে বলে দাবি তাঁদের।

কুন্তল ঘোষকে জেরা করতে প্রেসিডেন্সি জেলে তদন্তকারীরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ কুন্তল ঘোষকে জেরা করতে বৃহস্পতিবার প্রেসিডেন্সি জেলে গেলেন ইডি-র আধিকারিকরা। ২ ঘণ্টার ওপর চলে জিজ্ঞাসাবাদ। তদন্তকারীরা আগেই জানতে চেয়েছিলেন কার কার সাহায্যে চলত চক্র? এত টাকা কোথায় গেল? কারা কারা টাকা সরাতে সাহায্য করেছে? কারা কারা সুবিধা পেয়েছে? পার্থ-মানিক ছাড়া আর কোন প্রভাবশালী আছেন যাঁর সাহায্যে এই চক্র চালাত কুন্তল? জিজ্ঞাসাবাদে সহযোগিতা না করায় ফের জেলে এসে কুন্তলকে জিজ্ঞাসাবাদ কুন্তলকে। প্রসঙ্গত, কুন্তল ঘোষকে গ্রেফতারের দিন, তাঁর ঘর থেকে দুটি ডায়েরি বাজেয়াপ্ত করে ইডি। নিয়োগ-দুর্নীতিতে গ্রেফতার হওয়া যুব তৃণমূল নেতা কুন্তল ঘোষের জোড়া ডায়েরিতেই এবার নজর ইডি-র। প্রাথমিকভাবে ইডির অনুমান, এই দুই ডায়েরিতেই রয়েছে টাকা পয়সার সমস্ত হিসেব। সূত্রের খবর, সেই দুই ডায়েরিতে সাঙ্কেতিক ভাষায় বেশ কিছু সংখ্যা লেখা রয়েছে। কুন্তলকে জেরা করে সেই সব সাঙ্কেতিক ভাষার অর্থ জানতে চাইছে ইডি। ইডির অনুমান, এই ডায়েরিতেই লুকিয়ে আছে, চাকরি বিক্রির বিনিময়ে কুন্তলের টাকা নেওয়ার অঙ্কটা। সিবিআই হেফাজতে লালন শেখের মৃত্যুর পর আরও সতর্ক হয়ে গেছে কেন্দ্রীয় এজেন্সি। সূত্রের খবর, কুন্তলকে জেরা করার সময় আগাগোড়া ভিডিওগ্রাফি করা হচ্ছে। যাতে, পরে কোনওরকম অত্যাচারের অভিযোগ না করতে পারেন কুন্তল। যখন জেরা করা হচ্ছে না, তখনও কুন্তলকে রাখা হচ্ছে সিসি (ক্যামেরা)র নজরে। রাতে কুন্তলের উপর নজর রাখতে থাকছেন ইডি-র সিনিয়র আধিকারিক। সূত্রের খবর, কুন্তল শৌচালয়ে গেলেও তার উপর নজর রাখা হচ্ছে।

সোফা গোডাউনে আগুন, ২ টি ইঞ্জিন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বিধান নগর কমিশনারেটের অন্তর্গত বাগুইহাটি সংলগ্ন চিনার পার্কে একটি বিল্ডিং এর নিচে সোফা গোডাউনে আগুন লাগে। সোফার গোডাউন পুড়ে ছাই হয়ে যায়। দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এছাড়া ঘটনাস্থলে বাগুইআটি থানা পুলিশ এবং এয়ারপোর্ট থানা পুলিশ পৌঁছায় । ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়। পুলিশ সূত্রে খবর, প্রাথমিক অনুমান শট সার্কিট থেকে আগুন লাগে এবং ১টি স্কুটি পুড়ে যায় সেই আগুনে। এখানে এই সোফার গুদাম ছিল তার ওপরে একাধিক তলে একাধিক ফ্ল্যাটে বিভিন্ন বাসিন্দারা থাকেন। আগুনের ভয়াবহ রূপ দেখে প্রত্যেকেই ফ্ল্যাট ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে যান। আপাতত ওই বিল্ডিং এ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে। কোনও হতাহতের খবর নেই। কী কারণে আগুন লেগেছে তা জানা যায়নি।

ছুটিতে রাঁধুনিরা, হাতা-খুন্তি হাতে রাঁধলেন দিদিমণিরাই

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ মিডডে মিল তৈরির লোক নেই। তা বলে কি পড়ুয়ারা মিডডে মিল থেকে বঞ্চিত থাকবে? তাই হাতা খুন্তি নিয়ে নেমে পড়লেন স্কুলের দিদিমণিরাই। বৃহস্পতিবার এমনই ছবি দেখা গেল ভদ্রেশ্বরের ধর্মতলা উচ্চবালিকা বিদ্যালয়ে। স্কুলে একসঙ্গে অনুপস্থিত পাঁচজন রান্নার লোকই। দিদিমণিরাই রেঁধে ফেললেন ভাত, ডাল, মিক্সড ভেজ। রান্নার পর তা বেড়েও দিলেন কচিকাচাদের। চেটেপুটে তা খেল ২৫০ পড়ুয়া। ধর্মতলা উচ্চবালিকা বিদ্যালয়ের পড়ুয়ার সংখ্যা প্রায় ৬০০। তার মধ্যে ২৫০ জন মিডডে মিল পায়। স্কুল সূত্রে খবর, রান্নার জন্য পাঁচজন রয়েছেন। এদিন ফরজানা খাতুন নামে এক রাঁধুনি ছুটি নিয়েছিলেন। এর পর হঠাৎ করে বাকি চারজনও ছুটি নিয়ে নেন। রান্নার জন্য বাজার হয়ে যাওয়ায় ফাঁপড়ে পড়েন স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা সুমনা সমাদ্দার। কী করা যায় তা নিয়ে সহশিক্ষিকাদের সঙ্গে আলোচনা করে নিজেরাই ময়দানে নামেন। শিক্ষিকারাই চাল-ডাল ধুয়ে, সবজি কেটে উনুনে আঁচ দিয়ে রান্না চাপিয়ে দেন। অল্প সময়ের মধ্যেই রান্না সেরে ফেলেন। এরপর পড়ুয়াদের পাতে পড়ে গরম গরম খাবার। স্থানীয় কাউন্সিলর মৌসুমি মণ্ডল বলেন, স্কুলের মিডডে মিল রাঁধুনিদের নিয়ে একটা সমস্যা হয়েছে বলে আমাকে জানিয়েছেন শিক্ষিকারা। আজ একসঙ্গে সকল রাঁধুনি অনুপস্থিত ছিলেন। এই সমস্যা কেন হল, এক তরফা নাকি দু'দিকেরই সমস্যা তা দেখতে হবে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ৭৮ সংখ্যা, শুক্রবার, ৪ ফাল্গুন ১৪২৯

ভারতীয় গণতন্ত্র এবং বর্তমান...

সম্পাদকীয় ১

ভারতীয় গণতন্ত্র এখনও সচল এবং সবীজ রয়েছে। একেবারে ভেঙে পড়েনি। বহু পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে ভারতীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত সেটা বুঝতে পারা গিয়েছে। একটি সময়ে আমেরিকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রায় ভেঙে পড়তে শুরু করে দিয়েছিল। সেটা হচ্ছে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সময়ে। তিনি তো আমেরিকার নির্বাচন ব্যবস্থাকে মান্যতা দিতে পারছিলেন না। নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তের ওপরে তিনি মামলাও করেছিলেন সুপ্রিম কোর্টে। তাঁর বিক্ষুব্ধ সমর্থকেরা এসে সেনেট হলে প্রবেশ করে ভাঙচূর করতে শুরু করে দিয়েছিল। তখন ট্রাম্পর হোয়াইট হাউসে বসে রয়েছেন প্রেসিডেন্ট পদে। নির্বাচনী কারচুপিকে কেন্দ্র করে যেভাবে তাঁর সমর্থকেরা রাস্তা জুড়ে বিক্ষোভ এবং ভাঙচুর চালাতে শুরু করেছিল তাকে আতঙ্কিত হয়ে পড়তে শুরু করে আমেরিকাবাসীরা। এর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার পথ খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিল। এমনকী দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে ট্রাম্প সেই সময়ে সেনাদের বিদ্রোহী হতে উস্কানি দিয়েছিলেন। তাতে সেনারা তাঁর পক্ষে কোনও রকম মত দেয়নি। এমনকী ট্রাম্প বিরোধী কোনও নাগরিকদের গ্রেফতার করা থেকে সেনারা বিরত ছিল। সেই সময়ে সদ্য নির্বাচিত প্রার্থী জো বাইডেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে শপথ নেওয়ার দিন ঘোষিত হতে থাকে। এদিকে ট্রাম্প হোয়াইট হাউস না ছাড়ার সিদ্ধান্তে অটল। এই রকম পরিস্থিতি যখন তৈরি হয়েছে তখন বাধ্য হয়ে সেনারা থেকে শুরু করে প্রশাসন ট্রাম্প বিরোধী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে তখন তিনি বাধ্য হয়ে হোয়াইট হাউস ত্যাগ করেন এবং জো বাইডেনকে প্রেসিডেন্ট হওয়ার পথটাকে নির্মাণ করে দিতে বাধ্য হন। এই নিয়ে তদন্ত হচ্ছে সেদেশের উচ্চ আদালতে। এমনকী মার্কিন সেনেট এই বিষয়ে তদন্ত করতে শুরু করেছে। ট্রাম্পের মেয়ে পিতার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন তদন্ত হওয়ার সময়ে। তবে ট্রাম্পকে ইমপিটমেন্ট করা হবে কিনা সেটা এখনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি। তবে ট্রাম্প যে বলেছিলেন তিনি আবার প্রেসিডেন্ট পদের প্রার্থী হবেন তা থেকে নিজেকে নিরস্ত করেছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। এবারে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে জন্য লড়াই করতে উপস্থিত হচ্ছেন রিপাবলিকান নেত্রী নিকি হ্যালি। তিনি এবারে নিজেকে সেই ভাবে প্রস্তুত করতে শুরু করে দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত টিঁকে থাকলে নিকিই হবেন প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভুত মার্কিন প্রেসিডেন্ট। সেই পথ ধরে এগোতে শুরু করে দিয়েছে গোটা প্রক্রিয়া। এদিকে ভারতের সাধারণ নির্বাচন হচ্ছে ২০২৪ সালে। তার জন্য বিজেপি দলের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। এমনকী বিরোধী দলও সমানভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। আগামি দিনে বাজেট অধিবেশ করার আগেই সাধারণ নির্বাচন করা হবে কিনা তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে। তবে মনে করা হচ্ছে যে মার্চ বা এপ্রিল মাসে সাধারণ নির্বাচন হতে পারে।

খলিস্তানপন্থীদের সক্রিয়তা চিন্তার

সম্পাদকীয় ২

খলিস্তানপন্থীরা যেভাবে সক্রিয় হতে শুরু করে দিয়েছে তাতে চিন্তিত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক থেকে শুরু করে বিদেশ মন্ত্রক। বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর এবারে কানাডা সফর করে বলেছেন, কানাডায় ভারতীয়দের ওপরে ঘৃনার মনোভাব প্রকট হতে শুরু করে দিয়েছে। কানাডার বসবাসকারী ভারতীয়দের ওপরে অসন্তুষ্ট সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দারা। তারা কিছুতেই ভারতীয়দের সহ্য করতে পারছে না। ভারত বিদ্বেষ মনোভাব ক্রমশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করেছে। তার ওপরে কানাডয় যেভাবে খলিস্তানপন্থীদের সক্রিয় ভারত সরকার বিরোধী আন্দোলন যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতের নিষিদ্ধ খলিস্তানপন্থী সংগঠন। তবুও কিন্তু কানাডাতে এই নিষিদ্ধ খলিস্তানপন্থীদের সদস্যদের আশ্রয়দান করানো হচ্ছে এবং বেশ শক্তির সঙ্গে সেখানে এই সংস্থা ভারত সরকার বিরোধী কাজকর্ম করতে শুরু করেছে। দিল্লিতে কৃক আন্দোলন চলার সময়ে সাধারণতন্ত্র দিবসের দিন ২৬ জানুয়ারি সেনা কুচকাওয়াজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর খলিস্তানপন্থীরা দিলির কর্তব্য পথ দখল করে নিয়ে জাতীয় পতাকার উড়ানোর স্থানে খলিস্তানপন্থীদের একটি পতাকা উড়িয়ে দিয়েছিল। পরে অবশ্য পুলিশ গিয়ে সেই পতাকা খুলে নিয়ে আসে। বিক্ষোভকারী কৃষকেরা ক্রমশ বেপরোয়া হয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছিল। তাদেরকে উগ্র সংস্থা মদত দিতে শুরু করেছিল বলে গোয়েন্দাদের কাছে খবর ছিল। এদিকে কানাডাতে খলিস্তানপন্থীরা তাদের সংস্থার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি চেয়ে একটি শোভাযাত্রা করতে শুরু করলে সেখানে একজন ভারতীয় সমর্থক ভারতের জাতীয় পতাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকায় তার দিকে তলোয়ার নিয়ে ধেয়ে এসেছিল খলিস্তানপন্থীরা। সেই ভিডিও ভাইরাল হয়ে গিয়েছিল। সেই নিয়েও বিশদে আলোচনা করেছেন বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর। এক সময়ে আরএসএস পাকিস্তানের কাছে জঙ্গি সংগঠন হিসাবে চিহ্নিত ছিল। আর পাকিস্তানের কাছে সেই সময়ে ভারতে প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এল কে আদবানি ছিলেন জঙ্গি নেতা। বারবার পাকিস্তান থেকে আবেদন করা হয়েছিল জঙ্গি নেতা এল কে আদবানিকে গ্রেফতার করে আন্তর্জাতিক আদালতে বিচার করতে হবে। তবে ভারত তার উপযুক্ত জবাব দিয়েছিল। তার ফলে পাকিস্তান আর বেশি দূর পর্যন্ত এই নিয়ে কথা বলতে সাহস পায়নি। তবে ভারতের ব্যাপারে পাকিস্তান জঙ্গিদের যেভাবে মদত দিতে শুরু করেছিল তা এখন প্রায় বলতে গেলে অবসান হতে শুরু করেছে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ কথামৃত

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, জীবনটা যদি শুদ্ধ না হল তাহলে পুজোপাঠ করে কী লাভ। মায়ের শক্তিকে ধারন করতে হবে। জাগরিত করতে হবে মন শক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনকে শুদ্ধি করতে হবে। পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে। জাগাতে হবে মনের মধ্যে থাকা সৎ শক্তিকে। জাগরিত করতে হবে মানবশক্তি। শুধু নিজেকেই শক্তিধারক বা বাহক করলে চলবে না। সবাইকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সবাইকে সুদ্ধাচারে থাকতে হবে। না হলে দেশটা একেবারে পঙ্কিল হয়ে যাবে। শুভ্রতার প্রতীক হতে হবে। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সৎ শিক্ষা গ্রহণ করলে তার একটি মূল্য আছে। জীবন কোনও সময়ে কঠিন হয়ে উঠবে না যদি সেবা ধর্ম পালন করা যায়।

পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখেই রাজ্য বাজেট

রবীন্দ্র কুমার শীল

পশ্চিমবঙ্গে আসন্ন পঞ্চায়েত এবং লোকসভার ভোটকে সমানে রেখেই এবারে বাজেট তৈরি করা হয়েছে বলে বিরোধীরা সোচ্চার হতে শুরু করে দিয়েছে। রাস্তাঘাট নির্মাণ থেকে শুরু করে সংস্কার এবং বেকারদের ঋণ দেওয়ার মতো বিভিন্ন প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। কিন্তু নয়া শিল্প স্থাপন করার কথা কোথাও উল্লেখ করা নেই। বেকার সমস্যা সমাধান করার কোনও দিশা দেখাতে পারেনি বাজেট বলে বিরোধীরা বলতে শুরু করে দিয়েছে। সেখানে রাজ্য সরকারশুধু মাত্র রাজ্যের সংস্কার করা, মধ্যবিত্ত পরিবারের সম্পদকে রক্ষা করা কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছে। গ্রামের কৃষকদের ওপরে যাতে অতিরিক্ত আর্থিক বোঝা না বাড়তে পারে তার দিকে লক্ষ্য রাখতে শুরু করে দিয়েছে। পঞ্চায়েত এলাকার উন্নতি যাতে হতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রেখে এবারে শহরের উন্নতির কথাকে নামমাত্র উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বস্তরের বাজেটে আর্থিক সুবিধা যাতে সবাই গ্রহণ করতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। গ্রামীন বাসিন্দাদের ওপরে বেশি করে নজর রাখা শুরু হয়েছে। গ্রাম বাংলার পরিবেশ এবং কৃষি জমি সুরক্ষার ওপরে জোর দেওয়া হয়েছে। কৃষি পণ্য যাতে বেশি করে উৎপন্ন হতে পারে এবং বাজার পেতে তার তার দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। বলতে গেলে এবারে কৃষকদের ওপরে চাপ কমানোর দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। কৃষকেরা যাতে সহজে ঋণ পেতে পারে তার দিকেও লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এবারে পঞ্চায়েত এবং লোকসভার বৈতরণী পার হওয়ার দিকে লক্ষ্য রেখেই বাজেট তৈরি করা হয়েছে বলে বিরোধী দলের রাজনৈতিক নেতারা

বলতে শুরু করেছেন। এদিকে শাসক দলের নেতা থেকে শুরু করে মন্ত্রীরা বলতে শুরু করেছেন সর্বজনীন জনমুখী বাজেট তৈরি করা হয়েছে। কোন সম্প্রদায়ের ওপরে আর্থিক চাপ যাতে বৃদ্ধি না হতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রেখেই বাজেট তৈরি করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের প্রতিকূল আর্থিক পরিস্থিতির মধ্যেও সুস্থ এবং স্বাভাবিক বাজেট তৈরি করা হয়েছে। করের কোনও চাপ নেই। কর চাপ মুক্ত বাজেট পেশ করা হয়েছে। শিক্ষা ওপরে বেশি করে জোর দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে ঘাটতি ছিল এবারে তার দিকে লক্ষ্য রেখে তাকে পূরণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। কৃষকদের সেচের জল গ্রহণ করার ওপরে ছাড় দেওয়া হয়েছে। মনে রাখতে হবে বাংলা কৃষি নির্ভরশীল রাজ্য। এখানে কৃষি ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবেই। নাহলে বাংলার আর্থিক ক্ষেত্রে বিরাট ধস নামতে পারে। আজকে বৃহৎ শিল্প কোনও দিশা দেখাতে পারছে না। ফলে কৃষি ব্যবস্থার ওপরে সবাইকে নির্ভর করে থাকতে হচ্ছে। প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার যোগ্য করে তোলার দিকে সব দেশ মনোনিবেশ করতে শুরু করে দিয়েছে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে বৃহৎ শিল্প কোনও আর্থিক উন্নতির পথ দেখাতে অক্ষম। সেই কারণে আবার ক্ষুদ্র শিল্প, হস্ত শিল্প এবং কুটির শিল্পের ওপরে নির্ভর করতে শুরু করেছে। সেই কারণে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যের হস্তশিল্প থেকে শুরু করে কুটির শিল্পের ওপরে বেশি করে জোর দিতে শুরু করেছে। পশ্চিমবঙ্গের চা শিল্প একটি সময়ে বিশ্ব সেরা শিল্প হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল। সেই অবস্থায় চা শিল্পকে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করতে শুরু করেছে। চা শিল্পের ওপরে যাতে অতিরিক্ত আর্থিক বোঝা এসে চাপ দিতে না দিতে পারে তার জন্য চা বাগানের যোগ্য কর্মীদের পাট্টা বিলির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক চা বাজারে বাংলার চা যাতে আবার তার পুরানো মর্যাদা ফিরে পেতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রেখে চা শিল্পে যুক্ত কর্মীদের ঋণ দেওয়ার কথা ভাবতে শুরু করেছে। সেখানকার প্রতিটি দুস্থ পরিবাররা যাতে সরকারি সাহায্য থেকে বঞ্চিত না হয় .তার দিকেও লক্ষ্য রাখতে শুরু করেছে সরকার। আজকে যে বাজেট পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রস্তুত করেছে তাকে জনমুখী বলতে শুরু করে দিয়েছেন শাসক দলের নেতারা। এদিকে বিরোধী দলের নেতারা বলতে শুরু করেছে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার শুধু ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য বাজেট তৈরি করেছে। তার বেশি আর কিছুই নয়। এই বাজেট সাময়িক সমস্যার সমাধান করতে পারবে মাত্র। কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। বিশাল বেকার সমস্যার সমাধান করার কোনও কথা এখানে বলা নেই। তবে রাজ্য সরকার প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে স্বাভাবিক বাজেট তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

মুম্বই, কলকাতা এবং নিউ ইর্য়ক নিরাপদে নেই

বিশেষ প্রতিনিধি

জলবায়ুর পরিবর্তনে মুম্বই, কলকাতা এবং নিউ ইর্য়ক নিরাপদে নেই তার পূর্বাভাষ দিতে শুরু করেছে দ্য ওয়ার্ল্ড মেটিয়োরোলজিক্যাল অর্গানাইজেশন (ডব্লুএমও) । তারা একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। সেখানে বলা হয়েছে ধীরে ধীরে জলের তলায় মিলিয়ে যেতে পারে নিউ ইর্য়ক, কলকাতা এবং মুম্বই কলকাতা। কলকাতা মাত্র পাঁচ বা চার ফুট সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উঁচুতে রয়েছে। তবে সবচেয়ে বেশি আশঙ্কা রয়েছে মুম্বইয়ের শহরের। বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের ফলে গ্লোবাল সি লেভেল রাইজ অ্যান্ড ইটস এমপিক্লেশন নামে একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে যে হিমবাহগুলির আয়তন আশাতীত ভাবে দ্রুত কমতে শুরু করে দিয়েছে যা ভবিষ্যতের জন্য বিরাট বিপদ ডেকে আনছে। কারণ এর সঙ্গে সরাসরি প্রভাব পড়তে শুরু করে দিয়েছে ব্যাঙ্কক, ঢাকা, জার্কাতা, লাগোস, কায়রো, নিউ ইর্য়ক, লস আঞ্জেলেস, কোপেনহেগেন, মুম্বই এবং মাপুতোর মধ্যে উপকূলবর্তী শহরগুলি। সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে। এর মোকাবিলা না করে যেভাবে নিয়মবর্হির্ভূতভাবে নগর উন্নয়ন হতে শুরু করে দিয়েছে তাতে বিপদের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পেতে থাকবে। দেখা যেতে পারে খরা, খাদ্য সঙ্কট, বন্যা ইত্যাদি। উপকূলবর্তী জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাবে আশঙ্কাজনক পূর্বাভাষে চিন্তা কপালে ভাঁজ ফেলতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতের উপকূলবর্তী শহরগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য শহরগুলি হল কোচি, চেন্নাই, মেঙ্গালেরু, তিরুঅনন্তপুরম সহ বেশ কয়েকটি শহর। এদিকে জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়া নিয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস। বিপদ যাতে কিছুটা হলেও এড়ানো যেতে পারে তার জন্য জরুরী বৈঠক ডেকেছেন তিনি। গুতেরেস বলেছেন, ডব্লুএমও যে বার্তা দিতে শুরু করে দিয়েছে তাতে বিশ্ব উষ্ণায়ন ১.৫ কমিয়ে আনলেও সমুদ্রপৃষ্ঠে জলস্তর কমিয়ে ফেলা সম্ভব নয়। তবুও প্রতি পদে সতর্ক হয়ে থাকতে হবে। এবারে জ্বালানির ওপরে নির্ভরশীল দেশগুলিকে বলা হচ্ছে সৌরশক্তিকে বেশি করে ব্যবহার করা যাতে জ্বালানি ব্যবহার কম হতে পারে। জ্বালানিকে ব্যবহার কমিয়ে নিয়ে এসে সৌরশক্তির ব্যবহারের দিকে নজর বেশি করে দিতে হবে। আগামি দিনের পেট্রো পণ্যের ওপরে ব্যবহার কমিয়ে ফেলতে হবে। ব্যাটারি চালিত মোটর গাড়ি থেকে শুরু করে ফ্রিজ এবং রেফ্রিজেটর ওয়ারকন্ডিশন এর ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। প্রাকৃতিক ভারসাম্যকে রক্ষা করলে গেলে বনজঙ্গল কেটে সাফ করা চলবে না। নদীতে বাঁধ দেওয়ার আগে চিন্তা করতে হবে নদীর স্বাভাবিক চলার গতি যাতে বাধা প্রাপ্ত না হতে পারে। যেসব নদীতে পলি পড়তে শুরু করে দিয়েছে সেগুলিকে পরিস্কার করা এবং নদী পথের চলাচলকে স্বাভাবিক রাখা। কংক্রিট ঘর বাড়ি নির্মাণ করার আগে কতখানি বিপদসঙ্কুল হয়ে উঠতে পারে তার পর্যালোচনা করা। বহুতল বাড়ি তৈরি করা থেকে বিরত থাকা। পরিবেশকে রক্ষা করতে গেলে যা যা করণীয় তাই আগে তৈরি করতে হবে। তারপরে চলতে থকবে নগরোন্নয়ন।

চুরি হতে শুরু করেছে কলকাতার ফুটপাথ!

বিশেষ প্রতিনিধি

কলকাতার ফুটপাথ চুরি হতে শুরু করে দিয়েছে বলে অভিযোগ করতে শুরু করেছেন কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। তিনি বলেছেন, স্থানীয় পুলিশের মদত না থাকলে রাস্তায় হকার বসতে পারে না। কলকাতার রাস্তা দিয়ে পথচারিরা চলাফেরা করতে পারছে না। এসপ্লানেড, শ্যামবাজার, হাতিবাগান, শিয়ালদহ, হাওড়া গড়িয়াহাট সর্বত্র হকার রাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। এক সময়ে এই সব হকাররা রাজ্যের রাজনৈতিক দলের হয়ে প্রার্থীদের হয়ে নির্বাচনী প্রচারে অংশ গ্রহণ করতো এবং নির্বাচনের সময়ে প্রার্থী হয়ে কাজ করার দায়িত্ব দেওয়া হতো। ফলে রাজনৈতিক দলগুলি হকারদের দিয়ে দলীয় ভোট প্রচারে ব্যবহার করতো। হকারদের উচ্ছেদ করা খুবই মুশকিল। কলকাতা পুরসভার ১৯৮০ সালের ৩৭১ ধারায় বলা হয়েছে রাস্তা বা ফুটপাতে বাধাদানকারী স্থায়ী বা অস্থায়ী পরিকাঠামাকে ভেঙে ফেলার পূর্ণ অধিকার পুরসভার কমিশনারের আছে। সেই আইন এখনও পর্যন্ত প্রয়োগ করা হয়নি। কলকাতার অবস্থিত ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম ঢাকা পরে গিয়েছে হকারদের সৌজন্যে। সেই কারণে একবার কথা উঠে ছিল কলকাতা মিউজিয়ামকে দিল্লিতে নিয়ে চলে যাওয়া হবে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারপাশে একেবারে পাকাপাকি ভাবে হকার বসে গিয়েছে। তাদেরকে আবার স্বীকৃতি দেওয়াও হয়েছে। রাজনৈতিক স্বার্থে কলকাতায় হকার বসানো হয়েছে। আগে বলা হয়েছিল হকাররা নির্দিষ্ট সময়ে বসবে এবং ঘণ্টাখানেক ব্যবসা করে তারপরে নির্দিষ্ট সময়ে রাস্তা পরিস্কার করে চলে যাবে। অফিস যাত্রার সময়ে বা কানও উৎসব কালে কোনও হকারকে রাস্তায় বসতে দেওয়া হবে না। তবে ব্যবসার করার খাতিরে হকারদের প্রাধান্য দেওয়ার দিকে বেশি করে নজর দিতে শুরু করেছিল রাজনৈতিক দলের নেতাদের। শনিবার এবং রবিবার রাস্তা একেবারে মুক্ত করে দিতে হবে। সেখানে কোনও রকম চালা রাখা চলবে না। সেই সব বিধি কোথায় তলিয়ে গিয়েছে তা খুঁজে বের করতে পারছে না রাজনৈতিক দলের নেতারা। এবারে পথচারীদের অধিকারকে খর্ব করে নিউটাউনের রাস্তায় হকার বলতে শুরু করে দিয়েছে। গত নভেম্বর মাসে কলকাতা পুলিশ এবং কলকরাতা পুরসভার মধ্যে আলোচনা হয়েছিল হকার নিয়ে। সেখানে গড়িয়াহাটের. সমীক্ষার কথা বলা হয়েছিল। ফিতে দিয়ে মাপাও হয়। চক টেনে নিদিষ্ট করে দেওয়া হয় হকার বসার সীমা রেখা। তার বাইরে হকার বসতে পারবে না। হকার শংসাপত্র দেওয়ার কথাও ভাবা হয়েছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত হকাদের শংসাপত্র দেওয়া হয়নি। ১৯ জন হকারের নাম চূড়ান্ত করা হয়েছিল। কিন্তু তাও তারা শংসাপত্র পেল না। ফুটপাতে হকার বসাটা আইনসঙ্গত কিনা তা নিয়ে এখনও আলোচনা হতে থাকে। তবে কলকাত রাস্তাকে হকারের হাত থেকে মুক্ত করা একেবারে অসম্ভব সেটা কিন্তু পরিস্কার হয়ে গিয়েছে। যতদিন এগোতে থাকবে ততই হকার বৃদ্ধি থাকবে এটা পরিস্কার। এর হাত থেকে পথচারীরী মুক্তি লাভ করতে পারছে না সেটা স্বচ্ছ যতই মহানাগরিক চেষ্টা করুক না কেন কলকাতার রাস্তাকে হকার মুক্ত করতে।

চিন সীমান্তে জোরদার নজরদারি

বিশেষ প্রতিনিধি

ভারত সরকার এবারে চিন সীমান্তে জোরদার নজরদারি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। চিনের বেলুন কাণ্ডের পর এবার থেকে আকাশ পথ দিয়ে যাতে কোনও দেশের কোনও কিছু প্রবেশ না করতে পারে তার জন্য আকাশ পথকে সুরক্ষিত কররা কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা দফতর। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে সেনা প্রধানের একপ্রস্ত আলোচনা হয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। ভারত চিন সীমান্ত এলাকায় নজরদারি বাড়ানো এবং সীমান্তকে সুরক্ষিত করতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। পাশাপাশি সীমান্ত এলাকার আকাশ পথে যাতে কোনও বিদেশি রাষ্ট্রে উপগ্রহ বা ড্রোন প্রবেশ না করতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রেখে সুরক্ষার ব্যবস্থার জন্য প্রযুক্তি বসানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বারবার চিনের দিকে আঙ্গুল উঠতে শুরু করে দিয়েছিল। বলা হচ্ছিল চিন নাকি ভারতের অভ্যন্তরে গুপ্তচর প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিরাপত্তা বিষয়ক সব তথ্য জোগাড় করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে শুরু করেছে। যেভাবে চিন একটি সময়ে যেভাবে ভারতকে ঘিরে রেখে তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর চেষ্টা করতে শুরু করে দিয়েছিল তা এখন আর করতে পারছে না। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে চিন দেশে অতিরিক্ত করোনার প্রকোপ, চিন দেশ আর্থিক অবস্থা প্রায় প্রতিকূল এবং চিনা সেনারা ঠিক মতো বেতন গ্রহণ করতে পারছে না। তার ফলে চিনা সেনারা সরকারের প্রতি খানিকটা বিরূপ বলা যেতে পারে। চিন সরকার বারবার সেনাদের ওপরে নির্ভর করেই দেশকে শাসন করে গিয়েছে। কিন্তু ক্রমবর্ধমান আর্থিক অনিশ্চিয়তার

মধ্যে যখন সারা বিশ্বকে চলতে হচ্ছে তখন চিন এর বাইরে থাকতে পারছে না। আজকে চিনের সেই আর্থিক শক্তি নেই। ক্রমশ কমতে শুরু করে দিয়েছে। একটি সময়ে চিন সরকার আফগান জঙ্গি তালিবানদের মদত দিতে শুরু করে দিয়েছিল। চিন তালিবান সরকারকে সমর্থন করতে শুরু করেছিল। অস্ত্র এবং অর্থ দিয়ে সহযোগিতার কথাও মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করেছিল। কিন্তু করোনা সংক্রমণের প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে চিন দেশকে সেই জঙ্গিদের মদত দেওয়ার ভাবনা থেকে পিছু হটতে হয়। তার ফলে চিন যেভাবে ভারত বিরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছিল সেখান থেকে ক্রমশ পিছু হটতে শুরু করে দিয়েছে আর্থিক সমন্বয় না থাকার ফলে। ভারতের আর্থিক অবস্থা টালমাচাল হলেও একেবারে ভেঙে পড়েনি। শ্রীলঙ্কার মতো ভারতের আর্থিক অবস্থা তৈরি হয়নি। বাংলাদেশের মতো নানান সমস্যায় ভারত এসে উপস্থিত হয়নি। তার ফলে এখন ভরতকে বেগ দেওয়া খুব অসম্ভব সেটা বুঝতে পেরে গিয়েছে চিন। যতদিন রাশিয়া ভারতের পাশে থাকবে ততদিন ভারতের ব্যাপারে চিন কোনও রকম কোন হস্তক্ষেপ করতে পারবে না সেটা পরিস্কার। সীমান্ত সুরক্ষা করতে মানালিতে তৈরি হচ্ছে অটল সুরক্ষা ট্যানেল। তৈরি হচ্ছে জোজি লা। নিমু-পদম-দারচা রোডে সুরঙ্গ ধরে একেবারে লাদাখ পৌঁছানো যাবে। সীমান্তে লেসার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার ওপরে বেশি করে জোর দেওয়া হয়েছে। লেসার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বিদেশ থেকে আমাদানি করতে হচ্ছে। তার জন্য বিদেশি রাষ্ট্রে সঙ্গে ইতিমধ্যে কথা হয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। লেজার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়া সম্ভব হলে সেনাদের আগ বাড়িয়ে প্রতিরক্ষা করতে হবে না। সেখানে লেসার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আপনা থেকে সজাগ হয়ে বিদেশি শত্রুর কোনও উপগ্রহ বা ড্রোনকে আটকাতে ক্রমাগত হানা দিতে থাকবে। সেনারা তারপরে অতিরিক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেই শত্রু দেশের ড্রোন বা গুপ্তচর উপগ্রহকে ধ্বংস করে দিতে সক্ষম হবে। এটা কাশ্মীর সীমান্তেও বসানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ভারতের প্রতিরক্ষা বিভাগকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। চিনা সীমান্তকে সুরক্ষিত করতে প্রযুক্তি নজরদারি ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে যার ফলে সীমান্ত এলাকা এখন থেকে দুশ্চিন্তা মুক্ত হয়ে থাকবে।

এলাকাবাসীর বিক্ষোভের শিকার তৃণমূলের নেতারা

তনুজ জৈন, মালদা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ বিজেপির বুথে বৈঠকে গিয়ে এলাকাবাসীর বিক্ষোভের মুখে তৃণমূল নেতৃত্ব। স্থানীয়দের অভিযোগ এই এলাকায় রাস্তাঘাট, নিকাশী ব্যবস্থা সহ অনেক সমস্যা রয়েছে। কাজ না হওয়া নিয়ে বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যের দিকে অভিযোগের আঙুল তৃণমূলের। তৃণমূল পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েত বিজেপির সদস্যদের কাজ করতে দিচ্ছে না পাল্টা দাবি বিজেপির। বিজেপি সাংসদকে অপদার্থ বলে কটাক্ষ করলেন তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি। পঞ্চায়েত ভোটের প্রাক্কালে তুঙ্গে রাজনৈতিক তরজা। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত হরিশ্চন্দ্রপুর সদর এলাকায় শিবমন্দির পাড়া বুথে বুথ কমিটি গঠনের জন্য এলাকায় যান তৃণমূল নেতৃত্ব। সাধারণ মানুষের সঙ্গে বৈঠক করে গঠন হয় বুথ কমিটি। হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েত শাসকদলের দখলে থাকলেও শিব মন্দির পাড়া বুথে বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য রয়েছে। সেখানে গিয়ে এলাকাবাসীর বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয় তৃণমূল নেতাদের। এলাকার মানুষেরা জানান, তাদের বুথে কোন রাস্তার কাজ হয়নি। নিকাশী ব্যবস্থা নিয়েও সমস্যা রয়েছে। হরিশ্চন্দ্রপুর তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি সঞ্জীব গুপ্তা বলেন, বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য এই বুথে কাজ করেননি। তিনি তৃণমূলকে জেতানোর আবেদন করেন। তিনি দাবি করেন, তৃণমূল জিতলে এই বুথে সব সমস্যার সমাধান হবে। সাথে তিনি বার্তা দেন, এই তৃণমূল অভিষেক ব্যানার্জীর নেতৃত্বে নতুন তৃণমূল। এখানে কোন রকম দুর্নীতি বা গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বরদাস্ত হবে না। আক্ষেপের সুরে তিনি বলেন পঞ্চায়েত ভোট হোক বা লোকসভা, বিধানসভা এই বুথ থেকে তৃণমূল জিততে পারেনি। একবার এই বুথ থেকে তৃণমূল জিতলে আর কোন সমস্যা থাকবে না। উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুকে অপদার্থ বলে কটাক্ষ করেন তিনি। তার অভিযোগ খগেন মুর্মু এলাকার জন্য কোন কাজ করেননি। যদিও সমগ্র ঘটনা নিয়ে পাল্টা তৃণমূলকে দায়ী করেছে বিজেপি। বিজেপির দাবি পঞ্চায়েত তৃণমূলের দখলে রয়েছে। বিজেপির সদস্যদের সেখানে ইচ্ছাকৃত ভাবে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না। তাই মানুষ বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। আর একজন জনপ্রতিনিধিকে অপদার্থ বলা তৃণমূলের সংস্কৃতি। সমগ্র ঘটনা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানোতোর। স্থানীয় বাসিন্দা নয়নি সাহা বলেন, আমাদের এখানে রাস্তার অবস্থা বেহাল। নর্দমার কাজ পুরোপুরি হয়নি। বৃষ্টি হলে জল জমে যাচ্ছে। আমরা তাই বিক্ষোভ দেখালাম। স্থানীয় বাসিন্দা শ্যামচাঁদ সাউ বলেন, রাস্তার অবস্থা খুব খারাপ। কোন কাজ হয়নি। এলাকাবাসীকে সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে। হরিশ্চন্দ্রপুর তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি সঞ্জীব গুপ্তা বলেন, এই বুথে আমরা একবারও জয়লাভ করিনি। বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য কোন কাজ করে না। একদিনও পঞ্চায়েতে যায় না। তাই এত সমস্যা। এখানে বিজেপির সাংসদ রয়েছেন। তিনি বিভাজনের রাজনীতি করে ভোট নিয়ে গেছেন। কিন্তু এলাকার জন্য কোন কাজ করেন নি। বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য কিষান কেডিয়া বলেন, হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে। এরা বিজেপির সদস্যদের কাজ করতে দেয় না। মানুষ সেই জন্যই বিক্ষোভ দেখিয়েছে। সাংসদ অনেক কাজ করেছে। যে দলের সুপ্রিমো প্রধানমন্ত্রীকে কুকথা বলেন, তাদের এই ধরনের সংস্কৃতিই হবে। প্রসঙ্গত ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত ভোট থেকে হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকায় তৃণমূলের উত্থান হয়। গত বিধানসভা ভোটে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে তৃণমূল। কিন্তু তারপরেও হরিশ্চন্দ্রপুর সদর এলাকায় তারা খুব একটা ভালো ফল করতে পারেনি। তাই আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটে হরিশ্চন্দ্রপুর সদর এলাকা দখল করতে মরিয়া শাসকদল। বারবার মানুষের কাছে গিয়ে আবেদন জানাচ্ছে তারা। পঞ্চায়েত ভোট যত এগিয়ে আসছে সদর এলাকায় রাজনৈতিক উত্তাপ তত বাড়ছে।

মুর্শিদাবাদে বাবাকে কুপিয়ে খুন ছেলের

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ বাড়ি বিক্রিকে কেন্দ্র করে বিবাদ। আর তার জেরেই বাবাকে বৃহস্পতিবার সকালে মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ থানার শুলিতলা গ্রামে হাঁসুয়া দিয়ে এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল ছেলের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য দেখা যায়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম আবদুস সাত্তার (৫৪)। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ বাহিনী। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠায় তারা। অভিযুক্ত ছেলে মোশাররফ হোসেনকে গ্রেফতার করেছে সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ। অশান্তি চলাকালীন বাবা আবদুস সাত্তারকে হাঁসুয়া দিয়ে প্রথমে আঘাত করে। পরে কোপ মারে মোশারফ। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন আবদুস। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে অনুপনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। মোশারফকে বাধা দিতে এসে আরও চারজন জখম হন। তাঁরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জানা গিয়েছে, সম্প্রতি বসত বাড়িটি অন্য একজনের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিলেন আবদুস সাত্তার। সেই টাকা তিন ছেলেকে সমান ভাগে ভাগও করে দিয়েছিলেন। কিন্তু বাবার বাড়ি বিক্রির সিদ্ধান্ত ও টাকা বণ্টনের বিষয়টি মানতে পারেনি ছেলে মোশারফ হোসেন। যার জেরে মাঝেমধ্যেই বাবা-ছেলের ঝামেলা হত বলে পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে ফের বাবা-ছেলের গণ্ডগোলে উত্তপ্ত হয়ে উঠে পরিস্থিতি।

NOTICE INVITING e-TENDER

Notice inviting e-Tender 4 (Four) on works within Bargachia-I Gram Panchayat. Details of which will be available at **https://wbtenders.gov.in 1) 2023_ZPHD_475161_1, 2) 2023_ZPHD_475188_1, 3) 2023_ZPHD_475205_1, 4) 2023_ZPHD_475218_1.** Submission closing date (online): **21/02/2023 at 11:00 AM.**

Sd/- Pradhan
Bargachia-I Gram Panchayat

দুই ষাঁড়ের লড়াইয়ে গুরুতর জখম চার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ বৃহস্পতিবার সাতসকালে দুই ষাঁড়ের তাণ্ডবের জেরে গুরুতর আহত হন তিন মহিলা-সহ চার জন। বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি ঘটে মালদার ইংরেজবাজারে। সেখানে সদরঘাট বাজার আহত চারজনকে চিকিৎসার জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সদরঘাট বাজারে প্রতিদিন বহু মানুষ বাজার করতে আসেন সকালে। বৃহস্পতিবার সকালেও বাজারে মানুষজনের ভিড় ছিল যথেষ্ট। তারই মধ্যে এদিন দুই ষাঁড়ের তাণ্ডব বাজারের মধ্যেই। আর তাতেই হুলস্থুল কাণ্ড। গুরুতর আহত হন চারজন। প্রত্যক্ষদর্শীরা অনেকে এই ঘটনায় বেশ আতঙ্কিত। তাঁরা জানাচ্ছেন, এই বাজার এলাকায় একটি ষাঁড় আগে থেকেই ছিল। এদিন সকালে অন্য গ্রাম থেকে একটি ষাঁড় এলাকায় চলে আসে। আর তাতেই ক্ষেপে যায় বাজার এলাকার ষাঁড়টি।

উত্তর মধ্য রেলওয়ে

এল. নং. জেএইচএস-ইএলজি-ডব্লু-টি-১৬-২০২২-২৩ তারিখ ঃ ১৩.০২.২০২৩

টেন্ডার নোটিস

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে সিনি. ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জেনা) উত্তর মধ্য রেলওয়ে, ঝাঁসি, আহ্বান করছেন ওপেন টেন্ডার অনলাইনে **(ই-টেন্ডারিং)** উল্লেখিত কাজের জন্যঃ-

টেন্ডার নং.	কাজের বিবরণ	টেন্ডারের মূল্য ₹	বায়না মূল্য
জেএইচএস-ইএলজি-ডব্লু-টি-১৬-২০২২-২৩	জেএইচএস ঃ গুডস শেডের নানান সুবিধার উন্নয়নসাধণ ছাতারপুরে লাইন নং. ৪ তে।	₹ ৫১,৫৮,৭৭১/- মাত্র	₹ ১০,৩২০০/- মাত্র

সম্পাদনের মেয়াদ ঃ ০৬ মাস।

টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ ঃ ১০.০৩.২০২৩ (বেলা ১৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত)।

টেন্ডার অনলাইনে জমা করা যাবে **১০.০৩.২০২৩ (১৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত)**। সম্পূর্ন বিস্তারিত তথ্য এবং দরপত্র জমা করতে দয়াকরে দেখুন ভারতীয় রেলওয়ের ওয়েবসাইট **https://www.ireps.gov.in**। **239/23 (ADM)**

North central railways @CPRONCR @northcentralrailway www.ncr.indianrailways.gov.in

BANGIYA GRAMIN VIKASH BANK (A GOVT. ENTERPRISE)

দক্ষিণ ২৪ পরগনা রিজিওনাল অফিস
স্নেহদীপ অ্যাপার্টমেন্ট, গড়িয়া স্টেশন রোড, নিউ বালিয়া, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৮৪

অধিগ্রহণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা নিম্নস্বাক্ষরকারী হচ্ছেন **বঙ্গীয় গ্রামীন বিকাশ ব্যাঙ্ক**-এর অনুমোদিত আধিকারিক অধীন নিরাপত্তাকরণ এবং পুর্নগঠন আর্থিক সম্পত্তি ও প্রয়োগ নিরাপত্তা আগ্রহ আইন, ২০০২ এবং ক্ষমতার প্রয়োগ সুনিশ্চিত হয়েছে অধীন ধারা ১৩(১২) সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৯ নিরাপত্তা আগ্রহ (প্রয়োগ) ধারা, ২০০২ জারি করছেন দাবী বিজ্ঞপ্তি যার তারি উল্লেখ রয়েছে জানানো যায় গ্রাহক/ জামিনদারদের পরিশোধ করতে হবে বকেয়া রাশি যার উল্লেখ রয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে এই বিজ্ঞপ্তি পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে।

যদি গ্রাহক বকেয়া রাশি পরিশোধে ব্যর্থ হন, বিজ্ঞাপিত করা যায় যে গ্রাহক এবং জনস্বার্থে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী প্রতীকী অধিগ্রহণ করবেন নিম্নেবর্নিত সম্পত্তি ক্ষমতার প্রয়োগবলে যা সুনিশ্চিত হয়েছে তার ওপর অধীন ধারা ১৩(৪) আইনের সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৯ তাদের নামের সাথে উল্লেখিত তারিখে।

গ্রাহকদের বিশেষভাবে এবং জনস্বার্থে সতর্ক করা যায় যে লেনদেন না করতে এই সম্পত্তি নিয়ে এবং কোন লেনদেন হলে এই সম্পত্তির যার ওপর দাবী করতে **বঙ্গীয় গ্রামীন বিকাশ ব্যাঙ্ক** বকেয়া রাশি সুদ সহ।

ক্র. নং. নাম শাখা ও অ্যাকাউন্টের	অ্যাকাউন্ট/ গ্রাহক/ মালিক/ জামিনদারের নাম ও ঠিকানা	বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণ	১) দাবী বিজ্ঞপ্তি তারিখ ২) বকেয়া রাশি ৩) অধিগ্রহণের তারিখ
(১) খাকুড়দহ শাখা ও অ্যাকা.নং.- ৫২৯৭২৫০০ ০০০৫২	**১) মে. সুরাজ বিল্ডার্স, মালিক-বাদল মন্ডল,** গ্রাম - আচার্য পাড়া তাসারালা, থানা-মগরাহাট, পোস্ট-সরবেড়িয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন ৭৪৩৩৮৫ (গ্রাহক)। **২) বাদল মন্ডল, (মালিক মে. সুরাজ বিল্ডার্স),** পিতা-রবিরাম মন্ডল, গ্রাম - আচার্য পাড়া তাসারালা, থানা-মগরাহাট, পোস্ট-সরবেড়িয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন ৭৪৩৩৮৫ (গ্রাহক)। **৩) ঝন্টু মন্ডল,** পিতা-ভীম মন্ডল, গ্রাম-নেউতলা, পোস্ট-গোচারণ, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৮৫ (জামিনদার)। **৪) দেব ঘোষাল,** পিতা-জীবন ঘোষাল, গ্রাম-নেউতলা, পোস্ট-গোচারণ, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৮৫ (জামিনদার)।	ন্যায়সঙ্গত বন্ধকী জমি এবং বাড়ি প্লট নং. ৪৩২, ৪২৫, ৪৩১, খতিয়ান নং. ৬৫১, জেএল নং. ১৯৬, জমির এলাকা ১৪ ডেসিমেল, মৌজা-তাসারতলা, থানা-মগরাহাট, পোস্ট-সরবেড়িয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন ৭৪৩৩৮৫ , বাদল মন্ডলের নামে (মে. সুরাজ বিল্ডার্স মালিক), পিতা রবিরাম মন্ডল, গ্রাম - আচার্য পাড়া তাসারালা, থানা-মগরাহাট, পোস্ট-সরবেড়িয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন ৭৪৩৩৮৫ (গ্রাহক)।	১) ০২.১২.২০২২ ২) ১৪.০২.২০২৩ ৩) টাকা. ৬,৬৫,২৪২.০০ **(টাকা ছয় লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার দুইশত বিয়াল্লিশ মাত্র) (সুদ হিসাব হয়েছে ৩১.০৮.২০২১ পর্যন্ত)** সঙ্গে আনবুকড সুদ, আনুষ্ঠানিক ব্যয়, খরচ ইত্যাদি লাগু ০১.০৯.২০২১ থেকে।
(২) খাকুড়দহ শাখা ও অ্যাকা.নং.- ৫২৯৭২৫০০ ০০০৯২	**১) ঢালি ফার্টিলাইজার, মালিক আবেদ আলি ঢালি,** গ্রাম-পদমেরহাট, পোস্ট-দক্ষিণ বারাসত, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৭২ (গ্রাহক)। **২) আবেদ আলি ঢালি (ঢালি ফার্টিলাইজার মালিক),** গ্রাম-পদমেরহাট, পোস্ট-দক্ষিণ বারাসত, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৭২ (গ্রাহক)। **৩) গোবিন্দ দাস,** পিতা- নকুল দাস, গ্রাম ও পোস্ট-খাকুড়দহ, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৭২ (জামিনদার)। **৪) তপন মন্ডল,** পিতা- জয়ন্ত মন্ডল, গ্রাম ও পোস্ট-খাকুড়দহ, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৭২ (জামিনদার)।	ন্যায়সঙ্গত বন্ধকী জমি এবং বাড়ি প্লট নং. ২২৮০, খতিয়ান নং. আরএস ৯৪৭, এলআর ৭৫, জেএল নং. ৭, জমির এলাকা, ১২ ডেসিমেল, মৌজা-পদমেরহাট, থানা-জয়নগর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৭২, আবেদ আলি ঢালির নামে রয়েছে, পিতা-ইদ্রিশ ঢালি, গ্রাম-পদমেরহাট, পোস্ট-দক্ষিণ বারাসত, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৭২ (গ্রাহক)।	১) ০৩.১২.২০২২ ২) ১৪.০২.২০২৩ ৩) টাকা. ২৭,৩০,০৭৭.০০ **(টাকা সাতাশ লক্ষ তিরিশ হাজার সাতাত্তর মাত্র) (সুদ হিসাব হয়েছে ৩১.০৮.২০২১ পর্যন্ত)** সঙ্গে আনবুকড সুদ, আনুষ্ঠানিক ব্যয়, খরচ ইত্যাদি লাগু ০১.০৯.২০২১ থেকে।
(৩) ধামুয়া শাখা ও অ্যাকা.নং.- ৫১৫২৩০০ ০০২৫৮৫	**১) সুব্রত কুমার সরকার,** পিতা-প্রয়াত ধীরেন্দ্রনাথ সরকার, কুমারাবাদ, নেতাজি পল্লী, সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭০০১৫০ (গ্রাহক)।	ন্যায়সঙ্গত বন্ধকী জমি এবং বাড়ি প্লট নং. ৫৩৮৭ (এলআর), ৫৪২২(আরএস) ও ৫৩৯২(এলআর), ৫৪২৭(আরএস), খতিয়ান নং. ৪৯২(সিএস), ১২৮৬৮ (এলআর), জেএল নং. ৪১, থানা-সোনরপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, সুব্রত কুমার সরকারের নামে, পিতা-প্রয়াত ধীরেন্দ্রনাথ সরকার, কুমারাবাদ, নেতাজি পল্লী, সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭০০১৫০ (গ্রাহক)।	১) ১৭.০৯.২০২২ ২) ১৪.০২.২০২৩ ৩) টাকা. ১৩,৪৬,৪২২.৫৩ **(টাকা তেরো লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার চারশত বাইশ তিপান্ন পয়সা মাত্র) (সুদ হিসাব হয়েছে ২৪.০৬.২০২১ পর্যন্ত)** সঙ্গে আনবুকড সুদ, সুদ রিভার্সাল, আনুষ্ঠানিক ব্যয়, খরচ ইত্যাদি।
(৪) খাকুড়দহ শাখা ও অ্যাকা.নং.- ৫২৯৭২৫০০ ০২৯৬৭	**১) মে. গায়েন ফার্নিচার অ্যান্ড উডকাট সাপ্লায়ার্স, মালিক-মাধব গায়েন,** গ্রাম-নারায়ণীতলা, পোস্ট-গোচারণ, থানা-জয়নগর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৭২ (গ্রাহক) **২) মাধব গায়েন (মালিক-মে. গায়েন ফার্নিচার অ্যান্ড উডকাট সাপ্লায়ার্স),** পিতা-বাসুদেব গায়েন, গ্রাম-নারায়ণীতলা, পোস্ট-গোচারণ, থানা-জয়নগর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৭২ (গ্রাহক) **৩) ঝন্টু মন্ডল,** পিতা-ভীম মন্ডল, গ্রাম-নেউতলা, পোস্ট-গোচারণ, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৮৫ (জামিনদার)। **৪) শামসের আলি লস্কর,** পিতা-খোদাবক্স লস্কর, গ্রাম-রামরুদ্রপুর, পোস্ট-পুনপুয়া, থানা-জয়নগর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৭২ (গ্রাহক)।	ন্যায়সঙ্গত বন্ধকী জমি এবং বাড়ি প্লট নংয় ৬৩৬, খতিয়ান নং. ৩৮৬(আরএস), ৯৪১(এলআর), জেএল নং. ১, আরএস ৩৮৬, মৌজা-নারায়ণীতলা, পোস্ট-গোচারণ, থানা-জয়নগর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৭২ মাধব গায়েনের নামাঙ্কিত, (মালিক-মে. গায়েন ফার্নিচার অ্যান্ড উডকাট সাপ্লায়ার্স), পিতা-বাসুদেব গায়েন, গ্রাম-নারায়ণীতলা, পোস্ট-গোচারণ, থানা-জয়নগর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৭২ (গ্রাহক)।	১) ২৭.১২.২০২২ ২) ১৪.০২.২০২৩ ৩) টাকা. ৯,৮০,৯১৭.০০ **(টাকা নয় লক্ষ আশি হাজার নয়শত সতেরো মাত্র) (সুদ হিসাব হয়েছে ৩১.০৮.২০২১ পর্যন্ত)** সঙ্গে আনবুকড সুদ, আনুষ্ঠানিক ব্যয়, খরচ ইত্যাদি লাগু ০১.০৯.২০২১ থেকে।
(৫) খাকুড়দহ শাখা ও অ্যাকা.নং.- ৫২৯৭২৫০০ ০০১৭৮	**১) মে. সাউদার্ন মোটরস, মালিক তপন দাস,** গ্রাম-পাঁচগাছিয়া, পোস্ট-গোচারণ, থানা-বারুইপুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৯১ (গ্রাহক) **২) তপন দাস (মালিক- মে. সাউদার্ন মোটরস),** পিতা-নিরঞ্জন দাস, গ্রাম-পাঁচগাছিয়া, পোস্ট-গোচারণ, থানা-বারুইপুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৯১ (গ্রাহক) **৩) প্রতিমা দাস,** স্বামী-তপন দাস, গ্রাম-পাঁচগাছিয়া, পোস্ট-গোচারণ, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৯১ (জামিনদার)। **৪) মনিরুল ইসলাম খান,** পিতা-আহমেদ আলি খান, গ্রাম ও পোস্ট-কেয়াতলা, পিন-৭৪৩৩৭২ (জামিনদার)।	ন্যায়সঙ্গত বন্ধকী জমি এবং বাড়ি প্লট নং ১৬০৯, ১৬১৪ / ২৭০৫, খতিয়ান নং. ৫৯ (সিএস), ৮৭০(আরএস), জেএল নং. ৮৮, জমির এলাকা ৩৫ ডেসিমেল, মৌজা-পাঁচগাছিয়া, থানা-বারুইপুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৯১ তপন দাসের নামে রয়েছে, বাবার নাম-নিরঞ্জন দাস, গ্রাম-পাঁচগাছিয়া, পোস্ট-গোচারণ, থানা-বারুইপুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৯১ (গ্রাহক)।	১) ১৩.১২.২০২২ ২) ১৪.০২.২০২৩ ৩) টাকা. ১২,৬৮,৪১৮.০০ **(টাকা বারো লক্ষ আটষট্টি হাজার চারশত আঠারো মাত্র) (সুদ হিসাব হয়েছে ৩১.০৮.২০২১ পর্যন্ত)** সঙ্গে আনবুকড সুদ, আনুষ্ঠানিক ব্যয়, খরচ ইত্যাদি লাগু ০১.০৯.২০২১ থেকে।
(৬) খাকুড়দহ শাখা ও অ্যাকা.নং.- ৫২৯৭২৫০০ ০০০৬০	**১) মে. বরোদা হার্ডওয়ার অ্যান্ড বিল্ডার্স, মালিক কার্তিক সরদার,** গ্রাম-কাঁটাপুকুরিয়া, থানা-জয়নগর, পোস্ট-গোচারণ, থানা-বারুইপুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৭২ (গ্রাহক) **২) কার্তিক সরদার (মালিক-মে. বরোদা হার্ডওয়ার অ্যান্ড বিল্ডার্স),** পিতা-বিশ্বনাথ সরদার, গ্রাম-কাঁটাপুকুরিয়া, থানা-জয়নগর, পোস্ট-গোচারণ, থানা-বারুইপুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৭২ (গ্রাহক) **৩) অরিজিৎ চক্রবর্তী,** পিতা-অপূর্ব চক্রবর্তী, গ্রাম-নারায়ণীতলা, পোস্ট-গোচারণ, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৭২ (জামিনদার)। **৪) সুদীপ্ত ভদ্র,** পিতা-নেপাল ভদ্র, গ্রাম ও পোস্ট-গোচারণ, পিন-৭৪৩৩৭২ (জামিনদার)।	ন্যায়সঙ্গত বন্ধকী জমি এবং বাড়ি প্লট নং ৩, ১২, খতিয়ান নং. ৭২৫, জেএল নং. ৩, তৌজি নং. ২৬৮, জমির এলাকা ৭ ডেসিমেল, মৌজা-কাঁটাপুকুরিয়া, থানা-জয়নগর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৭২, কার্তিক সরদারের নামে, পিতা-বিশ্বনাথ সরদার, গ্রাম-কাঁটাপুকুরিয়া, থানা-জয়নগর, পোস্ট-গোচারণ, থানা-বারুইপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৭২ (গ্রাহক)।	১) ০৩.১২.২০২২ ২) ১৪.০২.২০২৩ ৩) টাকা. ৯,০৮,৫২৩.০০ **(টাকা নয় লক্ষ আট হাজার পাঁচশত তেইশ মাত্র) (সুদ হিসাব হয়েছে ৩১.০৮.২০২১ পর্যন্ত)** সঙ্গে আনবুকড সুদ, আনুষ্ঠানিক ব্যয়, খরচ ইত্যাদি লাগু ০১.০৯.২০২১ থেকে।
(৭) খাকুড়দহ শাখা ও অ্যাকা.নং.- ৫২৯৭২১০০ ০০০৫১	**১) এস এস এন্টারপ্রাইজ, মালিক নাছিম আলি লস্কর,** গ্রাম-রামরুদ্রপুর, পোস্ট-পুনপুয়া, থানা-জয়নগর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৭২ (গ্রাহক) **২) নাছিম আলি লস্কর (মালিক-এস এস এন্টারপ্রাইজ),** পিতা-দাউদ আলি লস্কর, গ্রাম-রামরুদ্রপুর, পোস্ট-পুনপুয়া, থানা-জয়নগর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৭২ (গ্রাহক) **৩) নূর হোসেন মোল্লা,** পিতা-ইউসুব আলি মোল্লা, গ্রাম-হোগলা, পোস্ট-সরবেড়িয়া, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৮৫ (জামিনদার)। **৪) শাসসের আলি লস্কর,** পিতা-খোদাবক্স লস্কর, গ্রাম-রামরুদ্রপুর, পোস্ট-পুনপুয়া, থানা-জয়নগর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৭২ (গ্রাহক)।	ন্যায়সঙ্গত বন্ধকী জমি এবং বাড়ি প্লট নং ৮৬৭, ৮৬৬, খতিয়ান নং. ১১৯ (আরএস) ৬০২ (আরএস), জেএল নং. ৭২, জমির এলাকা ২.৫০ ডেসিমেল, মৌজা-রামরুদ্রপুর, থানা-জয়নগর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৭২ মহ. নাছিম আলি লস্করের নামে রয়েছে, পিতা-দাউদ আলি লস্কর, গ্রাম-রামরুদ্রপুর, পোস্ট-পুনপুয়া, থানা-জয়নগর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৭২ (গ্রাহক)।	১) ২৫.১১.২০২২ ২) ১৪.০২.২০২৩ ৩) টাকা. ১৩,০১,০৫৩.০০ **(টাকা তেরো লক্ষ এক হাজার তিপান্ন মাত্র) (সুদ হিসাব হয়েছে ২৭.০৮.২০২২ পর্যন্ত)** সঙ্গে আনবুকড সুদ, আনুষ্ঠানিক ব্যয়, খরচ ইত্যাদি লাগু ২৮.০৮.২০২২থেকে।

তারিখ ঃ ১৪.০২.২০২৩
স্থান ঃ গড়িয়া, কলকাতা

অনুমোদিত, বঙ্গীয় গ্রামীন বিকাশ ব্যাঙ্ক
২৪ পরগনা দক্ষিণ রিজিওনাল অফিস

কটাক্ষ-সরকারি অর্থে দলীয় কর্মসূচি

বাঁকুড়ায় মুখ্যমন্ত্রী সফর আজ

অনিরুদ্ধ সরকার,বাঁকুড়া, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ বাঁকুড়ায় লোকসভা এবং বিধানসভায় ফলাফল আশানুরূপ হয়নি। তাই এবার পঞ্চায়েতকে পাখির চোখ করে তিন দিনের জঙ্গলমহল জেলা সফরে মুখ্যমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার দুপুরেই পুরুলিয়ার সভা সেরে বাঁকুড়ায় পৌচেছেন। মেদনীপুর ও পুরুলিয়ার পর আজ দুপুর ১২ টায় বাঁকুড়ার বিকনার বলরামপুর গোসালা ময়দানে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভার আয়োজন করা হয়েছে। দলনেত্রীর সফর ঘিরে উচ্ছাস দলে। পঞ্চায়েত ভোটের আগে মুখ্যমন্ত্রী কী বার্তা দেন সেই দিকেই অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে সকলে। বাঁকুড়ায় প্রশাসনিক সভা থেকে একগুচ্ছ নয়া প্রকল্প উদ্বোধনের কথা মুখ্যমন্ত্রীর। তাঁর এই জেলা সফর ঘিরে প্রশাসনিক তৎপরতার পাশাপাশি জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের মধ্যে ব্যস্ততা তুঙ্গে উঠেছে। দলীয় কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে রয়েছে উচ্ছ্বাস। তাঁরা অধীর আগ্রহে মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা শোনার জন্য অপেক্ষা করছেন। দলনেত্রী তিনদিনের জেলা সফরে আজকের বাঁকুড়ার সরকারি সভা শেষ কলকাতার উদ্দ্যেশ্যে রওনা দেবেন তিনি। বাঁকুড়া জেলায় গত বিধানসভা নির্বাচনে ১২টি আসনের মধ্যে ৮ টি পায় পদ্ম শিবির। তখন থেকেই জেলায় বিজেপি একটা ফ্যাক্টর। এ বার পঞ্চায়েত নির্বাচনে মূল লড়াই বিজেপি বনাম তৃণমূল। সাড়ে আট মাস পরে আজ, শুক্রবার বাঁকুড়া জেলায় সভা করতে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পঞ্চায়েত ভোটের মুখে তাঁর এই সভা হওয়ায় প্রশাসনের পাশাপাশি তৃণমূলও গাঁ-গঞ্জ থেকে লোক আনতে বিশেষভাবে জোর দিয়েছে। বাঁকুড়ায় সার্কিট হাউসে রাত্রি যাপনের জন্য কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে শহর। দ্রুত গতিতে ভাঙা রাস্তাতে পটি পড়েছে। রাস্তার দু'পাশে জঞ্জাল সাফাই হয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যক্তি কটাক্ষ করে বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রতি মাসে আসুক অন্তত শহরটার চিত্রের পরিবর্তন হয়। এদিকে মুখ্যমন্ত্রীর সফরকে ঘীরে কটাক্ষ করেছি বিরোধী শিবিরও বিজেপির বাঁকুড়া জেলা সাংগঠনিক সভাপতির সুনীল রুদ্র মন্ডল জানান সরকারি সভায় দলীয় কর্মসূচি, সরকারি অর্থের তছরুপ। এই অর্থে অনেক বেকার যুবক-যুবতীদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করা সম্ভব হত। মুখ্যমন্ত্রী সফরসূচির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা পর্যন্ত বাতিল করা হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের কথা না ভেবে রাজনৈতিক লাভটাই তিনি দেখছেন। সমগ্র জঙ্গলমহলজুড়ে তৃণমূলের জনসমর্থন একেবারে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে, তাই তাদেরকে চাঙ্গা করার জন্য সরকারি অর্থ তছরুপ করে। মানুষ সবই জানেন এই ধরনের সফরে মিথ্যে প্রতিশ্রুতিতে মানুষ আর প্রভাবিত হবেন। বামেরাও একই সুরে সুর মিলিয়ে সরকারি অর্থে দলীয় কর্মসূচির তকমা দিয়েছেন।

সড়ক অবরোধ ক্ষুব্ধ জনতার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের কাজে ঢিলেমি, ধীর গতিতে কাজ হওয়ায় ঘটছে দুর্ঘটনা। যার জেরে বৃহস্পতিবার সকালে চাঁচল-হরিশ্চন্দ্রপুর ৮১ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা। দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে বিক্ষোভ শেষমেষ ট্রাফিক ওসির আশ্বাসে বিক্ষোভ তুলে নেন অবরোধকারীরা। উল্লেখ্য, ঠিক তিন বছর আগে শুরু হয় ৮১ নম্বর জাতীয় সড়কের কাজ। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে নানান টালবাহানার কারণে খুবই ধীরগতিতে চলছে চাঁচল-হরিশ্চন্দ্রপুর রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ। এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা থাকার কারণে ঘটছে দুর্ঘটনা। চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন পথচলতি সাধারণ মানুষ। রাস্তা বেহাল থাকার জেরে দু'দিন আগে হরিশ্চন্দ্রপুর থেকে আসা একটি পাথরবোঝাই লরি উলটে দুর্ঘটনা ঘটে। গুরুতরভাবে জখম হন গাড়ির চালক এবং খালাসী। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, চাঁচলের রানী কামাত থেকে হরিশ্চন্দ্রপুর পর্যন্ত ৮১ নম্বর জাতীয় সড়কের অবস্থা বেহাল। কোথাও খুঁড়ে, আবার কোথাও মাটি ফেলে রাস্তা হয়ে উঠেছে মরণ ফাঁদ। এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন নিত্যযাত্রী থেকে শুরু করে স্থানীয় বাসিন্দারা। রাণীকামাতে এলাকার বাসিন্দা সোয়াব আলী জানান, সংস্কারের নামে এই ভাবে একটা জাতীয় সড়কের বেহাল অবস্থা আর কতদিন থাকবে। কোনও সংস্কারের কাজই হয় না। রোজ রোজ যাতায়াতে আমাদের দুর্ভোগ বেড়েই চলেছে। ঝুঁকির সঙ্গে আমরা এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করি। গত দুদিন আগেই জাতীয় সড়কের বেহাল দশা থাকার কারণে একটি পাথর বোঝাই লরি উল্টে যায়। তাই আমাদের দাবি, দ্রুত ৮১ নম্বর জাতীয় সড়কের সম্প্রসারনের কাজ শেষ করা হোক।

বাঁচাতে হবে বিশ্বভারতীকে। সুভাষ

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ সতীদাহ প্রথার সময় চিতায় সতীর চিৎকার আঁটকাতে ঢাকঢোল বাজানো হতো। এখন বিশ্বভারতীতে তাই ঘটছে। বিশ্বভারতীর জমি বনাম অমর্ত্য সেন এবং অন্যান্যদের জমি সংক্রান্ত বিষয়ে বিতর্ক নিয়ে মুখ খুললেন পরিবেশবিদ সুভাষ দত্ত। বৃহস্পতিবার বোলপুরে সাংবাদিক বৈঠক করে তিনি বলেন, বিশ্বভারতীর চল্লিশ শতাংশ জমি বেদখল হয়ে গেছে। ট্রাস্টের ডিড দেখে জমি জরিপ করা হোক। অনেকেই বিশ্বভারতের জমি লিজে পেয়েছেন। তারা বিদেশে থাকেন। ঠিক আছে। কিন্তু বেশি জমি নিয়ে থাকলে ফেরত দিন। অমর্ত্য সেন আন্তজার্তিক খ্যাতিসম্পন্ন এবং একটি রাজনৈতিক মতাদর্শের মানুষ। সেই জন্য তাকে চিঠি দিলে দুই পক্ষ তৈরী। এক পক্ষ জিন্দাবাদ এবং আরেক পক্ষ মুর্দাবাদ করছে। কিন্তু অমর্ত্য সেন তো একবাও বলছেন না, ঠিক আছে জমি জরিপ হোক। আমি হলে তো তাই করতাম। উকিল দিয়ে চিঠি প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছেন। মানহানির মামলা করবেন, বলছেন ঠিক আছে করুন। তবে জমি জরিপ হোক। শুধু ব্যক্তি অমর্ত্য সেনের নয়, সবারটা হোক। সুভাষ দত্ত এদিন জানান, বিশ্বভারতীর চল্লিশ শতাংশ জমি বেদখল হয়ে আছে, এটা দাবি উঠছে। এব্যাপারে একটি জনস্বার্থ মামলা আমি করবো। তবে এক্ষেত্রে একটা কথা বলবো, শুধুমাত্র অমর্ত্য সেনকে বার বার চিঠি পাঠানো হচ্ছে। বাকিদের কেন পাঠানো হচ্ছে না। সবাইকে চিঠি পাঠানো হোক এবং জরিপ করে দেখা হোক বিশ্বভারতীর কতো জায়গা জবরদখল হয়ে আছে। পাশাপাশি, সুভাষ দত্ত বলেন, ২০১৬ সাল থেকে পরিবেশ আদালত তিন তিনবার আদেশ জারি করে বলেছে কঠিন ও তরল বর্জ্য পদার্থের শোধনের ব্যবস্থাপনা করতে হবে। হাসপাতাল বর্জ্য আইনানুগ ভাবে রাখা হচ্ছে না। পরিবেশবিদ সুভাষ দত্ত বলেন, বিধি অমান্য করার কারণে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ দশ লক্ষ টাকা জরিমানা করে। সেটাও বিশ্বভারতী জমা দেয় নি। পরিবেশ আদালতকে তারা জানিয়েছে, কঠিন ও তরল বর্জ্য পদার্থের শোধনের ব্যবস্থাপনা করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ তাদের নেই। আচার্য শোভিত উপাচার্যর নেতৃত্বে বেনিয়ম ঘটেই চলেছে। দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তিই তাদের প্রাপ্য।

বিধ্বংসী আগুনে পুড়ল বসতভিটে

দুরন্ত বার্তা, গোয়ালপোখর, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ গোয়ালপোখর থানার দারগা বস্তিতে বিধ্বংসী আগুনে পুড়ল বসতভিটে। বুধবার গভীর রাতে আগুন লাগে। দুটি পরিবারের বাড়ির সব আসবাবপত্র, আনাজপাতি পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় গোয়ালপোখর থানার পুলিশ ও দমকল বাহিনীর একটি ইঞ্জিন। তারা আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। তার আগেই অবস্য বহু সামগ্রী পুড়ে যায়। আগুনে পুড়ে গিয়েছে নুরেশা বিবির বাড়ি। তিনি জানান, খাওয়া দাওয়া করে ঘুমোতে যাওয়ার সময় ধোঁয়া দেখতে পান। প্রতিবেশীদের ডাকলে তাঁরা আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। শেষে দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশ জানিয়েছে, সম্ভবত রান্নাঘরের উনুন থেকে আগুন লেগে থাকতে পারে। গোয়ালপোখর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মুস্তারি বেগম বলেন, ঘটনাস্থলে গিয়ে দুই পরিবারকে সব রকম সহযোগিতার বিষয়ে আশ্বস্ত করা হয়েছে। রাতে থাকার জন্য আপাতত ত্রিপলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাঁদের চাল, ডাল ও ত্রিপলের ব্যবস্থা করা হবে।

Franklin Templeton Mutual Fund

Cordially invites you for a program under it's
Investor Education and Awareness Initiative.

Venue :
Red Chilli, Barabazar,
Chandannagar, Hooghly 712136

Date: 19th February 2023
Time: 11.00 a.m.

Contact Person: Barun Banerjee (9002434555)

Due to limited seats, entry will be provided to registered attendees only. Please call on the above number to register by tomorrow.

All Covid protocols will be followed.

We look forward to your participation.

FRANKLIN TEMPLETON

Registered office: One International Centre, Tower 2, 12th & 13th Floor, Senapati Bapat Marg, Elphinstone (West) Mumbai - 400013

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

Hooghly-Chinsurah Municipality

Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist.-Hooghly
Tel.: 2680-2899/2319, Telefax.: 2680-6092
Notice for invitation e-Tender
e-Tender Notice No- WBMAD/C/HCM/Eng/NIT3/2e/23
Memo No-: 638/Eng/AS Dated : 16.02.2023

e-Tenders are invited from the experience and reliable contractors for different civil works under this Municipality. Vide **e-Tender ID No. 2023_MAD_475493_1-13.** Closing date of Bid submission is **04.03.2023 up to 11.00 hours.** Detailed information will be available from PWD Dept. of this Municipality & visit website- **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-Chairman/Executive Officer
Hooghly Chinsurah Municipality

Debipur Gram Panchayat
PO: Manasri, Dist: Howrah, Pin: 711412
E-Tender No.:- NIET-05/PBG/2022-23

E-Tender is invited by the Prodhan, Debipur Gram Panchayat for 3(Three) Nos. different works under PBG(SFC) Fund. Period of completion: 60 Days. Bid Document downloading(online) starting from **17-02-2023 at 11:30 pm up to 27-02-2023 2.00 pm.** Last date of submission of Bid (online) **27.02.23 at 2.00 pm.** Bid Opening date on **28.02.2023 on 11:30 pm.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Debipur Gram Panchayat

KHATOD INVESTMENTS & FINANCE CO. LTD.

রেজি অফিস ঃ ১, রমেশ মিত্র রোড, তৃতীয় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০২৫,
ফোন ঃ ০৩৩ ৪৪৫০০৫০০, ৯০০৭০৭৭০৪১
E-mail:khatodinv@gmail.com;Website:www.khatodinv.com
CIN:L65993WB1990PLC084695

পোস্টাল ব্যালট নোটিস

শেয়ারহোল্ডারদের এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে কোম্পানি আইন, ২০১৩ (অ্যাক্ট) এর ধারা ১০৮ এবং ধারা ১১০ অনুসারে কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪ এর ২০ এবং বিধি ২২ এর সাথে পঠিত (বিধি), সার্কুলার নং ১৪/ ২০২০ তারিখ ০৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৭/ ২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ২২/ ২০২০ তারিখ ১৫ জুন, ২০২০, ৩৩/ ২০২০ তারিখ ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০, ৩৯/ ২০২০ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০, ১০/ ২০২১ তারিখ ২৩ জুন, ২০২১, ২০/ ২০২১ তারিখ ০৮ ডিসেম্বর ২০২১, ৩/ ২০২২ তারিখ ০৫ মে, ২০২২ এবং ১১/ ২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখে বানিজ্য বিষয়ক মন্ত্রক দ্বারা জারি করা হয়েছে (সম্মিলিতভাবে সার্কুলার হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে), এমসিএ এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (তালিকাভুক্ত বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ (লিস্টিং রেগুলেশনস), সাধারণ সভার সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ডস (এসএস-২) এর রেগুলেশন ৪৪ এবং আইনের অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান, বিধি, এর অধীনে জারি করা সার্কুলার এবং বিজ্ঞপ্তি, কোম্পানি চাইছে ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে বিস্তারিতভাবে পোস্টাল ব্যালট নোটিসে (নোটিস) নির্ধারিত ব্যবসার জন্য শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন ঃ

১	শ্রী শরদ কুমার বাছাওয়াত (DIN: 05161130) কে কোম্পানির একজন স্বাধীন পরিচালক হিসেবে নিয়োগ করা।
২	কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৮০(১)(সি) এর অধীনে কোম্পানির ঋণের সীমা বৃদ্ধি করা।
৩	কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৮০(১)(এ) অনুযায়ী কোম্পানির বিনিয়োগ (স্টক হিসাবে রাখা)

বিক্রয়, স্থানান্তর, ইজারা বা অন্যথায় নিষ্পত্তি করার জন্য কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন নেওয়া। কোম্পানি **১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩** তারিখে ই-মেলের মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালট নোটিস প্রেরণ সম্পন্ন করেছে যাদের ই-মেল ঠিকানা কোম্পানিতে নিবন্ধিত হয়েছে বা তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী/ নিবন্ধক এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট অর্থাৎ মে. নিশ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড ('আরটিএ') এবং তাদের ভোট দেওয়ার জন্য কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ **শুক্রবার, ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখে** শেয়ার ধারণ করে।

ই-ভোটিং সুবিধাটি **১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ থেকে সকাল ১০.০০ ঘটিকায়** শুরু হবে এবং শেষ হবে **১৮ মার্চ, ২০২৩ বিকাল ০৫.০০ ঘটিকায়,** সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল) এর পরে ভোট দেওয়ার জন্য ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা দেবে। এই সময়ের মধ্যে, কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণকারী কোম্পানির সদস্যরা নোটিসে দেওয়া পদ্ধতিতে ইলেকট্রনিক উপায়ে তাদের ভোট দিতে পারেন। একবার সদস্য দ্বারা একটি প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়া হলে, সদস্যকে পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না। সদস্যদের ভোটের অধিকার **শুক্রবার, ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩** হিসাবে গণনা করা হবে। একজন ব্যক্তি যিনি কাট-অফ তারিখে সদস্য নন, শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে তার এই বিজ্ঞপ্তিটি ব্যবহার করা উচিত।

বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া ই-ভোটিং সংক্রান্ত নির্দেশাবলী মনোযোগ সহকারে পড়ার জন্য সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

পোস্টাল ব্যালট ফর্ম এবং ডাক প্রিপেইড স্ব-ঠিকানাকৃত ব্যবসায়িক উত্তর খামের সাথে নোটিসের প্রকৃত কপি সদস্যদের কাছে পাঠানো হবে না। পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.khatodinv.com এবং www.evoting.cdsl.com. এও পাওয়া যাবে।

কোম্পানি ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য এজেন্সি হিসেবে সিডিএসএল-এর পরিষেবা নিযুক্ত করেছে। কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরস শ্রীমতি প্রাচি টোডি, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি-কে স্ক্রুটিনাইজার হিসাবে নিযুক্ত করেছে যিনি পোস্টাল ব্যালট প্রক্রিয়া একটি ন্যায্য এবং স্বচ্ছভাবে পরিচালনার জন্য কাজ করতে সম্মত হয়েছেন।

ভোটের ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইটে **https://www.khatodinv.com/results.php** -এ স্ক্রুটিনিজারের রিপোর্টের সাথে স্থাপন করে ঘোষণা করা হবে এবং দুই কাজের দিনের মধ্যে স্টক এক্সচেঞ্জেও জানানো হবে। ভোটের শেষ তারিখ থেকে দিন, অর্থাৎ, মঙ্গলবার বা তার আগে, ২১ মার্চ, ২০২৩ এবং ফলাফল কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে উপলব্ধ করা হবে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোটপ্রাপ্তি সাপেক্ষে, নোটিসে উল্লিখিত রেজোলিউশন(গুলি) যদি প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার দ্বারা পাস করা হয, তাহলে **শনিবার, ১৮ মার্চ** ২০২৩ তারিখে অর্থাৎ ভোটের সময়সীমার শেষ তারিখে পাস হয়েছে বলে গণ্য হবে।

আপনার যদি ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা থাকে, আপনি সাহায্য বিভাগের অধীনে www.evotingindia.com -এ উপলব্ধ প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন বা helpdesk.evoting@cdslindia.com -এ একটি ইমেল লিখতে পারেন বা তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন ১৮০০ ২০০ ৫৫৩৩ এ নাম্বারে।

খাটোড ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফাইনান্স কো লি.-এর পক্ষে
স্বা /- অনুশ্রী চৌধুরি
কোম্পানি সেক্রেটারি ও সহযোগী আধিকারিক

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ১৬.০২.২০২৩

লামডিং ডিভিশনে রাউন্ড ট্রিপের ভিত্তিতে এলভিপিএইচ লিজ দেওয়ার জন্য ই-নিলামের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে

লামডিং ডিভিশন থেকে উদ্ভূত ট্রেনগুলিতে ২ বছরের জন্য রাউন্ড ট্রিপ ভিত্তিতে এলভিপিএইচ লিজ দেওয়ার জন্য ই-নিলামের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। বর্ণনাঃ পার্সেল ভ্যানে পার্সেল-এর জায়গা। **নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ লিজ-এলএমজি-০২-২৩। একক দরঃ প্রতি রাউন্ড ট্রিপ (দুই দিকে)। নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সমস্ত লট)ঃ** ০১-০৩-২০২৩ তারিখ সকাল ১০টা।

ক্র নং.	লট নং./ শ্রেণী	স্টেশনের মধ্যে	লট বন্ধের তারিখ ও সময়
এএ/১	১৫৬১৬-১৫৬১৫-ভিপি-১-কেওয়াইকিউ-ইউডিজেড-২২-৪ (পার্সেল-পার্সেল ভ্যান)	কামাখ্যা-উদয়পুর সিটি	০১-০৩-২৩ সকাল ১০.৩০
এএ/২	১২৫০৪-১২৫০৩-ভিপি-২-এজিটিএল-এসএমভিবি-২২-১ (পার্সেল-পার্সেল ভ্যান)	আগরতলা-এসএমভিটি বেঙ্গালুরু	০১-০৩-২৩ সকাল ১০.৪০
এএ/৩	১৫৬৬২-১৫৬৬১-ভিপি-১-কেওয়াইকিউ-আরএনসি-২২-৪ (পার্সেল-পার্সেল ভ্যান)	কামাখ্যা-রাঁচি	০১-০৩-২৩ সকাল ১০.৫০
এএ/৪	১৫৬৫৫-১৫৬৫৬-ভিপি-১-কেওয়াইকিউ-এসভিডিকে-২২-৪ (পার্সেল-পার্সেল ভ্যান)	কামাখ্যা-শ্রী মাতা বৈষ্ণো দেবী কাটরা	০১-০৩-২৩ সকাল ১১.০০
এএ/৫	২২৫১২-২২৫১১-ভিপি-১-কেওয়াইকিউ-এলটিটি-২২-২ (পার্সেল-পার্সেল ভ্যান)	কামাখ্যা-লোকমান্যতিলক	০১-০৩-২৩ সকাল ১১.১০
এএ/৬	১৫৬৬৫-১৫৬৬৬-ভিপি-১-জিএইচওয়াই-এমএক্সএন-২২-৩ (পার্সেল-পার্সেল ভ্যান)	গুয়াহাটি-মারিয়ানি জং.	০১-০৩-২৩ সকাল ১১.২০
এএ/৭	১৫৬৬৯-১৫৬৭০-ভিপি-১-জিএইচওয়াই-ডিবিআরটি-২২-৩ (পার্সেল-পার্সেল ভ্যান)	গুয়াহাটি-ডিব্রুগড় টাউন	০১-০৩-২৩ সকাল ১১.৩০
এএ/৮	১৫৬২৪-১৫৬২৩-ভিপি-১-কেওয়াইকিউ-বিজিকেটি-২২-৪ (পার্সেল-পার্সেল ভ্যান)	কামাখ্যা-ভগত কি কোঠি	০১-০৩-২৩ সকাল ১১.৪০
এএ/৯	১৫৬৩৪-১৫৬৩৩-ভিপি-১-জিএইচওয়াই-বিকেএন-২২-২ (পার্সেল-পার্সেল ভ্যান)	গুয়াহাটি-বিকানের জং.	০১-০৩-২৩ সকাল ১১.৫০
এএ/১০	১৫৬৩০-১৫৬২৯-ভিপি-১-এসএইচটিটি-টিবিএম-২২-৩ (পার্সেল-পার্সেল ভ্যান)	শিলঘাট টাউন-তাম্বারাম	০১-০৩-২৩ বেলা ১২.০০
এএ/১১	১৫৬৪০-১৫৬৩৯-ভিপি-১-কেওয়াইকিউ-পিইউআরআই-২২-৪ (পার্সেল-পার্সেল ভ্যান)	কামাখ্যা-পুরি	০১-০৩-২৩ দুপুর ১২.১০
এএ/১২	১৫৬৪১-১৫৬৪২-ভিপি-১-এসসিএল-এনটিএসকে-২২-২ (পার্সেল-পার্সেল ভ্যান)	শিলচর-নিউ তিনসুকিয়া	০১-০৩-২৩ দুপুর ১২.২০
এএ/১৩	১৫৬৩২-১৫৬৩১-ভিপি-১-জিএইচওয়াই-বিএমই-২২-২ (পার্সেল-পার্সেল ভ্যান)	গুয়াহাটি-বাড়মের	০১-০৩-২৩ দুপুর ১২.৩০
এএ/১৪	১৫৬১৩-১৫৬১৪-ভিপি-১-জিএইচওয়াই-এমজেডএস-২২-৩ (পার্সেল-পার্সেল ভ্যান)	গুয়াহাটি-মুরকংসেলেক	০১-০৩-২৩ দুপুর ১২.৪০
এএ/১৫	১৫৬০৩-১৫৬০৪-ভিপি-১-জিএইচওয়াই-এলইডিও-২২-৩ (পার্সেল-পার্সেল ভ্যান)	গুয়াহাটি-লেডো	০১-০৩-২৩ দুপুর ১২.৫০

প্রাথমিক কুলিং অফ সময় হল ৩০ মিনিট। পরপর লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। আইআরইপিএস-এর ই-নিলাম মডিউলে লটভিত্তিক বন্ধের সময় দেখা যেতে পারে। **টিকাঃ** সম্ভাব্য দরদাতাকে আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

টলি-বলির টুকরো খবর

বন্ধুত্বে ছেদ! এবার একে অপরের বিরুদ্ধে শাহরুখ-সলমান...

বক্স অফিসে ঝড় তুলেছে শাহরুখ খানের ছবি 'পাঠান'। সারা বিশ্ব জুড়ে এই ছবি নিয়ে উন্মাদনা তুঙ্গে প্রথম তিন দিনেই সারা বিশ্ব জুড়ে ৫০০ কোটি টাকা ব্যবসা করেছে 'পাঠান'। এই ছবির যে কটি সিন পছন্দ করেছে দর্শক, তার মধ্যে অন্যতম সলমান খানের সঙ্গে শাহরুখ খানের বন্ধুত্বার ছবি। যখন বিপাকে পাঠান তখন তাঁকে কার্যত উদ্ধার করতে আবির্ভাব হয়েছেন টাইগার সলমান। তাঁদের অফস্ক্রিন বন্ধুতা সরাসরি ছাপ ফেলেছে অনস্ক্রিনেও। আর সেই রসায়নেই মুগ্ধ বলিউডের ফ্যানেরা। একই ছবিতে তাঁদের একসঙ্গে দেখতে যে দর্শক কতটা মুখিয়ে রয়েছে, এই ছবি তারই আভাস। কিন্তু শোনা যাচ্ছে পর্দার সেই বন্ধুতায় পড়তে চলেছে ছেদ। সৌজন্যে আদিত্য চোপড়া। আদিত্য চোপড়ার স্পাই ইউনিভার্সের পরবর্তী ছবিতে একসঙ্গে দেখা যাবে সলমান খান ও শাহরুখ খানকে। তবে এবার আর পাঠানের সাহায্য করতে নয়, পাঠানের বিরুদ্ধে লড়তে দেখা যাবে টাইগারকে। একসঙ্গে অনেক সিনেমাতে তাঁদের দেখা গেলেও পুরো সিনেমা জুড়ে তাঁদের একসঙ্গে দেখা যায়নি। শেষ তাঁদের নিয়ে তৈরি হয়েছিল 'করণ অর্জুন'। সেই ছবির পরে আর পুরোমাত্রায় দেখা যায়নি তাঁদের। তবে এবার সেই অদেখাই পূর্ণ করতে চলেছেন আদিত্য চোপড়া। ইতোমধ্যেই দুই তারকার জন্য লেখা হচ্ছে নয়া ছবির স্ক্রিপ্ট। স্পাই ইউনিভার্সের সেই আগামী ছবিতে তাঁদের দেখা যাবে একে অপরের বিপরীতে। দুই নায়কের সেই যুদ্ধে জয় হবে কার? তারজন্য অবশ্য অপেক্ষা করতে হবে। প্রসঙ্গত সারা বিশ্ব জুড়ে প্রায় ১০০০ কোটি ছুঁতে চলেছে পাঠানের আয়, শুধু ভারতেই আয় ৫০০ কোটি। অন্যদিকে আগামী ছবির জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন শাহরুখ। জুন মাসে মুক্তি পাওয়ার কথা অ্যাটলি পরিচালিত 'জওয়ান'। অন্যদিকে মুক্তির অপেক্ষায় সলমান খানের 'কিসি কা ভাই, কিসি কি জান'। শ্যুটিং কার্যত শেষ টাইগার থ্রি-এর। টাইগার থ্রিয়ের পরেই মুক্তি পাবে স্পাইভার্সের আরেকটি ছবি। সেখানেই একসঙ্গে দেখা যাবে পাঠান ও টাইগারকে। এবার কোনও এক মিশনে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়বেন র-এর দুই শক্তিশালী এজেন্ট। আপাতত চলছে চিত্রনাট্য লেখার কাজ। তবে পর্দায় দুই তারকার অ্যাকশন যে দেখার মতো হবে, তা বলাই বাহুল্য।

পুরনো ছবি শেয়ার করে মনের কথা লিখলেন জিনত আমন

কয়েক সপ্তাহ আগেই ইনস্টাগ্রামে অ্যাকাউন্ট খুলেছেন বলিউডের কিংবদন্তি অভিনেত্রী জিনত আমন। অ্যাকাউন্ট খোলার পর থেকেই জিনত শেয়ার করছেন নানা ছবি। তবে সম্প্রতি 'সত্যম শিবম সুন্দরম' ছবির একটি দৃশ্যের ছবি শেয়ার করে রীতিমতো অনুরাগীদের মন জিতে নিলেন জিনত। তবে শুধু ছবি নয়। 'সত্যম শিবম সুন্দরম' ছবিতে কীভাবে রাজ কাপুর তাঁকে নায়িকা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন, সেই কথাও নেটিজেনদের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন জিনত। জিনত লিখলেন, এই ছবিটা ১৯৭৭ সালে তোলা হয়েছে। ছবিটা তুলেছিলেন জে পি সিপ্পল। আর আমার পোশাক ডিজাইন করেছিলেন অস্কার জয়ী ভানু আথাইয়া। জিনতের কথায়, এই ছবি নিয়ে সে সময় বলিউডে বিতর্কের ঝড় উঠেছিল। ছবিতে আমার অভিনয়ের তুলনায়, কথা হয়েছিল আমার পোশাক নিয়ে। তবে এসব নিয়ে আমার কখনই কোনও সমস্যা ছিল না। বরং সিনেমার পর্দায়, চরিত্রের খাতিরে যদি শরীর দেখাতে হয়, তাহলে সেটা নিয়ে কখনই অস্বস্তিবোধ করেনি। এই ছবির নেপথ্যে একটা গল্পও আছে সত্যম শিবম সুন্দরম ছবির জন্য এটা আমার স্ক্রিনটেস্ট ছিল। লতা মঙ্গেশকরের গাওয়া মোহম প্যারে গানের সঙ্গে পারফর্ম করতে হয়েছিল। এই দৃশ্যটা শুট করে আরকেকে স্টুডিওতে দেখানো হয়েছিল। ডিস্ট্রিবিউটাররা দেখে তখনই বুক করে নিয়েছিল ছবিটি। পাশ্চাত্য পোশাক থেকে পুরোপুরি ভারতীয় লুক। রাজ কাপুরের জন্যই সম্ভব হয়েছিল।

প্রায় ২.৫ লাখ যাত্রী 'মেট্রো রাইড কোলকাতা' অ্যাপ ডাউনলোড করেছেন

কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ 'মেট্রো রাইড কলকাতা অ্যাপ' শীঘ্রই হিন্দি ও বাংলায় পাওয়া যাবে। সেন্টার ফর রেলওয়ে ইনফরমেশন সিস্টেম দ্বারা তৈরি এই অ্যাপটি ব্যবহারকারীদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এই অ্যাপের সাহায্যে, যাত্রীরা এখন তাদের স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করতে পারে বা কিউআর কোড ভিত্তিক টিকিট বুক করতে পারে তাদের বাড়ির আরাম থেকে। যাত্রীদের সুবিধার জন্য, 'মেট্রো রাইড কলকাতা' অ্যাপটি ০৫.০৩.২০২২ তারিখে চালু করা হয়েছিল। ব্যবহারকারীদের মধ্যে এর জনপ্রিয়তা দেখে মেট্রো কর্তৃপক্ষ এটিকে একটি ত্রিভাষিক অ্যাপ বানানোর পরিকল্পনা করেছে। সুতরাং, যে যাত্রীরা ইংরেজিতে তেমন দক্ষ নন তারা এর হিন্দি বা বাংলা সংস্করণ ব্যবহার করতে পারবেন। আশা করা হচ্ছে এই উদ্যোগ এই অ্যাপটিকে আরও ব্যবহারকারী বান্ধব ও জনপ্রিয় করে তুলবে। আজ অবধি অর্থাৎ ১৬.০২.২০২৩ পর্যন্ত, মোট ২,৪৮,৪৭০ জন যাত্রী Google Play Store থেকে ৪.৬ রেটিং সহ এই অ্যাপটি ডাউনলোড করেছেন। এই অ্যাপটি সম্পর্কে আরও যাত্রীদের সচেতন করার জন্য, কীভাবে এই অ্যাপটি ডাউনলোড এবং ব্যবহার করতে হয় সেই সম্পর্কে বিশেষ প্রচারমূলক চলচ্চিত্রগুলিও উত্তর-দক্ষিণ এবং পূর্ব-পশ্চিম মেট্রো স্টেশনগুলির প্ল্যাটফর্ম টেলিভিশনগুলিতে দেখানো হচ্ছে। এই অ্যাপটিকে জনপ্রিয় করতে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিও ব্যবহার করা হচ্ছে। মেট্রো কর্মীরা যাত্রীদের গুগল প্লে স্টোর থেকে এই অ্যাপটি ডাউনলোড করতে এবং বিভিন্ন স্টেশনে এটি ব্যবহার করার পদ্ধতি দেখাতে সহায়তা করছেন। এটি মেট্রো যাত্রীদের তাদের সময় বাঁচাতে সাহায্য করছে কারণ তাদের স্মার্ট কার্ড পুনরায় চার্জ করতে বা টোকেন কেনার জন্য বুকিং কাউন্টারের সামনে লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হবে না।

একটি অসমাপ্ত ভালোবাসার গল্প নিয়ে নাটক গান্ধর্ব

সম্প্রতি হাওড়া নাট্যজন তাদের নতুন প্রযোজনা শিবেন্দু গুহবিশ্বাসের গান্ধর্ব নাটকটি হাওড়া ভোলাগিরি কলা মন্দির প্রেক্ষাগৃহে মঞ্চস্থ করল উচ্চবিত্ত ঘরের মানসিকতায় আধুনিকতা বদলে যায় অতি আধুনিকতায় আর সেটা যখন উছৃঙ্খলতায় পরিণত হয় তখন জীবনটা পাটকাঠির মত মট মট করে ভাঙতে থাকে কোপ পরে সেই দুটি নরনারী ভালবাসার অথবা অ- ভালোবাসার ফসল আগামীর উপর নাটকের দু একজন শুধু চরিত্রের ভার ঠিক মতো বহন করতে পারেননি। বাদবাকি সকলেই চরিত্র হয়ে ওঠার জন্য একটা সৎ প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন যার ফলে কখনো মনে হয়নি যে কোন চরিত্রাভিনেতা অপর কোন অভিনেতাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। অল্প সময়ের জন্য মঞ্চে থেকেও কিভাবে অভিনেতার জাত চেনানো যায় সেটা দেখিয়ে দিলেন নির্দেশক অভিনেতা অজয় সাউ এবং ডক্তর বাসুদেব ভট্টাচার্য্য। যেহেতু এই নাটক হেনা আর বাদশা কে ঘিরে তাই অভিনেত্রী মৌসুমী সাউ এবং অতীশ ব্যক্তিগত অভিনয়ের দক্ষতা ও তার অন্তর্গত সমীকরণ নাট্য মুহূর্ত গুলোকে স্বচ্ছ ও রঙিন করে তুলেছে। আলোয় সুশান্ত বাগ এবং রূপসজ্জায় মোঃ সাবির । একটাই অনুযোগ মঞ্চটা আরেকটু বড় হলো না কেন আপাতভাবে গান্ধর্ব একটি মামুলি ড্রয়িং রুম ড্রামা বলে মনে হলেও অদ্ভুতভাবে মানসিক এবং আর্থিক টানাপোড়েনকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে তার সুরাহা খোঁজার দিকে দর্শককে ভাবতে বাধ্য করেছে। মঞ্চ আবহ এবং নির্দেশনায় অজয় সাউ। অসমাপ্ত ভালোবাসা নাকি অভিশপ্ত ভালোবাসা এই নাটকে এই বিতর্ক থেকেই যায়।

পর্দায় মমতার লড়াইয়ের গল্প, মুখ্যমন্ত্রীর চরিত্রে কণীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়

এবার পর্দায় মমতার লড়াইয়ের গল্প। পরনে সবুজ পাড় সাদা শাড়ি, সাদা ব্লাউজ, মুখে নিমিত্তমাত্র মেকআপ, আগামী ছবিতে রাজনৈতিক নেত্রীর চরিত্রে অভিনয় করছেন কণীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদলে তৈরি এই চরিত্রের নাম মায়া চট্টোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর চরিত্রে কণীনিকা। উজ্জ্বল মিত্রের পরিচালনায় পর্দায় উঠে আসবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনযুদ্ধের গল্প। সাংসদ যখন অভিনেতা- সিঙ্গুর আন্দোলন থেকে কন্যাশ্রী প্রকল্প, মমতার লড়াইকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে এই ছবির চিত্রনাট্য। রাজ্য সরকারের 'কন্যাশ্রী' প্রকল্পের উপর তৈরি এই ছবিতে পুলিশের ডিজি'র ভূমিকায় অভিনয় করছেন তৃণমূল সাংসদ শান্তনু সেন। সম্প্রতি এই ছবির শ্যুটিং চলছে। আর সেখানেই পুলিসের পোশাক পরে একেবারে পেশাদার অভিনেতার মতোই সংলাপ বলতে দেখা গেল সাংসদকে।

বাগদেহি ও বামরায় ৫ জোড়া ট্রেন থামবে

কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ জনসাধারণের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে নিম্নলিখিত তারিখ অনুসারে ছয় মাসের জন্য পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে বামরা এবং বাগদেহি স্টেশনে নিম্নলিখিত ট্রেনগুলির স্টপেজ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ঃ ১৩২৮৮ রাজেন্দ্রনগর-দুর্গ এক্সপ্রেস রাজেন্দ্রনগর থেকে ১৭.০২.২০২৩ তারিখে বামরা এবং বাগদেহিতে থামবে। বিপরীত দিকে, ১৮.০২.২০২৩ তারিখে দুর্গ থেকে ছেড়ে যাওয়া ১৩২৮৭ দুর্গ-রাজেন্দ্রনগর এক্সপ্রেস বাগদেহি এবং বামরা থামবে। ১৮৪৫১ হাতিয়া-পুরী এক্সপ্রেস ১৮.০২.২০২৩ তারিখে হাতিয়া ছেড়ে বাগদেহিতে থামবে। বিপরীত দিকে, ১৭.০২.২০২৩ তারিখে পুরী থেকে ছেড়ে যাওয়া ১৮৪৫২ পুরী-হাতিয়া এক্সপ্রেস বাগদেহিতে থামবে। ২২৮৩৯ রাউরকেলা - ভুবনেশ্বর এক্সপ্রেস ১৮.০২.২০২৩ তারিখে রাউরকেলা ছেড়ে বামরা এবং বাগদেহিতে থামবে। বিপরীত দিকে, ১৮.০২.২০২৩ তারিখে ভুবনেশ্বর থেকে ছেড়ে যাওয়া ২২৮৪০ ভুবনেশ্বর-রৌরকেলা এক্সপ্রেস বাগদেহি এবং বামরাতে থামবে। ১২৮৩৩ আহমেদাবাদ-হাওড়া এক্সপ্রেস যা আহমেদাবাদ ছেড়েছে ১৭.০২.২০২৩ তারিখে বামরাতে থামবে। বিপরীত দিকে, ১২৮৩৪ হাওড়া-আহমেদাবাদ এক্সপ্রেস ১৭.০২.২০২৩ তারিখে হাওড়া ছেড়ে বামরায় থামবে। ১৮৪৭৭ পুরী- যোগ নগরী ঋষিকেশ এক্সপ্রেস পুরী থেকে ১৭.০২.২০২৩ তারিখে বামরাতে থামবে। বিপরীত দিকে, ১৭.০২.২০২৩ তারিখে যোগ নগরী ঋষিকেশ থেকে ছেড়ে যাওয়া ১৮৪৭৮ যোগ নগরী ঋষিকেশ-পুরী এক্সপ্রেস বামরা থামবে।

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ১২টি চিতাবাঘ আনতে রওনা দিল 'গ্লোবমাস্টার'

নয়াদিল্লি, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ৭টি পুরুষ এবং ৫ টি মহিলা সহ ১২ টি চিতা ভারতে আনতে বৃহস্পতিবার সি-১৭ গ্লোবমাস্টার সকালে দক্ষিণ আফ্রিকার উদ্দেশ্যে হিন্ডন এয়ারবেস থেকে রওনা দিয়েছে। বিমানটি ১৭ ফেব্রুয়ারি রাত ৮ টায় দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে যাত্রা করবে এবং ১৮ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০ টায় গোয়ালিয়র বিমানবন্দরে অবতরণ করবে। ভেটেরিনারি ডাক্তার তথা চিতা বিশেষজ্ঞ ডাঃ লরেল একই বিশেষ বিমানে এই চিতাদের সাথে থাকবেন। ১৮ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব এবং মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান কুনো জাতীয় উদ্যানে চিতাগুলিকে ছেড়ে দেবেন। এই বিষয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারত একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। চুক্তি অনুসারে, ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ১২টি চিতার একটি প্রাথমিক ব্যাচ ভারতে আনা হবে। এই চিতাগুলি ২০২২ সালে নামিবিয়া থেকে ভারতে আনা আটটি চিতার সঙ্গে যোগ দেবে। প্রসঙ্গত, গত বছরের সেপ্টেম্বরে মধ্যপ্রদেশের কুনো জাতীয় উদ্যানের নামিবিয়া থেকে আটটি চিতা, তিনটি পুরুষ এবং পাঁচটি মহিলা ভারতে আনা হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর জন্মদিনে পার্কে তাদের ছেড়ে দেন।

অচেনা উপায়ে স্বাস্থ্য ও দেশের অন্যান্য সেক্টরে বিপ্লব ঘটাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ঃ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু

নয়াদিল্লি, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা একটি অচেনা উপায়ে স্বাস্থ্য এবং দেশের অন্যান্য সেক্টরে বিপ্লব ঘটাবে। এই মন্তব্য করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। তিনি যোগ করেছেন, শিল্প অটোমেশনও আগামী দিনে একটি অসাধারণ রূপান্তর দেখতে পাবে। বৃহস্পতিবার নতুন দিল্লিতে ২৫ তম আন্তর্জাতিক প্রকৌশল ও প্রযুক্তি মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে দেশের উৎপাদন সেক্টরের বৃদ্ধিতে নিজস্ব আনন্দ প্রকাশ করেন রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতি বলেন, সবুজ শক্তির প্রতি দেশের প্রতিশ্রুতি নিজস্ব সবুজ বৃদ্ধির দিকে চালিত হচ্ছে এবং এটি আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত হচ্ছে। রাষ্ট্রপতি মুর্মু আন্তর্জাতিক মডেলগুলিকে মানিয়ে নেওয়া এবং মানবতার সম্মিলিত কল্যাণের জন্য সহযোগিতা করার জন্য দেশের প্রচেষ্টারও প্রশংসা করেছেন। তিনি এই বিষয়ে জার্মানির জল প্রযুক্তি এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা মডেলেরও প্রশংসা করেন। তিনি সামাজিক পরিবর্তনের জন্য প্রযুক্তি ব্যবহারের উপরও জোর দেন।

আতঙ্ক কিয়েভের আকাশে! একসঙ্গে ৬টি রুশ বেলুন গুলি করে নামাল ইউক্রেন

কিয়েভ, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ আমেরিকার আকাশে চিনা বেলুন দেখা গিয়েছিল। তা নিয়ে বিশ্বজুড়ে বিতর্কের ঝড় উঠেছে। এহেন পরিস্থিতিতে ইউক্রেনের আকাশসীমায় দেখা গেল রুশ বেলুন। বুধবার একসঙ্গে ছ'টি বেলুন দেখা যায় ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভের আকাশে। সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে বেলুনগুলিকে নামানো হয়। প্রাথমিকভাবে অনুমান, ইউক্রেনের বিমান চলাচলে ব্যাঘাত ঘটাতেই এই বেলুন পাঠানো হয়েছিল। পরে অবশ্য ধ্বংসাবশেষ পরীক্ষা করে জানা গিয়েছে, নজরদারি ড্রোন রাখা ছিল এই বেলুনগুলিতে। তবে কিয়েভ লক্ষ্য করেই বেলুন পাঠানো হয়েছিল কিনা, তা জানা যায়নি। তবে ইউক্রেনীয় সেনা আধিকারিকদের অনুমান, সীমান্তবর্তী শহরগুলিতেই রাশিয়া বেলুন পাঠিয়েছিল, পরে হাওয়ার দাপটে সেগুলি কিয়েভের আকাশসীমায় ঢুকে পড়েছে। শহরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে এয়ার সাইরেন বেজে ওঠে গোটা কিয়েভে। বুধবার এই বেলুন দেখামাত্র গুলি করে নামানো হয়। একসঙ্গে ছ'টি বেলুনকেই ধ্বংস করা হয়েছে। ইউক্রেনের বায়ুসেনার অনুমান, আকাশপথে হামলার পরিকল্পনা করছে রাশিয়া। তাই ইউক্রেনের এয়ার ডিফেন্স খতিয়ে দেখতেই এই বেলুন পাঠিয়েছিল মস্কো। তবে ইতিমধ্যেই রাশিয়ার কাছে তথ্য পৌঁছে গিয়েছে কিনা, সেই বিষয়ে কিছু জানা যায়নি। প্রসঙ্গত, নতুন প্রযুক্তির বেলুন ব্যবহার করে আমেরিকার উপর নজরদারি চলাচ্ছে চিন, এমনই অভিযোগ উঠেছিল। এক সপ্তাহের মধ্যে চারবার এই ধরনের নজরদারি বেলুন গুলি করে নামানো হয় আমেরিকা ও কানাডায়। তদন্তের পর জানা যায়, ভারতে আন্দামানেও সম্ভবত বেলুন পাঠিয়েছিল চিন। একাধিক দেশে নজরদারি চালানোর পরিকল্পনা রয়েছে বেজিংয়ের, দাবি করেন মার্কিন গবেষকরা।

নিকেশ এক অনুপ্রবেশকারী

শ্রীনগর, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ অভিযানে মিলল সাফল্য। জম্মু ও কাশ্মীরের কুপওয়ারা জেলায় নিয়ন্ত্রণ রেখা (এলওসি)-র কাছে এক অনুপ্রবেশকারীকে নিকেশ করল সুরক্ষা বাহিনী। কাশ্মীর জোন পুলিশ জানিয়েছেন, বুধবার মধ্যরাতে বিশেষ সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে সৈয়দপোরা ফরওয়ার্ড এলাকায় অনুপ্রবেশকারীদের রুখে দেয় সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ দল। ওই অনুপ্রবেশকারীদের মধ্যে একজনকে নিকেশ করা হয়েছে। পরে ওই এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। বাকি অনুপ্রবেশকারীরা সম্ভবত পালিয়ে গিয়েছে। রাত থেকেই ওই এলাকায় চিরুনি তল্লাশি চালাচ্ছে সুরক্ষা বাহিনী। কুপওয়ারার এসএসপি যুগল মানহাস জানিয়েছেন, বুধবার রাতে সৈয়দপোরা ফরওয়ার্ড এলাকায় অনুপ্রবেশকারীদের রুখে দেয় সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ দল। ওই অনুপ্রবেশকারীদের মধ্যে একজনকে নিকেশ করা হয়েছে।

চিন আক্রমণ করবে নাকি ভারত, সীমান্তে হঠাৎ হাজার হাজার জওয়ান মোতায়েন কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রতিরক্ষা নিয়ে আবার নড়েচড়ে বসল ভারত। চিন সীমান্ত নিয়ে তার টেনশন বহুদিনরই। অরুণাচল প্রদেশ এবং লাদাখের বড় একটা অংশে রয়েছে চিন সীমান্ত। সেখানে নিরাপত্তা আরও বাড়াতে চায় ভারত সরকার। সেজন্য প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর আরও বেশি সংখ্যক নিরাপত্তাবাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নিল নরেন্দ্র মোদীর মন্ত্রিসভা। বুধবারই এই সেনা মোতায়েনের ব্যাপারে সবুজ সঙ্কেত দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। জানা গিয়েছে, ভারত-চিন সীমান্তের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর ৯ হাজার ইন্দো- টিবেটান বর্ডার পুলিস (আইটিবিপি) মোতায়েন করা হবে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে বলা হয়েছে-- এই প্রস্তাব অনেক পুরনো। ২০১৩-১৪ সাল থেকেই অতিরিক্ত সেনা মোতায়েনের প্রস্তাব ছিলই। অর্থাৎ, সেটাই কার্যকর হতে চলেছে। কেন হঠাৎ এই সেনা মোতায়েনের ভাবনা? কোনও আসন্ন বিপদের গোপন সংকেত কি মিলেছে? না, ব্যাপারটা তেমন নয়। কোনও আসন্ন বিপদের গোপন সংকেতের ব্যাপার নয়, বলতে গেলে বিপদ এখানে সব সময় ওত পেতেই থাকে। সংশ্লিষ্ট মহল জানে-- ডোকালাম, পূর্ব লাদাখ, তাওয়াং ইত্যাদি এলাকায় গত কয়েক বছর ধরেই চিনা সেনার সঙ্গে মুখোমুখি হতে হয়েছে ভারতীয় সেনাকে। ভারত-চিন সীমান্তে প্রবল উত্তেজনার আবহ তৈরি হয়েছে। প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর গত কয়েক বছরে সেনা মোতায়েন অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছে চিনও। উপগ্রহচিত্রে চিনাসেনাদের ছাউনি ও অস্ত্র মোতায়েনের ছবি দেখা গিয়েছে। সেটা ভারতের পক্ষে সুখবর নয়। ফলে, ভারতকেও তৈরি থাকতে হবে। আর সেই তৈরি থাকারই একটা পূর্ব-প্রস্তুতি এটা। ভারত চিন সীমান্তে প্রথম সারিতে থাকেন আইটিবিপি জওয়ানরাই। গত কয়েক বছরে পূর্ব লাদাখ, অরুণাচল প্রদেশের সীমান্তে বেশ কয়েকবার হাতাহাতিতে জড়িয়েছে চিনা ও ভারতীয় সেনা। তা ছাড়া, শীতে বরফ পড়ার সুযোগে লাদাখের বেশ কিছু এলাকা, যেখানে ভারতীয় সেনা টহল দিত, কিন্তু ঠান্ডার কারণে সরে আসতে হয়েছে সেই সব এলাকায় ঢুকে বসে থাকে চিনা সেনা, যার অন্যথা এবছরও সম্ভবত হয়নি। তাই কৌশলে চিন চোরাগোপ্তা হামলা চালাতেই পারে। সেই হামলার মোকাবিলা করতেই আরও বেশি জওয়ানকে চিন সীমান্তে পাঠানো হচ্ছে।

জম্মু-শ্রীনগরে যান চলাচল স্বাভাবিক

জম্মু, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কের উভয়দিক থেকে স্বাভাবিকভাবে যানবাহন চলাচল অব্যাহত রয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে মহাসড়কের দুই পাশ থেকে ছোট যান চলাচলের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আর ভারী যানবাহনগুলোকে পতাকা লাগিয়ে হালকা যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হবে। এরপর নিরাপত্তা বাহিনীর গাড়িগুলো যেতে দেওয়া হবে। রামবন এলাকার মেহর-ক্যাফেটেরিয়ায় ক্রমাগত পাথর পড়ার কারণে বুধবার উভয় দিক থেকে যানবাহন চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। বুধবার রাতে মহাসড়কের পাথরেরস্তূপ পরিষ্কারের পর আবারও যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। বৃহস্পতিবার, জম্মু -শ্রীনগর জাতীয় মহাসড়কে হালকা যাত্রী ও ব্যক্তিগত যানবাহন পাড়ি দেওয়ার পরে কর্তৃপক্ষ জখাইনি উধমপুর থেকে শ্রীনগরের দিকে ভারী যানবাহন পাঠায়। অন্যদিকে, শ্রীনগর- সোনমার্গ-গুমরি মহাসড়কে পিচ্ছিল রাস্তার কারণে উভয় দিক থেকে যানবাহন চলাচল বন্ধ রয়েছে। এদিকে, তুষারপাতের কারণে রাজৌরি এবং পুঞ্চ জেলাকে দক্ষিণ কাশ্মীরের শোপিয়ানের সাথে সংযোগকারী মুঘল সড়ক এখনও বন্ধ রয়েছে।

বৈষ্ণোদেবী পৌঁছতে শুরু হবে রোপওয়ে পরিষেবা, অবশেষে শুরু হতে চলেছে কাজ

জম্মু, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ দুর্গম পথে ৫ থেকে ৬ ঘণ্টার ট্রেক করে গন্তব্যে পৌঁছাতে হত। এবার সেখানে লাগবে মাত্র ৬ মিনিট! জম্মু ও কাশ্মীরের বৈষ্ণোদেবী মন্দিরে যাওয়ার জন্য এবার তৈরি হবে রোপওয়ে। দীর্ঘদিন আলোচনা চলছিল। অবশেষে শুরু হতে চলেছে এই প্রকল্পের কাজ। যা সম্পূর্ণ হলেই তীর্থযাত্রীদের জন্য বয়ে আনবে বিরাট সুখবর। প্রতি বছরই বিপুল সংখ্যক তীর্থযাত্রী আসেন এখানে। ২০২২ সালেই এসেছিলেন ৯১ লক্ষ। তাঁদের অধিকাংশকেই ১২ কিমি দীর্ঘ পথ ট্রেক করে ভূপৃষ্ঠ থেকে ৫ হাজার ২০০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত ত্রিকূট পর্বতে অবস্থিত এই মন্দিরে পৌঁছাতে হত। এবার সেই পথই হবে সুগম। সৌজন্যে রোপওয়ে। 'রেল ইন্ডিয়া টেকনিক্যাল অ্যান্ড ইকনোমিক সার্ভিস লিমিটেড' তথা RITES বুধবারই এই ২.৪ কিমি দীর্ঘ রোপওয়ে নির্মাণের জন্য নিলাম ডেকেছে। জানা যাচ্ছে, আগামী ৩ বছরের মধ্যেই এই রোপওয়ে তৈরি হয়ে যাবে। খরচ পড়বে ২৫০ কোটি টাকা। কাটরা বেস ক্যাম্পের তারাকোট থেকে এটি শুরু হবে। গন্ডোলা কেবল কার সিস্টেম ব্যবহৃত হবে এই রোপওয়েতে। উল্লেখ্য, বছর দুয়েক আগে আরও একটি রোপওয়ে পরিষেবা শুরু হয়েছে। সেটি ত্রিকূট পর্বতে বৈষ্ণোদেবী মন্দির থেকে ভৈরো মন্দির পর্যন্ত দীর্ঘ। এখনও পর্যন্ত বৈষ্ণোদেবী মন্দিরে পৌঁছানোর দু'টি পথ রয়েছে। একটি চপারে করে। অন্যটি ১২ কিমি পথ ট্রেক করে। প্রথমটি ব্যয়বহুল। দ্বিতীয় শ্রমসাধ্য। কিন্তু রোপওয়ে চালু হলে খরচ ও সময় দুইয়ের ক্ষেত্রেই সাশ্রয় হবে বলে মনে করা হচ্ছে। ফলে সব মিলিয়ে এই নয়া প্রকল্প তীর্থযাত্রীদের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলবে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

সুলতানপুরে দু'টি মালগাড়ির সংঘর্ষ, বিঘ্নিত ট্রেন পরিষেবা

উত্তর প্রদেশ, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তরপ্রদেশের সুলতানপুরে মুখোমুখি সংঘর্ষ হল দু'টি মালগাড়ির মধ্যে। বৃহস্পতিবার সকালের এই দুর্ঘটনায় আটটি বগি লাইনচ্যুত হয়ে আপ ও ডাউন রেললাইনে ছড়িয়ে পড়ে। এতে লখনউ ও বারাণসী শাখায় রেল পরিষেবা বিঘ্নিত হয়। প্রভাবিত হয়েছে বহু ট্রেন। দুর্ঘটনায় চারজন লোকো পাইলট আহত হয়েছেন। একজনের মাথায় পাঁচটি সেলাই পড়েছে। সকলকে জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়, যেখান থেকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর দু'জনকে ছেড়ে দেওয়া হয়। স্টেশন মাস্টার এস এস মীনা জানিয়েছেন, বারাণসী থেকে আসা মালগাড়ির লোকো পাইলটের গাফিলতির কারণে প্রাথমিকভাবে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। সিগন্যালে থামতে বলা হয়েছিল। আপাতত তদন্তের পরই দুর্ঘটনার কারণ স্পষ্ট হবে। বৃহস্পতিবার সকালে লোকো পাইলট অনিল কুমার সুলতানপুর থেকে একটি মালগাড়ি নিয়ে মুঘলসরাইয়ের দিকে যাচ্ছিলেন, সেই সময় বারাণসী থেকে লোকো পাইলট আর কে গুপ্তা মুঘলসরাই থেকে একটি মালগাড়ি নিয়ে আসছিলেন। সুলতানপুর রেল স্টেশন থেকে কিছুটা দূরে গাবদিয়া ওভার ব্রিজের নিচে উভয় পণ্যবাহী ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনা এতটাই মারাত্মক ছিল যে মালগাড়ির আটটি বগি লাইনচ্যুত হয়ে আপ ও ডাউন ট্র্যাকে ছড়িয়ে পড়ে।

Name Change

I, JOSEBA BIBI is wrongly recorded in my Husband Passport No- J8202854. W/o- ABDUL WAHAB. Residing at Vill - Daulatpur, Post- Nalagola, Ps- Bamangola, Dist- Malda, Pin- 733124, West Bengal. Shall henceforth be known as JASHEBA BIBI. That my name JASHEBA BIBI and JOSEBA BIBI is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, D BASU (Old Name) C/o LT GOUR BASU residing at C 52/3, Sonali Park, Kolkata-700070, WEST BENGAL, INDIA I have changed my name (Shall henceforth be known as) DEBASISH BASU (New Name), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 16/02/2023. D BASU and DEBASISH BASU both are same and one identical person.

Name Change

I, Arobindo Ghosh instead of Arabinda Ghosh (Old Name) S/o Kalipada Ghosh residing At 37,New Parnasree Behala,Ps- Parnasree, Kolkata-700060, WEST BENGAL, INDIA I have changed my name(Shall henceforth be known as) Arobinda Ghosh(New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 16/02/2023.Arobindo Ghosh instead of Arabinda Ghosh and Arobinda Ghosh both are same and one identical person.

Name Change

I, RASEL AHAMMAD SEKH is wrongly recorded in my Passport No- V2532075. S/o- EAR AHAMMAD SK. Residing at Vill - Barafkhana, Post- Roshanbagh, Ps- Murshidabad, Dist- Murshidabad, Pin- 742164, Bengal. Shall heWestnceforth be known as RASEL AHAMMAD SK. That my name RASEL AHAMMAD SK and RASEL AHAMMAD SEKH is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, ABDUL AHAB is wrongly recorded in my Passport No- J8202854. S/o- ABDUL SALAM. Residing at Vill - Daulatpur, Post- Nalagola, Ps- Bamangola, Dist- Malda, Pin- 733124, West Bengal. Shall henceforth be known as ABDUL WAHAB. That my name ABDUL WAHAB and ABDUL AHAB is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, Sudarsan Rout (Old Name) S/o Bijan Bihari Rout residing At Gathra Ponan,Ps-Tamluk, East Medinipur-721134, WEST BENGAL, INDIA I have changed my name (Shall henceforth be known as) Sudarsan Raut (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 16/02/2023. Sudarsan Rout and Sudarsan Raut both are same and one identical person.

Name Change

I, EAR AHAMMAD SEKH is wrongly recorded in my Son's Passport No- V2532075. S/o- MAIJUDDIN SK. Residing at Vill - Barafkhana, Post- Roshanbagh, Ps- Murshidabad, Dist- Murshidabad, Pin- 742164, Bengal. Shall he Westnceforth be known as EAR AHAMMAD SK. That my name EAR AHAMMAD SK and EAR AHAMMAD SEKH is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, Sunil Chandra Biswas (old name) W/o Ajoy Bhatta residing at Vill- Satnandapur, Belkash, Purba Bardhaman-713102 WEST BENGAL, INDIA.I have Changed my name (Shall Hence forth be known as) Sunil Biswas (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata On 15/02/2023. Sunil Chandra Biswas and Sunil Biswas both are same and one identical person.

Name Change

I, MOUMITA DAS is wrongly recorded in my Daughter and Son's Birth Certificate. W/o- TAPAS DAS. Residing at Vill - Madhabnagar, Post- Mokdumpur, Ps- Englishbazar, Dist- Malda, Pin- 732103, West Bengal. Shall henceforth be known as MOUMITA BISWAS DAS. That my name MOUMITA BISWAS DAS and MOUMITA DAS is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, IEARUL MOLLAH is wrongly recorded in my Son's School Certificate . S/o- MUCHHARUDDIN MOLLAH. Residing at Vill - Khairamari, Post- Khairamari, Ps- Jalangi, Dist- Murshidabad, Pin- 742303, Bengal. Shall heWestnceforth be known as MD YEARUL MOLLAH. That my name MD YEARUL MOLLAH and IEARUL MOLLAH is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, Toni Das (old name) W/o Ajoy Bhatta residing at Das Para, Po Batanagar,Ps-Maheshtala, Dist- 24Pgs(S)Pin-700140, WEST BENGAL, INDIA. I have Changed my name (Shall Hence forth be known as) Tani Bhatta (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata On 15/02/2023. Toni Das and Tani Bhatta both are same and one identical person.

Name Change

I, Majid Joaddar (old name) S/o Abdul Joatdar residing at 4, Bidhan nagar Road, Ultadanga Main Road, Basanti Colony, Ps- Ultadanga Pin-700067 WEST BENGAL, INDIA. I have Changed my name (Shall Hence forth be known as) Mojid Joatdar (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata On 15/02/2023. Majid Joaddar and Mojid Joatdar both are same and one identical person.

Name Change

I, ANISUL MONDAL is wrongly recorded in my Son's School Certificate . S/o- SABU MONDAL. Residing at Vill - Brittihuda, Post- Talukhuda, Ps- Chapar, Dist- Nadia, Pin- 741123, Bengal. Shall he Westnceforth be known as ANICHHUL MONDAL. That my name ANICHHUL MONDAL and ANISUL MONDAL is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

আয়ারল্যান্ড ফিল্ম ফেসটিভ্যালে বীরভূমের ছেলের নির্দেশিত ছবি

দেবশ্রী মজুমদার, রামপুরহাট, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ একি কম গর্বের কথা! রামপুরহাটের ছেলে জুনায়েদ আলাভী ওরফে ঋষির নির্দেশিত স্বল্প দৈর্ঘ্যের হরোর ফিকশন ছবি হাঙ্গার হাটের ছেলের নির্দেশিত ছবি আয়ারল্যান্ড যুবা ফিল্ম ফেসটিভ্যালে মনোনীত। শুধু তাই নয়, এই ছবির এক্সিকিউটিভ প্রডিউসার হলিউডের প্রখ্যাত ফিল্ম প্রডিউসার পিটার ক্যামেরন। হলিউডের মার্ভেল স্টুডিওর পিটার ক্যামেরনের মুন নাইট, ওয়াণ্ডা ভিশন এর কথা সিনেমা প্রেমীদের অনেকেরই জানা। রামপুরহাট পুরসভার দশ নম্বর ওয়ার্ডের অর্থাৎ বাজার পাড়ার বাসিন্দা জুনায়েদ আলাভী ওরফে ঋষি। পঞ্চম শেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত রামপুরহাট উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে জুনায়েদ। ২০১৬ সালে উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা তার। তার পর এই আমি রেণু বাংলা চলচ্চিত্রে সহকারী নির্দেশক হিসেবে কাজ করার সুযোগ পান তিনি। ওই সিনেমায় সোহম, সোহিনী সরকারেরা মতো অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা কাজ করছিলেন।

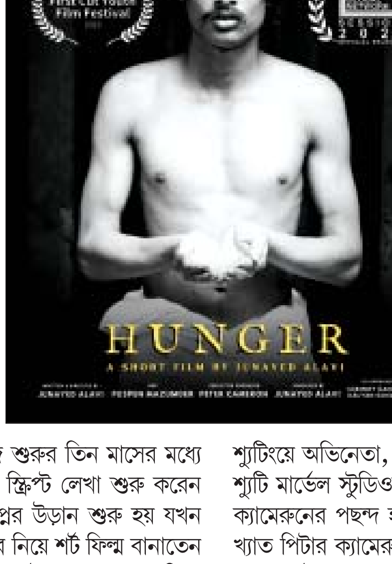

কিন্তু কোভিড ও লকডাউন শুরু হয়ে যাওয়ায় কাজ শুরুর তিন মাসের মধ্যে তা বন্ধ হয়ে যায়। ঘরে ফিরেই আরও নতুন নতুন স্ক্রিপ্ট লেখা শুরু করেন জুনায়েদ। আজকের চব্বিশ বছরের জুনায়েদের স্বপ্নের উড়ান শুরু হয় যখন তার বয়স মাত্র তেরো বছর! স্কুল, কলেজের বন্ধুদের নিয়ে শর্ট ফিল্ম বানাতেন তিনি। জুনায়েদ মফস্বল শহরের ছেলে হলেও, তার এই সফরে মনের খিদে ছিল অসম্ভব। জানা গেছে, সিনেমার বিষয় ছিয়াত্তরের মন্বন্তর এবং বর্তমান সময়কে উপজীব্য করে 'হরর ফিকশন' বানানো হয়েছে। হররের মাঝে হাঙ্গারের সোশ্যাল ইস্যুকে তুলে ধরা হয়েছে। বাবা সেখ সাদেকুল হক পোশাকের ব্যবসায়ী। মা রেখা মল্লিক গৃহবধূ। দাদা অনুভব আলাভী সেরিব্রাল প্যালসিতে আক্রান্ত। সব সময় শুয়ে থাকেন। জুনায়েদের গর্বে গর্বিত রামপুরহাট উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল আলম থেকে রামপুরহাটবাসী পার্থপ্রতিম গুহ। আব্দুল আলম বলেন, জুনায়েদ আলাভী আমাদের স্কুলের ছাত্র ভেবে আমাদের বুক গর্বে ভরে যাচ্ছে। তার আরও খ্যাতি বৃদ্ধি পাক, এই প্রার্থনা করি। জুনায়েদের এই যাত্রা খুব সহজে হয় নি। কভার ফ্লাই নামে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছে বিভিন্ন দেশের স্ক্রিপ্ট রাইটাররা তাদের লেখা জমা দিতেন। প্রায় বছর দেড়েক দেশ-বিদেশের সেই লেখকদের লেখা পড়ে ডিসনি থেকে বিভিন্ন প্রখ্যাত স্টুডিওতে তার কভারেজ রিপোর্ট জমা দিতেন এবং পাশাপাশি তাদের স্ক্রিপ্ট ফরোওয়ার্ড করতেন জুনায়েদ। স্টুডিওর পছন্দ হলে তারাই স্ক্রিপ্ট রাইটারের সঙ্গে যোগাযোগ করে নিত। এখান থেকেই বিভিন্ন বিখ্যাত স্টুডিওর এক্সিকিউটিভদের সাথে জুনায়েদের যোগাযোগ গড়ে ওঠে। এরপর বাড়ি থেকেই একটি লাইভ শো করেন জুনায়েদ। জুনায়েদ বলেন, সেই লাইভ শো'তে হলিউডের ডাইরেক্টর, প্রডিউসার, এক্টর, রাইটারদের শোতে ডেকে তাঁদের ফিল্ম জার্নি সম্পর্কে জানতাম। তারপর একটা দিনের শুটিংয়ে স্বল্প দৈর্ঘ্যের হাঙ্গার শ্যুট করি। গোটা শ্যুটিং পর্ব সম্পন্ন হয় রামপুরহাটের কাছে মাগুরিয়া ও দশ নম্বর ওয়ার্ডের একটি পুরাতন বাড়ি। সিনেমাটির শ্যুটিংয়ে অভিনেতা, কলাকুশলী, ক্যামেরাম্যান সবাই রামপুরহাটের। এই ছবির শ্যুটি মার্ভেল স্টুডিওতে পাঠায়। এই স্টুডিওর এক্সিকিউটিভ প্রডিউসার পিটার ক্যামেরুনের পছন্দ হয়ে যায়। ওয়াণ্ডা ভিশন , মুন নাইট এবং ওয়্যার উলফ খ্যাত পিটার ক্যামেরুন এই ফিল্ম এক্সিকিউটিভ প্রডিউস করতে চাইছেন। এটা শুনে খুবই আনন্দ পাই। মার্ভেল স্টুডিও জগৎ বিখ্যাত। স্পাইডার ম্যান এবং এভেঞ্জার এই স্টুডিও থেকে বের হয়েছে। তখন থেকে জার্নি শুরু। ফিল্মকে ফেস্টিভ্যালে পাঠাই। ছবিটি মনোনীত হয়ে যায়। আঠারো মার্চ আয়ারল্যান্ডে ফেস্টিভ্যালে প্রিমিয়ার শো হবে। ফিল্মটাকে বাইরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় আছি। বিদেশের অন্যান্য জায়গাতে প্রমোশনের চেষ্টা চলছে। জানা গেছে, এই হাঙ্গার সিনেমায় নয় জনের টিমে চরিত্র সংখ্যা ছয়। প্রত্যেকে ব্যাঙ্ক সহ বিভিন্ন পেশায় যুক্ত মানুষ। ২০২০ সাল থেকে এই মানুষগুলো বিভিন্ন শর্ট ফিল্মে কাজ করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন।

জেলে এসে অনুব্রতকে জেরা সিবিআইয়ের

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম বর্ধমান, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ অনুব্রত মণ্ডলকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে আসানসোল বিশেষ সংশোধনাগারে এলেন সিবিআই তদন্তকারী। বৃহস্পতিবার সকালে আসানসোল সংশোধনাগারে পৌঁছান সিবিআইয়ের এক আধিকারিক। ঘন্টা খানেক অনুব্রতকে জেরা করার পর বেরিয়ে যান ওই আধিকারিক। প্রায় ২৯ দিন আগে উদ্ধার হওয়া ১১৫টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে অনুব্রত মণ্ডলের কী যোগ রয়েছে? পাশাপাশি ব্যাঙ্কের সঙ্গে তাঁর সরাসরি যে যোগাযোগ আছে সেই তথ্য সম্পর্কে জানতে চান সিবিআইয়ের আধিকারিক। এছাড়া আরও নতুন তথ্যের সন্ধানে আসানসোল সংশোধনাগারে সিবিআই অনুব্রতকে জেরা করা হয় বলে জানা গিয়েছে। প্রথমে ১৭৭ ও পরে ৫৪ টি অ্যাকাউন্টের পর ৩ ফেব্রুয়ারি নতুন ১১৫ টি অ্যাকাউন্টের নথি জমা করেছিল সিবিআই। এই অ্যাকাউন্টগুলি বাফার অ্যাকাউন্ট হিসেবে ব্যবহার করার হদিস পেয়েছে সিবিআই। তার বিস্তারিত তথ্য আদালতের কাছে তুলে ধরা হয়েছে। সিবিআইয়ের দাবি, এখনও পর্যন্ত ১৬ জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। তাদের প্রত্যেকেরই অবশ্য দাবি, অ্যাকাউন্ট গুলি তাঁদের খোলা নয় এবং টাকাও তাঁদের নয়। ৩ ফেব্রুয়ারি অনুব্রত মণ্ডলকে আসানসোল সিবিআই আদালতে তোলা হয়েছিল। তার ১৪ দিন জেল হেফাজত হয়। ১৭ তারিখ অর্থাৎ শুক্রবার তাঁকে আবার আসানসোলে বিশেষ সিবিআই আদালতে তোলা হবে। তার আগে তাঁকে সিবিআইয়ের এই জিজ্ঞাসাবাদ তদন্তে নতুন মোড় আনবে কি না তা সময় বলবে।

অভিভাবক বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, চোপড়া, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ায় ছাত্রদের আটকে শিক্ষকদের কর্মবিরতির প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখাল অভিভাবকরা। বৃহস্পতিবার অভিভাবকদের একাংশ সোনাপুরহাট মহাত্মা গান্ধী হাইস্কুলের গেটের সামনে শিক্ষকদের আটকে বিক্ষোভ দেখান। অভিভাবকদের অভিযোগ, শিক্ষকদের একাংশ সময়মতো স্কুলে আসছেন না। পাশাপাশি সম্প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলে আটকে শিক্ষকরা একদিন কর্মবিরতি পালন করেন যেটা বাঞ্ছনীয় নয়। এদিকে স্কুলের পঠনপাঠন ও পরিকাঠামো ফেরাতে এদিন অভিভাবকদের একাংশ বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশ নেন বলে অভিভাবকদের বক্তব্য। প্রধান শিক্ষক ধ্রুব তেওয়ারি বলেন, বিশেষ করে গত ১৩ ফেব্রুয়ারি টিফিন পিরিয়ডের পর শিক্ষকরা ডিএ সংক্রান্ত ইস্যুতে কর্মবিরতি পালন করেন। এতে অভিভাবকদের একাংশ অসন্তুষ্ট প্রকাশ করে এদিন প্রতিবাদ জানানোর পাশাপাশি একাধিক প্রসঙ্গে কথা বলেছেন। সেদিন আচমকা ওইভাবে কর্মবিরতি পালন করা ঠিক হয়নি বলে অভিভাবকদের সামনে ভুল স্বীকার করেন প্রধান শিক্ষক।

শিশু মৃত্যুকে কেন্দ্র করে হাসপাতালের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ পরিবারের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ চিকিৎসার অভাবে আড়াই বছরের শিশুর মৃত্যু। হাসপাতালের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ। চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে গেলেও ভর্তি নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হলে ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে আড়াই বছরের শিশু। পরবর্তীতে পুনরায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। হাসপাতালের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুঁসছে পরিবারের লোকেরা। একজন জনপ্রতিনিধির ছেলে সঠিক ভাবে চিকিৎসা পাচ্ছে না, তাহলে সাধারণ মানুষের কি হবে প্রশ্ন এলাকাবাসীর? মালদা জেলার হরিশচন্দ্রপুর থানা এলাকার হরিশচন্দ্রপুর সদর এলাকার রামরায় গ্রামের ঘটনা। স্থানীয় বাসিন্দা মালা দাস এবং সুজন দাসের আড়াই বছরের ছেলে বিষ্ণু দাস। মালা দাস আবার হরিশচন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যা। বিষ্ণু বেশ কিছু দিন ধরে শারীরিক সমস্যায় ভুগছিল। পেট ফুলে যাচ্ছিল তার। গতকাল বুধবার রাতে সমস্যা বেশি হওয়ায় পরিবারের লোক ছেলেকে নিয়ে হাসপাতালে যায়। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে দেখে ওষুধ এবং ইনজেকশন দিয়ে ছেড়ে দেন। পরিবারের লোকেরা হাসপাতালে ভর্তির কথা বললেও ভর্তি নেওয়া হয়নি। বিষ্ণুকে বাড়ি নিয়ে যেতেই তার শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হতে থাকে। ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে সে। পুনরায় পরিবারের লোকেরা হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ছোট্ট ছেলের মৃত্যুতে কান্নায় ভেঙে পড়েছে পরিবারের লোকেরা। ক্ষোভ উগরে দিয়েছে হাসপাতালের বিরুদ্ধে। এলাকার মানুষেরাও ক্ষুব্ধ। তারা বলছেন একজন পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধির ছেলে সঠিক চিকিৎসা পাচ্ছে না। তাহলে সাধারণ মানুষ হলে কি হবে। বিষ্ণু দাসের কাকিমা কুন্তি দাস বলেন, বাচ্চাটাকে আমরা যখন হাসপাতালে নিয়ে এসেছিলাম তখন ভর্তি নিলে এরকম হত না। সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা পেল না। আমাদের বাচ্চাটা চলে গেল। হাসপাতালের গাফিলতি। বিষ্ণু দাসের বাবা সুজন দাস বলেন, ছেলের পেট ফুলে যাচ্ছিল। সন্ধ্যেবেলা আমরা হাসপাতলে নিয়ে আসি। তখন ওকে একটা ইনজেকশন দেয়। কিন্তু ভর্তি নেয়নি। বাড়ি নিয়ে যাওয়ার পরেই ছেলে আরও ছটফট করতে থাকে। তারপর এরকম ঘটে গেল। হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালের চিকিৎসক সুব্রত চৌধুরী বলেন, বাচ্চাটিকে যখন নিয়ে এলো আমি মৃত অবস্থাতেই হাতে পেয়েছি। আমার আর কিছু করার ছিল না সেখানে। আর তার আগে সন্ধ্যায় যখন নিয়ে আসে তখন আমি ডিউটিতে ছিলাম না, তাই সেটা বলতে পারবো না। এলাকাবাসীর দাবি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই চিকিৎসায় গাফিলতি থেকে যাচ্ছে। হয়রান হতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। এই ভাবে একটা আড়াই বছরের ছোট শিশুর প্রাণ চলে গেল। যারা সন্তানহারা হলে তারা তো আর সন্তান ফিরে পাবে না।

ছাত্রকে মারধর

দুরন্ত বার্তা, রতুয়া, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ মহারাজনগর হাই মাদ্রাসা বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রকে মারধরের ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ছাগল তাড়ানোতে দেরি হওয়ায় ওই ছাত্রকে মারধর করেন বলে অভিযোগ। ষষ্ঠ শ্রেণীর নাবালক ছাত্রের কানে গুরুতর আঘাত লাগে, এমনটাই অভিযোগ। বিদ্যালয়ের অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীরা বিক্ষোভে শামিল হলে প্রশাসন তৎপরতার সাথে বিদ্যালয়ে পৌঁছায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার দুপুরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে মালদার রতুয়া ২ ব্লকের অন্তর্গত মহারাজনগর হাই মাদ্রাসা বিদ্যালয়ে। আক্রান্ত ঐ ছাত্রর নাম আশরাফুল হক। বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণীর পড়ুয়া। বৃহস্পতিবার নিরাপত্তা রক্ষীর দৃষ্টি এড়িয়ে বিদ্যালয় চত্বরে একটি ছাগল ঢুকে পড়ে। ওই ছাগল তাড়ানোর জন্য বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আতাউর রহমান ওই ছাত্রকে নির্দেশ দেন। কিন্তু সেই ছাগল তাড়াতে ওই ছাত্রের খানিকটা দেরি হতে প্রধান শিক্ষক ছাত্রকে মারধর করেন। প্রধান শিক্ষকের মারে ছাত্রর কানে গুরুতর আঘাত লাগে। এরপরই বিদ্যালয়ের অন্যান্য ছাত্ররা ক্ষোভে ফেটে পড়ে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে। বিদ্যালয় চত্বরে চালাতে থাকে বিক্ষোভ। প্রধান শিক্ষককে ক্ষমা চাইতে হবে দাবী তোলে বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা। পরিস্থিতি বেসামাল হতেই তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুখুরিয়া থানার পুলিশ ও ব্লকের যুগ্ম বিডিও কল্যাণ আশিস দাস।

দ্বিতীয়বার বিয়ে

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রথম পক্ষের স্ত্রীকে ঠকিয়ে দ্বিতীয় বার বিয়ে করার অভিযোগ তুলে, কালনা ২ ব্লকের বৈদ্যপুর পঞ্চায়েতের পাতিলপাড়া গ্রামে শ্বশুরবাড়িতে ধর্না, তারপর কালনা থানার দ্বারস্থ হল বৈদ্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের প্রধান মিজানুর রহমানের প্রথম পক্ষের স্ত্রী আলোমতি খাতুন। তার অভিযোগ একাধিক মহিলার সাথে তার স্বামীর সম্পর্ক ছিল। তার স্বামী মিজানুর রহমান বছর খানেক আগে মারধোর করে তার নাবালক ছেলেকে এবং স্ত্রী আলোমতি খাতুনকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। পরবর্তী সময় বহুবার তিনি স্বামীর সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেও তাকে গ্রহণ করেনি মিজানুর বাবু। অপরদিকে গত দুই দিন আগে তিনি একটি অন্য বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এরপরই আলোমতি খাতুন বুধবার স্বামীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জানিয়ে কালনা থানার দ্বারস্থ, ঘটনার বিষয়ে মিজানুর বাবুর কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি কিছুই বলতে রাজি হননি। এই ঘটনার ব্যাপারে কালনা ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি প্রণব রায় তিনি, বলেন মুসলিম ল' অনুযায়ী কোন স্ত্রীকে বঞ্চনা না করে তাদের ধর্মে একাধিক বিয়ের রীতি রয়েছে। এ বিষয়ে প্রণব রায় ব্যক্তিগত কিছু বলার অধিকার নেই বলেন। তবে তার স্ত্রী পুত্র যাতে কোনোভাবে বঞ্চিত না হয় সে বিষয়টি নিশ্চয়ই তাদের নজরে থাকবে।

ভস্মীভূত কারখানা

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৬ ফেব্রুয়ারিঃ ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে পুড়ে ছাই হলো লক্ষাধিক টাকার পুরাতন বস্তা। এই ঘটনায় কারখানার কর্মচারীর ওপর দোষ চাপিয়েছেন বস্তা কারখানার মালিক। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার বিকেলে চারটে নাগাদ বর্ধমান শহরের তেজগঞ্জ জাতীয় সড়কের পাশে। দমকলের একটি ইঞ্জিনের দীর্ঘ প্রচেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন বর্ধমান থানার আইসি সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে বন্ধ রাখাহয় একদিকের যান চলাচল।এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় গোটা এলাকাজুড়ে।

গোষ্ঠিদ্বন্দ্বে গুলিবিদ্ধ দুই তৃণমূল কর্মী

সুজিত দত্ত, পূর্ব বর্ধমান, ১৬ ফেব্রুয়রিঃ পূর্ব বর্ধমানের রায়না এলাকার শুকুর গ্রামের বাজারে গতকাল গভীর রাতে গুলিবিদ্ধ দুই তৃণমূল কর্মী। তাদের বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। রায়নার ব্লক সভাপতি বামদেব মন্ডলের ইঙ্গিত আক্রমণকারীরা সকলেই প্রাক্তন বিজেপি কর্মী। বর্তমানে তারা সকলেই অন্য গোষ্ঠীর মদতপুষ্ট। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রায়নার নতুন গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন শুকুর গ্রামের বুধবার গভীর রাতে গুলিবিদ্ধ হন তৃণমূল কর্মী বাবা ও ছেলে। ছেলের নাম মৃগাঙ্ক সিং ওরফে লালন এবং তার বাবার নাম বাদল সিং। দু'জনকেই উদ্ধার করে রায়না থানার পুলিশ বর্ধমান মেডিকেল হাসপাতালে পাঠিয়েছে। রায়না ১ এর তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি বামদেব মন্ডল জানান, গত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির ধারবাহিকা আক্রমণের মুখে এই মৃগাঙ্ক সিং দলের হয়ে লড়াই করেছিল। তাদের লড়াইতেই হিজলনা অঞ্চলে সংগঠন ধরে রাখা সম্ভব হয়। তার জেরেই এবারের বিধানসভার ভোটে জেতে শাসকদল। তার অভিযোগ, সৌমেন রায় নামে এক ব্যক্তি এলাকায় দলের ক্ষতি করতে চাইছে। সে গত ভোটে বিজেপি প্রার্থীর হয়ে কাজ করেছে। কিছুদিন আগে অজ্ঞাত কারো হাত ধরে সে দলে আসে। তিনি কিছু জানেন না। তার অভিযোগ দলের সক্রিয় কর্মীদের বিরুদ্ধে ওই সৌমেন অপপ্রচার করে দলের ক্ষতি করছে। গতকাল সৌমেন রায়, হেমন্ত মাঝি, তরুণ রায়ের নেতৃত্বে মৃগাঙ্কের উপর আক্রমণ হয়। তাকে মারধর করা হয়। এর পরে থানায় এফআইআর করা হয়। এরপরে রাত নটা কুড়ি নাগাদ শুকুর বাজারে ওষুধ কিনতে এলে তাদের উপর গুলি চালানো হয়। এতে মৃগাঙ্ক সিং এবং তার বাবা বাদল সিং এর পায়ে গুলিবিদ্ধ হন। তাদের রাতেই হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে তাদের অবস্থা স্থিতিশীল। বামদেব মন্ডল জানান, এলাকায় শান্তি বজায় রেখে তারা কর্মীদের শান্ত রাখতে চাইছেন। দলের উপর তাদের আস্থা আছে। তবে কে ওই আক্রমণকারীদের মদত করছেন তা এলাকার মানুষ জানেন। যদিও স্থানীও সূত্রে জানা যাচ্ছে অভিযুক্ত সৌমেন রায় সহ অন্যান্যরা রায়নার বিধায়িকা শম্পা ধাড়ার অনুগামী বলে পরিচিত। বিধায়িকার সাথে ব্লক সভাপতির দ্বন্দ্ব এখন প্রকাশ্যে। এই দ্বন্দ্বের জেরেই সংঘর্ষ এবং গুলি চালানোর ঘটনা ঘটেছে। যদিও এই বিষয়ে জেলা সভাধিপতি তথা রায়নার বিধায়িকা শম্পা ধাড়া জানিয়েছেন, এই ঘটনার সাথে রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই। এটা নিত্যান্তই পাড়াগত বিবাদ। আর কেউ তার সাথে থাকলেই তার অনুগামী এটা ভাবা ভুল। এখন সবাই তৃণমূল, তাই যে কেউ তার সাথে কথা বলতেই পারে বা দলের কর্মসূচিতে যোগদান করতেই পারে। সব কিছুর পিছনে মিথ্যা আঙ্গুল তোলা ঠিক নয়। এটা পুলিশ-প্রশাসনের বিষয়। আইন তার নিজের মতই চলবে বলে জানিয়েছেন শম্পা দেবী।

চলন্ত ট্রেন থেকে যাত্রীকে ধাক্কা

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ পাঁচ মাসে তিন তিনবার চলন্ত ট্রেন থেকে যাত্রীকে ফেলে দেওয়ার ঘটনা ঘটল বীরভূমে। ট্রেন লাইনের ধারে পড়ে থাকা যাত্রীকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করল এলাকার মানুষ। তাঁকে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের নলহাটি থানার কাদিরপুর গ্রামে। বৃহস্পতিবার সকালে নলহাটি থানার পাইকপাড়া থেকে মধুরা যাওয়ার রাস্তায় কাদিরপুর গ্রামের পাশেই ওই যুবকে উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া যুবকের নাম শিপুল নাথ। তার বাড়ি দক্ষিণ ত্রিপুরার পুরানো রাজবাড়ি থানার তেবাড়িয়া গ্রামে। জানা গিয়েছে চার বন্ধু মিলে ট্রেনে চড়ে আগরতলা থেকে ব্যাঙ্গালুরু যাচ্ছিল। ট্রেনের কয়েকজন যাত্রীর সঙ্গে তাদের বচসার সৃষ্টি হয়। এরপর শিপুলকে মারধর করে ট্রেন থেকে ফেলে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। কাদিরপুর গ্রামের লোকজন রক্তাক্ত অবস্থায় আহত যুবককে দেখতে পান। তারাই নলহাটি থানায় খবর দেয়। খবর পেয়ে নলহাটি থানার পুলিশ তাকে উদ্ধার করে রামপুরহাট গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে। আহত শিপুল নাথ বলেন, আমরা চার জন ব্যাঙ্গালোর যাচ্ছিলাম। রাস্তায় কয়েকজন আমাদের কাছ থেকে সব কেড়ে নেয়। আমি পালাতে গেলে আমাকে ট্রেন থেকে ফেলে দেয়। বাকি তিন জনের কি হয়েছে আমি জানি না। প্রসঙ্গত, গত বছর ১৫ অক্টোবর হাওড়া-মালদা ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস ট্রেন থেকে সজল শেখ নামে এক যাত্রীকে চলন্ত ট্রেন থেকে ফেলে দেওয়া হয়। সেই ঘটনার ভিডিও করেছিল মুখ ও বধির এক যুবক। রাতে তারাপীঠ স্টেশনের কাছ থেকে তাকে গুরুতর জখম অবস্থায় উদ্ধার করে রামপুরহাট জিআরপি। এই ঘটনার কয়েক দিন পর মুল অভিযুক্ত কলকাতা পুলিশে কর্মরত বোলপুরের বাসিন্দা মন্টু মণ্ডলকে গ্রেফতার করে রেল পুলিশ। তারপর, গত ২১ জানুয়ারি রামপুরহাট সংলগ্ন আয়াস গ্রামের এক ব্যক্তিকে চলন্ত ট্রেন থেকে ফেলে দেওয়ার ঘটনা ঘটে ছিল।

পঞ্চায়েতে চিকিৎসা

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ১৬ ফেব্রুয়ারিঃ পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে চোখের আলোয় প্রকল্পে জামালপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পক্ষ থেকে জামালপুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতে একটি চক্ষু চিকিৎসার ক্যাম্প করা হয়। এখানে বিভিন্ন মানুষের চক্ষু পরীক্ষা করা হয়। পাওয়ার টেস্ট করে বিনামূল্যে চশমা বিতরণ, চোখে ছানি থাকলে বিনামূল্যে ছানি অপারেশনের জন্য দিন দেওয়া হয়। জামালপুর এক গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সাহাবুদ্দিন মন্ডল (পাঞ্জাব) জানিয়েছেন, রাজ্য সরকারের এই প্রকল্পের ফলে বহু সাধারণ ও অসহায় মানুষ চোখের চিকিৎসা করাতে পারছেন এবং এর জন্য তাদের হাসপাতাল পর্যন্তও যেতে হচ্ছে না। নিজের নিজের পঞ্চায়েতে তারা এই পরিষেবা নিতে পারছে। এই ক্যাম্পের কথা যাতে মানুষ জানতে পারে তার জন্য সারা অঞ্চল জুড়েই প্রচার করা হয়েছিল। যার ফল স্বরূপ প্রচুর মানুষ বিনামূল্যে এই পরিষেবা নিতে আসেন। ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. ঋত্বিক ঘোষ জানিয়েছেন, সরকারি প্রকল্পে গোটা ব্লক জুড়েই নানা জায়গায় ক্যাম্প করা হয়।

গাড়িতে অগ্নিকাণ্ড

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ শিলিগুড়িতে চলন্ত গাড়িতে আগুন লাগার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য। নিমেষের মধ্যে আগুনে লেগে পুড়ে ছাই হল একটি ছোট চারচাকা গাড়ি। এদিন সকালে এই ঘটনাটি ঘটেছে মাটিগাড়ার কাছে। এই ঘটনার পর কিছু সময়ের জন্য এলাকায় যানজটের সৃষ্টি হয়। যদিও এই ঘটনায় কোন হতাহতের খবর নেই বলে জানা গেছে। শিলিগুড়ি থেকে বাগডোগরার দিকে যাচ্ছিল গাড়িটি, এরপর মাটিগাড়ার এক শপিংমলের নিকট গাড়ির ভেতর থেকে কালো ধোঁয়া বের হতে থাকে। বিষয়টি নজরে আসার পরেই গাড়িটিকে দাঁড় করান সেখানকার কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশ। তারপরে গাড়ির ভেতর থেকে দুজন যাত্রীকে বের করা হয়। নিমেষের মধ্যেই আগুন লেগে যায় গাড়িটিতে। গাড়িটিকে উদ্ধার করেছে মাটিগাড়া থানার পুলিশ।

নবদ্বীপে রেলগেটে অবরোধ মতুয়াদের

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ কলকাতার নিউটাউন রাজারহাটে ও উত্তরবঙ্গে মতুয়া ভক্তদের ওপর পুলিশের লাঠিচার্জ ও বর্বরোচিত অত্যাচারের বিরুদ্ধে অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘ নবদ্বীপ ব্লক কমিটির উদ্যোগে এদিন বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ নবদ্বীপ তেঘড়িপাড়া রেল গেটের সামনে এক ধিক্কার মিছিল ও পথ অবরোধ করে মতুয়া মহাসংঘ নবদ্বীপ ব্লক কমিটির সদস্যরা। অবরোধকারীদের দাবি, অবিলম্বে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মতুয়া সম্প্রদায়ের গুরুদেবের ছবি ধরে ক্ষমা চাইতে হবে।

জানা গেছে, গত ৩১ জানুয়ারি মালদার গাজোলে মুখ্যমন্ত্রীর সভা ছিল। সেই সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মতুয়া সম্প্রদায়ের দুই গুরুর নাম হরিচাঁদ ও গুরুচাঁদের নাম উচ্চারণ করতে গিয়ে ভুল বশত রঘুচাঁদ ও গরুচাঁদ বলেন বলে অভিযোগ। এরপর থেকেই মতুয়া সম্প্রদায়ের একাংশের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। সেই অসন্তোষের আঁচ এবার এসে পড়ল নদীয়ার নবদ্বীপে। এদিন অসন্তুষ্ট মতুয়া সম্প্রদায়ের একাংশ মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের প্রতিবাদে পথ অবরোধে শামিল হয় নবদ্বীপ তেঘড়িপাড়া রেলগেটে। প্রায় কুড়ি মিনিট অবরোধ চলার পর নিজেরাই অবরোধ তুলে নেয়। যাতে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তাঁর জন্য মোতায়ন করা ছিলো নবদ্বীপ থানার পুলিশের পক্ষ থেকে পুলিশবাহিনী। এদিনের এই অবরোধের ফলে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয় কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, বর্ধমান রোডে। এ বিষয়ে অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘ রানাঘাট দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক বাবুল বিশ্বাস বলেন, মুখ্যমন্ত্রী শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর এবং গুরুচাঁদ ঠাকুরকে কেন্দ্র করে যে ঔদ্ধত্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন তারই প্রতিবাদে আজ আমাদের এই পথ অবরোধ। যতক্ষণ না পর্যন্ত তিনি ক্ষমা চাইছেন ততদিন আমাদের এই আন্দোলন চলবে।

NIQ, Govt. of West Bengal.
Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works. 1. Name of Work: "Provision for Temporary high speed internet service during the programme in connection with "International Vernacular Day-2023" to be attended by VVIP at Deshapriya Park, Kolkata on 21st February, 2023 (Primary Internet Feed)" **[Job No. KIT/RW/199 of 22-23]. SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-174/KIT/Q of 22-23).** Bid Submission Closing : **20.02.2023 up to 03.00 PM.** 2. Name of Work: "Provision for Temporary high speed internet service during the programme in connection with "International Vernacular Day-2023" to be attended by VVIP at Deshapriya Park, Kolkata on 21st February, 2023 (Secondary Internet Feed)" **[Job No. KIT/RW/200 of 22-23]. SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-175/KIT/Q of 22-23).** Bid Submission Closing : **20.02.2023 up to 03.00 PM.** Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.
Sd/- Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন নোটিশ নং. ডিএম/পিইউবি/এভিজমুর্ভ/বিজ্ঞ অফ ওভিটি/সিএল-IV /২২. তারিখ: ১৩.২.২০২৩। সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৪র্থ তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত ... www.ireps.gov.in ...

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

জরুরীকালীন ট্রাফিক পুনরুদ্ধার কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং ... www.ireps.gov.in ...

ডিআরএম (ডব্লিউ), লামডিং উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

CORRIGENDUM
This to inform you that the date of online bid submission of **Tender No. 013/POL/E-Tender/15 th CFC(tied)/ 2022-23, Dated: 08/02/2023, Tender ID: 2023_ZPHD_467863_1**, is extended to **17-02-2023 from 15-02-2023** and Date of Opening is extended to **20-02-2023** instead of **17-02-23.** Other details will remain unchanged.

উত্তর মধ্য রেলওয়ে G20

ই-প্রোকিওরমেন্ট টেন্ডার নোটিস নং. ০১ / ২০২২-২৩ তাং-১৬.০৩.২০২৩

ই-প্রোকিওরমেন্ট টেন্ডার নোটিস

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে সিনিয়র মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, উত্তর মধ্য রেলওয়ে, ঝাঁসি আহ্বান করছেন ই-প্রোকিওরমেন্ট টেন্ডার উল্লেখিত কাজের জন্য।

ক্র নং.	টেন্ডার নং.	বিস্তারিত বিবরণ	পরিমান	টেন্ডার বন্ধ / খোলার তারিখ
১	৫৪২২৫২১৫এ	সিঙ্গেল ফেজ প্রিভেন্টর পাম্প মোটরের নিরাপত্তার জন্য, অটো রিসেট ৪০ ভোল্ট +- ৬ ভোল্ট আনব্যালেন্স ৪১৫ ভোল্ট, ৩ ফেজ ৫০ হার্জ, ভিএসটি-২. নির্মাতা-সিমেন্স, এল অ্যান্ড টি, মিনিলেক। **দ্রষ্টব্য** ঃ অথোরাইজ ডিলারের কাছ থেকে ক্রয়ের প্রমাণপত্র , ওইএম ও টেস্ট সার্টিফিকেট সঙ্গে এক বছরের ওয়ার্যান্টি।	৫০টি	১৬.০৩.২০২৩

দ্রষ্টব্য ঃ উপরোক্ত ই-প্রোকিওরমেন্ট টেন্ডারের সম্পূর্ন বিস্তারিত তথ্যাবলী পাওয়া যাবে ভারতীয় রেলওয়ের ওয়েবসাইটে **https://www.ireps.gov.in**। **249/23 (DG)**

North central railways @CPRONCR @northcentralrailway www.ncr.indianrailways.gov.in

উত্তর মধ্য রেলওয়ে G20

ই-টেন্ডারিং টেন্ডার নোটিস

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ওয়ার্কস) এন.সি. রেলওয়ে, ঝাঁসি আহ্বান করছেন সিলকরা ''ওপেন টেন্ডার'' অনলাইনে (ই-টেন্ডারিং) উল্লেখিত কাজের জন্য।

কাজের বিবরণ	ই- টেন্ডার নং.	আনুমানিক মূল্য ₹	বায়না মূল্য ₹
স্লিপার ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট থেকে খুরহন্ড স্টেশনে পিকিউআরএস ডিপোতে স্লিপার পরিবহন করার কাজ অধীন এডিইএন / বিএনডিএ সাব-ডিভিশন।	জেএইচএস-ইঞ্জি-ই-২০২৩-২৪	₹ ৫৩৩৩৫৩৩.১১	₹ ১০৬৭০০.০০
টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ ঃ	১০.০৩.২০২৩ বেলা ১৫.০০ ঘটিকা।		
সম্পাদনের তারিখ / মেয়াদ গ্রহণকারী চিঠি লাগু হওয়া থেকে ঃ			০৬ মাস

টেন্ডার অনলাইনে জমা করা যাবে **১৫.০৩.২০২৩ (১৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত)**। সম্পূর্ন বিস্তারিত তথ্য এবং দরপত্র জমা করতে দয়াকরে দেখুন ভারতীয় রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**। **241/23 (DG)**

North central railways @CPRONCR @northcentralrailway www.ncr.indianrailways.gov.in

TARAKESWAR MUNICIPALITY
e-TENDER Notice
The Chariman, Tarakeswar Muninicipality invites e-tender of the following **tender ID of NIT No.- UDMA/TRK/e-NIT/2022-23/12 Dated-17/02/2023** works under Tarakeswar Municipality:

Sl. No.	Tender for	Amount put to Tender	e-Bid submission start date	e-Bid submission end date	Technical Bid Opening date
1.	2023_MAD_475288_1	1651563.00	17.02.2023	07.03.2023	09.03.2023
	2023_MAD_475288_2	1644945.00	17.02.2023	07.03.2023	09.03.2023
	2023_MAD_475288_3	914734.00	17.02.2023	07.03.2023	09.03.2023
	2023_MAD_475288_4	257977.00	17.02.2023	07.03.2023	09.03.2023
	2023_MAD_475288_5	454795.00	17.02.2023	07.03.2023	09.03.2023
	2023_MAD_475288_6	606230.00	17.02.2023	07.03.2023	09.03.2023
	2023_MAD_475288_7	655403.00	17.02.2023	07.03.2023	09.03.2023
	2023_MAD_475288_8	786605.00	17.02.2023	07.03.2023	09.03.2023
	2023_MAD_475288_9	1172068.00	17.02.2023	07.03.2023	09.03.2023

Details information will be available from the website- **http://wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman
Tarakeswar Municipality

ফর্ম জি (ভার্সান-৪)
প্রোগেসিভ মিটারস প্রাইভেট লিমিটেড
আগ্রহ প্রকাশের আবেদন করা হচ্ছে
ইলেকট্রিক মিটার উৎপাদনের সাথে যুক্ত জয়পুর এবং দিল্লিতে
(অধীন ধারা ৩৬এ(১) ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া
(ইনসলভেন্সি রেজোলিউশান প্রোসেস ফর কর্পোরেট পার্সনস) ধারা, ২০১৬

অনুসারী বিস্তারিত

১	বানিজ্যিক ঋণগ্রহীতার নাম সঙ্গে প্যান/ সিন/ এলএলপি নং.	প্রোগেসিভ মিটারস প্রাইভেট লিমিটেড CIN : U33111WB2013PTC197828 PAN : AAHCP4036H
২	রেজিস্টার্ড অফিস ঠিকানা	ফ্ল্যাট নং. ২সি, ২য় ফ্লোর, উর্বশী অ্যাপার্টমেন্টস, ৩ হ্যাঙ্গারফোর্ড স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১৭, পশ্চিমবঙ্গ
৩	ইউআরএল ওয়েবসাইট	https://bit.ly/3WKWB8W
৪	বেশিরভাগ স্থায়ী সম্পদ থাকার স্থানের বিস্তারিত তথ্যাবলী	প্লট নং. জে-৩৯৪, ৩৯৫, রিকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, সীতারামপুর, চিত্রালা সার্কেল নিকট, জয়পুর, রাজস্থান-৩০২০২২।
৫	মূল সামগ্রী / পরিষেবা প্রতিস্থাপনের ক্ষমতা	কারখানার অস্তিত্ব নেই
৬	মূল সামগ্রী / পরিষেবার মূল্যমান ও পরিমান গত আর্থিক বছরে যা বিক্রয় হয়েছে	নেই
৭	কর্মচারী/ কর্মীর সংখ্যা	শূন্য
৮	বিস্তারিত তথ্যাবলী সঙ্গে শেষ প্রাপ্ত আর্থিক বিবরণী (সারণী সহ) দুই বছরের, ঋণদাতার তালিকা, অনুসারী তারিখ ইভেন্টের পদ্ধতির যা পাওয়া যাবে	বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুণ ঃ progressivemeters.sipl@gmail.com
৯	সমাধান আবেদনের যোগ্যতা অধীন ধারা ২৫(২) (এইচ) কোড যা পাওয়া যাবে ঃ সমাধান আধিকারিক দ্বারা	বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ progressivemeters.sipl@gmail.com
১০	আগ্রহ প্রকাশের আবেদন প্রাপ্তির শেষ তারিখ	১৮.০৩.২০২৩
১১	প্রভিশনাল তালিকা জারি করার তারিখ আগ্রহী সমাধান আবেদনকারীদের	২৮.০৩.২০২৩
১২	প্রভিশনাল তালিকার ওপর আপত্তি জানানোর শেষ তারিখ	০২.০৪.২০২৩
১৩	ইওআই জমা করার পদ্ধতির ইমেল আইডি	progressivemeters.sipl@gmail.com

স্বা /- আইপি অনুপ কুমার সিং
সমাধান আধিকারিক
আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশান নং.- আইবিবিআই / আইপিএ-০০১ / আইপি-পি০০১৫৩ / ২০১৭-১৮ / ১০৩২২
প্রোগ্রেসিভ মিটারস প্রাইভেট লিমিটেড-অধীন সিআইআরপি
স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ১৭.০২.২০২৩
সুইট ১বি, ১ম ফ্লোর, ২২/ ২৮এ, মনোহরপুকুর রোড, দেশপ্রিয় পার্ক, কলকাতা-৭০০০২৯

অজি বধের ছক তৈরি ভারতের ঘুড়ে দাঁড়াতে মরিয়া ব্যাগি গ্রিনরা

নয়াদিল্লি, ১৬ ফেব্রুয়ারিঃ বর্ডার-গাভাসকর সিরিজের ফলের উপর নির্ভর করছে ভারতীয় দল বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে পৌছবে কিনা। নাগপুরে প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়াকে ইনিংস ১৩২ রানে হারিয়ে ৪ ম্যাচের সিরিজের শুরুটা দুরন্ত করেছে টিম ইন্ডিয়া। ভারতের লক্ষ্য যে সিরিজে অজিদের হোয়াইট ওয়াশ করা সেই আভাস পাওয়া গিয়েছে রবিচন্দ্রন অশ্বিন ও রবীন্দ্র জাদেজার কথায়। শুক্রবার থেকে শুরু হতে চলেছে ভারত-অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় টেস্ট। দিল্লিতেও জয়ের বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী ভরত। অপরদিকে ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া ব্যাগি গ্রিনরা। প্রথম টেস্টে সহজে জয়ে পেয়েছিল ভারতীয় দল। বোলিং লাইনের পারফরম্যান্স নিয়ে খুব একটা চিন্তা নেই ভারতের। দিল্লির উইকেটেও বল বরাবর স্পিন করে। ফলে অশ্বিন, জাদেজা, অক্ষরদের সামলাতে অজিদের বেগ পেতে হবে তা বলাই যায়। স্পিন মন্ত্রেই দিল্লি টেস্ট জয়ের ছক কষছে ভারত। তবে ব্যাটিং নিয়ে একটু চিন্তা রয়েছে। প্রথম ম্যাচে একটি ইনিংস ব্যাট করলেও সেখানে রোহিত শর্মা ছাড়া অন্য কোনও

প্রধান ব্যাটার রান পাননি। রান করেছিলেন জাদেজা, অক্ষর, শামিরা। ফলে দ্বিতীয় ম্যাচে বিরাট, পুজারা, রাহুলদের ব্যাটে বড় রান দেখার অপেক্ষায় ক্রিকেট প্রেমিরা। দিল্লি ভারতীয় ব্যাটিং লাইনের চেনা ছন্দে ফেরার বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী অধিনায়ক রোহিত শর্মাও। অপরদিকে, মুখে বড় বড় কথা বললেও ভারতের স্পিন জুজু-তে যে এখনও একেবারে কাবু অস্ট্রেলিয়া, তার প্রমাণ মিলেছে নাগপুর টেস্টে। প্রথন ইনিংসে ১৭৭ করলেও দ্বিতীয় ইনিংস ৯১-তেই শেষ। লজ্জার হারের পর দিল্লিতে টেস্টে ঘুড়ে দাঁড়ানোর জন্য কোনও খামতি রাখছে না প্যাটি কামিন্সের দল। ভারতের স্পিন অ্যাটাকা মোকাবিলা করার জন্য বিশেষ অনুশীলনও সেরেছে ব্যাগি গ্রিনরা। বোলিং অ্যাটাকের শক্তি বাড়াতে দ্বিতীয় টেস্টে খেলতে পারেন মিচেল স্টার্কও। পরিবর্তন হতে পারেব ব্যাটিং লাইনেও। প্রসঙ্গত, ভারতের উইতেটে দুই দলের ব্যাটিং-বোলিং লাইনের শক্তি, ভারসাম্য ও গভীরতা বিচার করলে অস্ট্রেলিয়াক থেকে অনেকটাই এগিয়ে টিম ইন্ডিয়া। বিশেষ করা ভারতের স্পিন অ্যাটাক অস্ট্রেলিয়ার থেকে অনেক শক্তিশালী। দিল্লি উইকেটে ইতিহাস বলছে এখানে স্পিনাররা বাড়তি সুবিধা পেয়ে থাকে। তাই দ্বিতীয় টেস্টে ভারতীয় দলকেই এগিয়ে রাখছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা।

প্রথম দিনে চাপে বাংলা

সৌরাষ্ট্র রঞ্জি ফাইনালের প্রথম ইনিংসে পিছিয়ে ৯৩ রানে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারিঃ কখনও মনে হচ্ছে এক পেশে ম্যাচ, কখনও বা আর এক পেশে। রঞ্জি ফাইনালে এক পেশে ম্যাচ হবে এমনটাই মন্তব্য করেছিলেন 'আত্মবিশ্বাসী' বাংলা অধিনায়ক মনোজ তিওয়ারি। টস হারায় ব্যাকফুটে ছিল বাংলা। গ্রিন টপে প্রথম সেশনে

বাংলাকে একের পর এক ধাক্কা দেন সৌরাষ্ট্রর দুই বাঁ হাতি পেসার। একটা সময় মনে হচ্ছিল, বাংলা ১০০-র গণ্ডিও পেরোতে পারবে না। অনেক কষ্টে বাংলার লজ্জা ঢেকেছিলেন দুই বাঁ হাতি ব্যাটার শাহবাজ আহমেদ ও অভিষেক পোড়েল। কিন্তু চা বিরতির পরই নতুন করে বিপর্যয়। সব মিলিয়ে ১৭৪ রানেই অলআউট বাংলা। প্রথম দিনের শেষে সৌরাষ্ট্র ৮১-২। এখনও তারা পিছিয়ে ৯৩ রানে। ম্যাচে অ্যাডভান্টেজ কাউকেই রাখা যাচ্ছে না। তবে বাংলার জন্য 'মিশন ইমপসিবল' হয়ে দাঁড়িয়েছে ম্যাচটা, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ফাইনালের মঞ্চে বেশ কিছু বিষয়ই অবাক করার মতো। বাংলা শিবির গ্রিনটপ বেছে নিয়েছিল। ব্যাটিংয়ে সেই আত্মবিশ্বাস খুঁজে পাওয়া গেল না। টপ অর্ডারের পারফরম্যান্স এ মরসুমে ভালোই। তবে ভরসা দিতে পারছিল না ওপেনিং জুটি। মন্দের ভালো ছিলেন করণ লাল। বিরাট রান করতে না পারলেও অন্তত কিছুক্ষণ ক্রিজে কাটিয়ে দিতে পারছিলেন। যদিও বাংলা শিবির আরও বড় কিছু চাইছিল। তা করতে গিয়ে বিশাল ভুল হল! ফাইনালের মঞ্চে অভিষেক হল সুমন্ত গুপ্তর। ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারেই আউট তিনি। টপ অর্ডারে কেউই ভরসা দিতে পারলেন না। মাত্র ৩৪ রানে ৫ উইকেট হারানোর পর হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন বাংলার সমর্থকরা। শাহবাজ আহমেদ-অভিষেক পোড়েল সপ্তম উইকেটে ১০১ রান যোগ না করলে লজ্জা বাড়ত। বাংলার বোলিং লাইন আপ গর্ব করার মতো। এ মরসুমে দারুণ ছন্দে রয়েছেন মুকেশ কুমার, আকাশদীপরা। যদিও সৌরাষ্ট্র ব্যাটসম্যানরা শুরু থেকেই কাউন্টার অ্যাটাকে মন দেন। ঠিক যেন ইংল্যান্ডের টেস্ট খেলার ধরন 'বাজবল'-এর মতো। হার্ভিক দেশাই-জয় গোহিল জুটি মাত্র ৪০ বলে ৩৮ রান যোগ করে। শেষ বেলায় বাংলার গ্যালারির গর্জন বোলারদের তাতানোর চেষ্টা করে। এর মধ্যে আকাশ দীপ জয় গোহিলের উইকেট নিতেই মনে হয়েছিল, ম্যাচে ফিরতেও পারে বাংলা। যদিও বোলিং আক্রমণের নিয়ন্ত্রণহীন পারফরম্যান্স ভরসা দিতে পারছে না। সৌরাষ্ট্র ব্যাটিং লাইন আপের গভীরতা অনেক। বাংলার হাতে বিকল্প একটাই, প্রথম সেশনে যত দ্রুত সম্ভব সৌরাষ্ট্রকে অলআউট করা। এর জন্য অবশ্য লাইন লেন্থ ঠিক রেখে বোলিং করা প্রয়োজন। প্রথম দিন যা পাওয়া গেল না।

'পাকিস্তানকে চোখ রাঙাচ্ছে ভারত!'

ইসলামাবাদ, ১৬ ফেব্রুয়ারিঃ চলতি বছর এশিয়া কাপ হওয়ার কথা থাকলেও কোথায় প্রতিযোগিতা হবে তা এখনও অজানা। পাকিস্তানে ভারত যেতে না চাওয়ায় প্রতিযোগিতার ভবিষ্যৎ এখনও অনিশ্চিত। দুই দেশের মধ্যে সাম্প্রতিক কালে এই নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছে। সেই আলোচনায় যোগ দিলেন শাহিদ আফ্রিদিও। তিনি দোষ দিলেন নিজের দেশকেই। জানালেন, ভারত ক্ষমতার প্রয়োগ করছে ক্রিকেটবিশ্বে নিজেদের শক্তি রয়েছে বলেই। পাকিস্তানের সামা টিভিতে আফ্রিদি বলেছেন, ''কেউ যদি নিজের পায়ে দাঁড়াতে অক্ষম হয় তা হলে এ ধরনের কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ নয়। অনেক বিষয়ে ভাবতে হবে পাকিস্তান বোর্ডকে। ভারত যদি রক্তচক্ষু দেখায় বা কোনও কঠিন সিদ্ধান্ত নেয়, তা হলে নিজেদের শক্তিশালী করে তুলেছে বলেই সেটা করতে পারে। ওদের ক্ষমতা রয়েছে বলেই এত কথা বলতে পারে। না হলে ওদের সাহস থাকত। পাকিস্তানকে এই জিনিস করতে হলে আগে নিজেদের শক্তিশালী করে তুলতে হবে।'' কিছু দিন আগেই পাকিস্তান ক্রিকেটের মুখ্য নির্বাচকের দায়িত্ব পালন করেছেন আফ্রিদি। তিনি আরও বলেছেন, ''জানি না পাকিস্তানে এশিয়া কাপ খেলতে ভারত আসবে কি না, বা ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে পাকিস্তান যাবে কি না। কিন্তু কোনও এক দিন আমাদের কঠোর সিদ্ধান্ত নিতেই হবে। আইসিসি-র ভূমিকা এখানে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ওরাও ভারতের বিরুদ্ধে কিছু বলার সাহস পায় না।'' পাকিস্তান থেকে এশিয়া কাপ সরিয়ে দেওয়ার কথা প্রথমে বলেছিলেন জয় শাহ নিজেই। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সচিব হিসাবে জয় জানিয়েছিলেন, পাকিস্তানে এশিয়া কাপ হলে ভারত সেখানে খেলতে যাবে না। তাই সব থেকে ভাল হয়, যদি প্রতিযোগিতা পাকিস্তান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এই মন্তব্য ঘিরে দু'দেশের মধ্যে দীর্ঘ তরজা হয়েছে।

ঘরের মাঠে রানে ফিরতে মরিয়া বিরাট

নয়াদিল্লি, ১৬ ফেব্রুয়ারিঃ প্রায় এগারো বছর আগে টেস্ট ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছে বিরাট কোহলির। কেরিয়ারের ১০২ নম্বর ম্যাচে শুক্রবার আবার মাঠে নামতে চলেছেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক। কাকতালীয় ভাবে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এই ম্যাচটি কোহলির ঘরের মাঠ, অর্থাৎ দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে খেলা হবে। ২০১৭ সালে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দিল্লির এই অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে শেষ টেস্ট খেলেছে ভারত। সেই ম্যাচেও ২৪৩ রানের দুরন্ত ইনিংস খেলেন বিরাট। কোটলার মাঠ থেকে শেষ তিনটি টেস্ট ম্যাচ খেলে ৪৬৩ রান পেয়েছেন যার গড় ৭৭.৮৩। দিল্লির এই মাঠ যে তাঁকে তাতিয়ে দেয়, রেকর্ডেই পরিষ্কার। কাজেই বিরাটের ক্ষেত্রে আবেগপ্রবণ ম্যাচ হতে চলেছে এটি। কী বললেন বিরাট? ইন্সটা স্টোরিতে তিনি লিখেছেন, 'দীর্ঘদিন পর আবার দিল্লির স্টেডিয়ামে নামব। নস্টালজিক লাগছে।' দিল্লির ছেলে বিরাটের উত্থান ফিরোজ শাহ কোটলা স্টেডিয়াম থেকেই। প্রচুর ম্যাচ খেলেছেন ওই মাঠে। প্রচুর স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সেই ফেলে আসা মুহূর্ত উপভোগ করতে চান ভিকে। ছবিতে দেখা গিয়েছে নিজেই গাড়ি চালিয়ে স্টেডিয়ামে যাচ্ছেন বিরাট। সকাল

সকাল স্টেডিয়ামে পৌঁছে অনুশীলন শুরু করে দেন তিনি। বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির প্রথম টেস্টে সে রকম ভাবে নিজেকে মেলে ধরতে পারেননি বিশ্বের প্রাক্তন এক নম্বর ব্যাটার। মাত্র ১২ রান করেই দুর্ভাগ্যজনক ভাবে আউট হয়ে প্যাভিলিয়নে ফেরেন। ব্যাট হাতে তাঁর সে রকম অবদান না থাকলেও প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়াকে ইনিংস এবং ১৩২ রানে পরাজিত করেছে ভারত। ব্যাট হাতে বেশ কিছু রেকর্ডের মালিক কিং কোহলি। অধিনায়ক হিসেবে ভারতের হয়ে সবচেয়ে বেশি টেস্ট খেলার নজির গড়েছেন তিনি। ২০১৪ থেকে ২০২২ সাল অবধি কোহলির অধিনায়কত্বে ৬৮টি ম্যাচ খেলেছে ভারত। যার মধ্যে ৪০টি জিতেছে, ১৭টি হেরেছে এবং ১১টি টেস্ট ড্র করেছে ভারত। সর্বোচ্চ ম্যাচ খেলার রেকর্ড পরিসংখ্যানে কোহলির পরে যথাক্রমে দুই প্রাক্তন অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি ও সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের রয়েছেন। এ ছাড়াও ভারতীয় ব্যাটার হিসেবে সর্বোচ্চ সংখ্যক ডাবল সেঞ্চুরি করার নজিরও গড়েছেন ৩৪ বছর বয়সী এই তারকা ব্যাটার। প্রথম টেস্টে ভরাডুবির পর জয়ের ছন্দে ফিরতে চাইবে অজিরা। দ্বিতীয় টেস্টে নতুন কিছু পরিকল্পনা নিয়ে মাঠে নামবেন কামিন্সরা। লেগ স্পিনার মিচেল সয়েপসনের বদলে দলে আসছেন ম্যাথেউ কুহনমান। ক্যামেরুন গ্রিন এখনও নিশ্চিত নন এই টেস্টে। তাঁর পরিবর্ত হিসেবে হয়তো ট্রেভিস হেডকে দলে রাখতে পারেন অজি নির্বাচকরা। অন্য দিকে, ভারতের শ্রেয়স আইয়ারের ম্যাচে ফেরা কার্যত নিশ্চিত। এমনকি ওপেনার কেএল রাহুলের জায়গায় দলে শুভমন গিলকে দলে নেওয়ার কথা ভাবছেন ভারতীয় নির্বাচকরা। এই মুহূর্তে স্বপ্নের ফর্মে রয়েছে ২২ বছরের এই পাঞ্জাবি ব্যাটার। বিরাট কোহলির রানে ফেরার খিদে, অস্ট্রেলিয়ার জয়ে ফেরার খিদে সব মিলিয়ে প্রবল উত্তেজনাপ্রবন হতে চলেছে দিল্লি টেস্ট।

প্রয়াত ভারতের কিংবদন্তি ফুটবলার তুলসীদাস বলরাম

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারিঃ প্রয়াত দেশের কিংবদন্তি ফুটবলার তুলসীদাস বলরাম। দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন প্রাক্তন এই ফুটবলার। এ দিন দুপর ২.০৫-এ কলকাতার বেসরকারী হাসপাতালে মৃত্যু হয় তাঁর। বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন কিংবদন্তি ফুটবলার। ভারতীয় ফুটবলের থ্রি মাস্কেটিয়ার্স বলা হত পিকে, চুনী, বলরামকে। পিকে বন্দ্যোপাধ্যায় আর চুনী গোস্বামী আগেই প্রয়াত হয়েছিলেন। এ বার চলে গেলেন তুলসীদাস বলরাম। তাঁর জন্ম হয়েছিল হায়দরাবাদে। তবে হয়ে গিয়েছিলেন বাংলার ফুটবলার। এখানে বালিতে থাকতেন। ১৯৩৬ সালের ৪ অক্টোবর সেকেন্দ্রাবাদে জন্মেছিলেন। ১৯৫৪ সালে আর্মি কমব্যাট ফোর্সের হয়ে ফুটবল খেলা শুরু। এরপর হায়দরাবাদের রাইডার্স ক্লাবের হয়ে খেলতেন। সেখান থেকে যোগ দিয়েছিলেন হায়দরাবাদ সিটি পুলিসে। এরপরই খেলতে আসেন ইস্টবেঙ্গলে। কলকাতা ময়দানে তুলসীদাসের পরিচিতি ইস্টবেঙ্গল ক্লাব থেকেই। সুনামের সঙ্গে এখানে ফুটবল খেলেছেন। ফরোয়ার্ড পজিশনে খেলতেন। ময়দানে অসংখ্য গোল রয়েছে তাঁর পায়ে। ১৯৫৬ সালে জাতীয় দলে অভিষেক হয় এই পাওয়ারফুল ফুটবলারের। ১৯৬২ সাল পর্যন্ত ভারতের হয়ে খেলেন। জাতীয় দলের জার্সিতে বেশ কয়েকটি গোল রয়েছে তাঁর। ১৯৬২ সালে জাকার্তায় এশিয়ান গেমসে সোনা জিতেছিল ভারত। ফাইনালে জাপানকে ২-০ হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন পিকে, চুনীরা। সেই দলেই ছিলেন তুলসীদাস বলরাম। ফাইনালে একটি গোলও

করেছিলেন। তাইল্যান্ডের বিরুদ্ধেও একটি গোল করেছিলেন বলরাম। ভিন রাজ্যের ফুটবলার হলেও, বাংলার সঙ্গে ওতোপ্রতো ভাবে জড়িয়ে গিয়েছিলেন। ইস্টবেঙ্গলের জার্সিতে ১৯৫৮ সালে আইএফএ শিল্ড জেতেন। বাংলার হয়েও সন্তোষ ট্রফি জেতার নজির রয়েছে তাঁর। ১৯৫৮, ১৯৫৯ এবং ১৯৬২ সালে বাংলাকে সন্তোষ ট্রফি জেতানোর অন্যতম নায়ক ছিলেন বলরাম। ১৯৬১ সালে কলকাতা লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে ময়দানে। ১৯৬২ সালে অর্জুন সম্মান পেয়েছিলেন তুলসীদাস বলরাম। তবে পদ্মশ্রী না পাওয়ার আক্ষেপ থেকে যাবে তাঁর। এক মাসেরও বেশি সময় ধরে কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। তাঁর চিকিসার দায়িত্ব নিয়েছিল রাজ্য সরকার। বলরামের মৃত্যুর পর হাসপাতালে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানান রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। শোক বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধায়।

দিল্লি টেস্টের আগে হঠাৎই হোটেল বদল রোহিতদের

নয়াদিল্লি, ১৬ ফেব্রুয়ারিঃ আইসিসির র‍্যাঙ্কিং কাণ্ডে বড়সড় ধাক্কা খেয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট টিম। বিশ্ব ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থা বুধবার দুপুরে জানিয়েছিল, র‍্যাঙ্কিংয়ের খাতায় এক নম্বরে উঠে পড়েছে ভারত। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা পর আশ্চর্যজনক ভাবে অস্ট্রেলিয়াকে এক নম্বর টিম হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। দু'নম্বরে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে রোহিত শর্মাদের। এতেই শেষ নয়, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে শুক্রবার রাজধানীতে নামার আগে সমস্যা পিছু ছাড়ছে না ভারতীয় টিমের। কেন হঠাৎ টিম হোটেল বদলাতে হল? বিরাট কোহলিই বা গেলেন কোথায়? দিল্লিতে খেলা থাকলে ভারতীয় টিম সাধারণ তাজ প্যালেস কিংবা আইটিসি মৌর্যতে ওঠে। কিন্তু এ বার এতদিনের নিয়মে এসেছে বদল। ওই দুটি হোটেলের বদলে একটি নতুন হোটেলে থাকতে বাধ্য হয়েছে ভারতীয় দল। করকরদুমার পাঁচতারা হোটেল লীলাতে উঠেছে ক্রিকেট টিম। কেন, তার ব্যাখ্যাও মিলছে। এক কর্তা বলছেন, ''দিল্লির একটা অন্য এলাকায়, করকরদুমায় হোটেল নিতে বাধ্য হয়েছে ভারতীয় টিম। এতদিন

যে হোটেলে থাকতে অভ্যস্ত ছিল ক্রিকেটাররা, তা আর হয়নি।'' এর কারণ কী? দেশের আর অন্যান্য শহরের মতো দিল্লিতেও চলছে বিয়ের মরসুম। অনুষ্ঠান বাড়ি থেকে বিভিন্ন ক্লাব, এমনকি পাঁচতারা হোটেলগুলোতেও চলছে কোনও না কোনও বিয়ের রিসেপশন। ফলে রুম মেলাই ভার এখন দিল্লিতে। এই পরিস্থিতির কারণেই টিম ইন্ডিয়া তাজ প্যালেস, আইটিসি মৌর্যের মতো পছন্দের হোটেলে রুম পায়নি। তাই বাধ্য হয়েই থাকতে হচ্ছে করকরদুমার পাঁচতারা হোটেল লীলায়। রোহিতরা না হয় রাজধানীর এক নতুন হোটেলে গেড়েছেন আস্তানা, বিরাট কোহলি গেলেন কোথায়? ভারতের প্রাক্তন ক্যাপ্টেন বিরাট দিল্লিরই ছেলে। এই শহরের অলি-গলিতে খেলে বড় হয়েছেন। ২০১৭ সালের পর আবার কোনও আন্তর্জাতিক ম্যাচ হচ্ছে। তাই দিল্লিতে নিজের বাড়িতেই থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিরাট। যাতে পরিবারের সঙ্গে খানিকটা সময় কাটাতে পারেন। বুধবারের মতো বৃহস্পতিবারও বাড়ি থেকেই এসেছিলেন প্র্যাক্টিসে। তাঁর কালো রংয়ের স্পোর্টস পোর্সে এখন চর্চার বিষয়।

'ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনও দিন ভাবিনি'

১০০তম টেস্ট খেলার আগে বললেন পূজারা

নয়াদিল্লি, ১৬ ফেব্রুয়ারিঃ ক্রিকেট কেরিয়ারে সেঞ্চুরি করেছেন বেশ কিছু। আরও এক সেঞ্চুরির সামনে তিনি। আর সেঞ্চুরি শুধু রানের খিদে থাকলে হয় না। শুধু ধারাবাহিক হলে হয় না। এই সেঞ্চুরির জন্য দরকার পড়ে দীর্ঘদিন নিজেকে একই ভাবে মোটিভেট করে যাওয়া। ১০০তম টেস্ট খেলতে নামার আগে তাই মনে করছেন চেতেশ্বর পূজারা। ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে খুব বেশি ক্রিকেটার ১০০ টেস্ট খেলেননি। সচিন তেন্ডুলকর খেলেছেন ২০০টা টেস্ট। রাহুল দ্রাবিড়, ভিভিএস লক্ষ্মণ, অনিল কুম্বলে, কপিল দেব, সুনীল গাভাসকর, দিলীপ বেঙ্কসরকর, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, বিরাট কোহলি, ইশান্ত শর্মা, হরভজন সিং, বীরেন্দ্র শেহওয়াগরা খেলেছেন ১০০টা করে টেস্ট। ১৩তম ক্রিকেটার হিসেবে ওই ক্লাবে যোগ দিলেন পূজারা। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দিল্লির ফিরোজ শাহ কোটলায় সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে খেলতে নামার আগে পূজারা বললেন, ''আরও অনেক প্রাপ্তি অপেক্ষা করে রয়েছে আমার জন্য। ১০০তম টেস্ট খেলার আগে

যেমন তৃপ্ত, তেমনই রোমাঞ্চিত। তবে এটা মাথায় রাখতে হবে, আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ সিরিজ খেলছি। দিল্লি টেস্ট জিতে আমরা পরের টেস্ট ম্যাচে নামতে চাই। সেই সঙ্গে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালেও উঠতে চাই। আমার স্বপ্নের কথা যদি বলতে হয়, বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালটা জিততে চাই। ফাইনালে ওঠার পর ওটা নিয়ে ভাবতে শুরু করব।'' পূজারা ১০০তম টেস্ট নিয়ে বলেন, ''আমি যখন থেকে ক্রিকেট খেলছি, এমনকি জাতীয় টিমে অভিষেকের সময়ও জানতাম না ১০০টা খেলব। আমি কোনও দিনই খুব বেশি ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবি না। বর্তমানেই থাকি। এই সিরিজটা শুরুর আগে ভেবেছিলাম যে, ১০০তম টেস্টের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। যে কোনও লম্বা কেরিয়ারে উত্থান-পতন থাকে। আমাকেও তার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। ১০০তম টেস্ট খেলব, এই আশা নিয়ে কোনও দিন খেলতে নামিনি। সব সময় চেষ্টা করেছি, যে ম্যাচ বা সিরিজে খেলি না কেন, সেরাটাই দেব। আগামী দিনেও সেই লক্ষ্যই থাকবে।'' পূজারা আরও বলেন, ''আমার কাছে পরিবারের গুরুত্ব অনেক বেশি। আমার ক্রিকেট কেরিয়ারের বাবার গুরুত্ব অপরিসীম। ছেলেবেলা থেকে বাবার কাছেই কোচিং নিয়েই বড় হয়ে ওঠা। ১০০তম টেস্ট খেলতে নামার আগে আমার মতো বাবাও খুব রোমাঞ্চিত। আমার স্ত্রীর কথাও বলতে হবে। সব সময় আমার পাশে থেকেছে। যে কোনও ক্রিকেটারের জীবনে পরিবার খুব গুরুত্বপূর্ণ। পরিবারের পাশাপাশি যে সব কোচের সঙ্গে কাজ করেছি, যারা আমাকে কেরিয়ারে এগিয়ে দিয়েছে, তাদের সবাইকে ধন্যবাদ।''

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501